চরিত্রগঠনমূলক কয়েকটি
সত্য ঘটনার এক অনবদ্য সংকলন

হৃদয় গলে
সিরিজ-৫

যে গল্প হৃদয় কাড়ে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smileyfoundationbd.com

যে গল্প হৃদয় কাড়ে

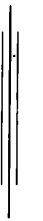

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ফাযেল, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।
লেখক ও সম্পাদক, ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সম্পাদনায়

মাওলানা বশীর উদ্দীন
মাওলানা হুসাইন আহমদ

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কওমী মাদরাসা পাবলিকেসন্স
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

কোথায় কি পাবেন

যে গল্প হৃদয় কাড়ে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল

মার্চ- ২০০৪ইং
মহররম- ১৪২৫ হিঃ

মুদ্রণে

ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য

একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাস

মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদ্‌রাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯৩৮০৬২৩, ৯৬৬৯০১৬

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ 'হৃদয় গলে' সিরিজের পরবর্তী অংশগুলোও ভিন্ন ভিন্ন নামে, প্রতি দুই/তিন মাস পর পর প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, সিরিজ আকারে বের হলেও পৃথক পৃথক নামের প্রতিটি অংশই স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। সিরিজের পরবর্তী বই **'যদি এমন হতাম'** -লেখক

www.smfoundationbd.com

কোথায় কি পাবেন

সমর্পণ

বন্ধুবর মাওলানা মুসাইন আহমদকে—
যিনি আমার জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে কেবল
অকৃত্রিম বন্ধুত্বের প্রমাণই পেশ করেননি,
হৃদয়ের গভীরেও স্থান করে নিয়েছেন।

-মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

কোথায় কি পাবেন

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্‌বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** (চলমান অংশের নাম 'যে গল্প হৃদয় কাড়ে') নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষনীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

www.smfoundationbd.com

কোথায় কি পাবেন

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার **"যে গল্পে হৃদয় গলে" (বর্তমান অংশের নাম 'যে গল্প হৃদয় কাড়ে')** নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

১৫ ডিসেম্বর ২০০৩ইং

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

কোথায় কি পাবেন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম আল্লামা আলহাজ্ব

হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানা মতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুন আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্ত-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযুগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের উসিলা বানান। আমীন।

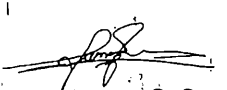

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ (নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

www.smfoundationbd.com

কোথায় কি পাবেন

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস নরসিংদী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব হযরত

মাওলানা মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত ও দোয়া

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াকাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদি হিল্লাযি নাসত্বাফা। আম্মাবাদ,

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। গল্প-কাহিনী মানুষ শুনতে যেমন ভালবাসে, তেমনি পড়তেও তাদের ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কিংবা বৃদ্ধ-জোয়ানের ভেদাভেদ নেই। গল্পের প্রতি মানুষের এ স্বভাবগত ঝোঁকের কারণেই তারা গল্প পড়ে, শুনে এবং শুনানোর জন্য অন্যকে অনুরোধও করে। সুতরাং গল্পের বিষয়বস্তু যদি সুন্দর, ভাল ও চরিত্রগঠনমূলক হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, সৎ-সুন্দর ও উত্তম হবেই। যা তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। 'যে গল্পে হৃদয় গলে'র লেখক অত্যন্ত রুচিশীল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় সে কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দ্বীনি খেদমতের জন্য আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

তৃতীয় খন্ডের পর এ বইয়ের বাকী গল্পগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার পরিকল্পনার কথা শুনতে পেরে সত্যিই আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে এবং তার মহৎ উদ্যোগকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা জাতির হেদায়েতের পথকে উম্মুক্ত করুন। আমীন।

(মাওলানা আলী আহমদ হোসাইনী)

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

www.smfoundationbd.com

মুখবন্ধ

সর্ব প্রথম শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাকে মুসলিম জাতির চরিত্র গঠন ও সংশোধনের বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে দু'চার কথা লিখে বই আকারে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি, আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর গোটা জীবনটাই ছিল ইসলাম ও মানবতার কল্যাণের জন্য নিবেদিত।

ঘটনা মানুষের মনে যেমন আনন্দ-বেদনার উদ্রেক করে, তেমনি উহা মানুষকে শিক্ষাও দেয়। গভীরভাবে ভাবতে শেখায়। নতুন করে, নব উদ্যমে জীবন গঠনের প্রেরণা যোগায়। এজন্যেই ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায়, অনেক পাপিষ্ঠ ও খারাপ লোক একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জীবনের গতিধারা পাল্টে ফেলেছেন। অতীতের পংকিলময় জীবন থেকে উঠে এসে সত্য-সুন্দর ও ন্যায়ের পথে চলতে শুরু করেছেন। ফলশ্রুতিতে ঐ লোকগুলিই তাকে এখন হৃদয় দিয়ে ভালবাসে, আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে, যারা এক সময় তাকে দেখলে নাক সিটকাত, অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দিত।

হৃদয় গলে সিরিজে উল্লেখিত ঘটনাগুলো মূলতঃ চারিত্রিক উন্নতির উদ্দেশ্যেই লিখা। যদি এ সিরিজের ঘটনাগুলো পাঠ করে সম্মানিত পাঠকদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ হয়, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের মুহাব্বত অন্তরে গেঁথে যায়, দুনিয়ার সুখ শান্তি লাভের পাশাপাশি আখেরাতের চিন্তাও মাথায় আসে, যাবতীয় খারাপ গুণাবলী পরিত্যাগ করে ভাল গুণগুলো অর্জন করার উৎসাহ জাগে, ইসলামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় মনোবল জন্ম নেয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে। মনের ঐকান্তিক আশা পূর্ণ হবে।

হৃদয় গলে সিরিজের প্রথম তিনটি খন্ড যে গল্পে হৃদয় গলে নামে আল কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত

www.smfoundationbd.com

হয়েছে। সিরিজের ৪র্থ অংশটি **যে গল্পে অশ্রু ঝরে,** নামে ইসলামিয়া কুতুবখানা ৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার ঢাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। আল্লাহ চাহে তো, চলমান অংশের ন্যায় বাকী অংশগুলোও ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রতি দুই/তিন মাস পর পর ইসলামিয়া কুতুবখানা থেকেই প্রকাশিত হবে।

আল্লাহ তাআলা উভয় প্রকাশনীর স্বত্তাধিকারীকে উত্তম বদলা দান করুন। কারণ তাঁদের অপরিসীম আগ্রহের ফলেই এ বইগুলো অতি দ্রুত আপনাদের হাতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

যারা এ বইয়ের ব্যাপারে যে কোন ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী সালমা ইসলাম এ বই লিখা ও প্রুফ দেখার কাজে আমাকে যথেষ্ট সহযোগীতা ও উৎসাহ যুগিয়েছে। আল্লাহ তাকে উভয় জাহানে সুখি করুন। এবং তার হৃদয়ের নেক বাসনাগুলোকে পূর্ণ করুন। যারা কষ্ট করে পাঠকের মতামত বিভাগে দু'কলম লিখে পাঠিয়েছেন আমি তাদেরও শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুন। আমীন।

বিনয়াবনত
মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
গ্রাম ও পোঃ ভাদুঘর
বি,বাড়ীয়া।

তাং - ২৮/২/২০০৪ইং

www.smfoundationbd.com

কোথায় কি পাবেন

বুদ্ধিমতী নারীর প্রজ্ঞাপূর্ণ জিজ্ঞাসা...........১৩
জুলুমের নির্মম পরিণতি...........৩৪
ভোগে নয়, ত্যাগেই মুক্তি...........৪৩
পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়...........৫০
এক ভাগ্যবতী মা...........৫৭
এক রাসূল প্রেমিকের আশ্চর্য ঘটনা...........৬১
একটি বিস্ময়কর ফায়সালা...........৬৭
সম্পদের প্রতি ভালবাসা...........৭১
সম্পদ নয়, জ্ঞানই উত্তম...........৭৭
স্বামী ভক্তির অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত...........৮১
নতুন কাপড়ের জন্য জীবিত লোকেরাই বেশী উপযোগী...........৮৯
অভিশপ্ত ইহুদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র...........৯৭
পাঠকের মতামত.........১০৬
একটি ঘোষণা.........১১০

শিরোনামের উপর ক্লিক করুন

www.smfoundationbd.com

-ঃ লেখকের সাথে সার্বিক যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-

মাওঃ মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী সদর।
ফোন ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩, ০৬২৮-৬২৫৪১ (অনুঃ)

কোথায় কি পাবেন

প্রাপ্তিস্থান

১। ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।
২। আল-কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩। দারুল উলূম লাইব্রেরী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৪। আল আশরাফ প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৬। হক লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
৭। থানভী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
৮। মাক্কি মাদরাসা, কিল্লার মোড়, লালবাগ, ঢাকা।
৯। মোস্তফা লাইব্রেরী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১০। আল মানার লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
১১। মোহাম্মদী কুতুবখানা, বন্দরবাজার, সিলেট।
১২। নিউ মাদানিয়া লাইব্রেরী, কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
১৩। আজিজিয়া লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, মৌলভী বাজার।
১৪। শাহীন লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি, বাড়ীয়া।
১৫। শামসুল উলূম লাইব্রেরী, স্টেশন রোড, নরসিংদী।
১৬। এমদাদিয়া স্টোর, স্টেশন রোড, নরসিংদী।
১৭। থানভী লাইব্রেরী, লাইব্রেরী পট্টি, নরসিংদী।
১৮। সোলামানিয়া লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি-বাড়ীয়া।
১৯। দারুল কিতাব, যশোর।

এছাড়া গ্রন্থমেলা ও দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে বইটি খোঁজ করুন।

www.smfoundationbd.com

কোথায় কি পাবেন

বুদ্ধিমতি নারীর প্রজ্ঞাপূর্ণ জিজ্ঞাসা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষ উভয়েরই নবী। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ মানব। সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। বিশ্ব মানবতার মুক্তিই ছিল তার জিন্দেগীর একমাত্র মিশন। তিনি ছিলেন দয়ার আধার, রাহমাতুল্লিল আলামীন। বঞ্চিত, নিপীড়িত ও দুর্বল মানুষকে তিনি অতি ভালবাসতেন। যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত, অবহেলিত নারী জাতিকে তিনিই মহাসম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। নির্যাতিতা, অত্যাচারিতা নারী সমাজকে অবমাননার অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলেছেন। মুক্তি দিয়েছেন বঞ্চনা ও পশুত্বের বন্দীদশা থেকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মহিলারা ছিলেন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাদের মনে যে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে তৎক্ষণাত তা জানার জন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হতেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের প্রশ্নগুলো মনযোগ সহকারে শ্রবন করে এগুলোর সন্তোষজনক জবাব দিতেন।

একদিনের ঘটনা।

www.smfoundationbd.com

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারী (রা.) এর মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিল। অনেক চেষ্টা করেও তিনি এর সমাধান খোঁজে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর অনুমতি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললেন-

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হউক। মুসলিম নারীদের প্রতিনিধি হয়ে আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। নিশ্চয়ই আল্লাহপাক নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। তাই আমরা নারী মহলও আপনার উপর এবং আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি এর সন্তোষজনক জবাব দিয়ে আমাদের সকল নারীকে ধন্য করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি নিঃসংকোচে তোমার প্রশ্ন বিবৃত কর। হযরত আসমা (রা.) বললেন, আমার প্রশ্ন হল, আমরা ঘরের কোণে পর্দার অন্তরালে থেকে শুধু পুরুষদের আশা-আকাংখা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকি। তাদের সন্তানদের আমরাই গর্ভে ধারণ করি। এতদ্বসত্ত্বেও পুরুষগণ অনেক ব্যাপারে পূণ্য প্রাপ্তির দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকে। যেমন-তারা জুমআর নামাযে শরীক হয়, জামাতে নামায পড়ে, রোগী দেখাশুনা করে, হজ্বের পর হজ্জ করে, সর্বোপরি তারা জিহাদে শরীক হয়।

আর তারা যখন হজ্ব, ওমরা, জিহাদ ইত্যাদিতে গমন করে তখন আমরা তাদের জন্য কাপড় বুনে থাকি। এখন আমার জিজ্ঞাসা হল, আমরা কি ছাওয়াবের বেলায় পুরুষদের সমান অংশীদার হতে পারি না?

হযরত আসমা (রা.) এর বক্তব্য শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারা খুশিতে ঝলকিত হয়ে উঠল। তার গোটা মুখ মন্ডলে একটা স্নিগ্ধ হাসির বিদ্যুত চমক খেলে গেল। হৃদয় কাননে সঞ্চারিত হল উৎফুল্লতায় ভরা গভীর প্রশান্তি।

তিনি সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুখ ফিরে তাকালেন। বললেন, হে

www.smfoundationbd.com

আমার সাহাবারা! ধর্মের ব্যাপারে এ মহিলার চেয়ে উত্তম প্রশ্নকারী তোমরা দেখেছ কি?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, মেয়েরা যে এত বুদ্ধিমতী হয় এবং তারা যে এত সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশ্ন করতে পারে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

অতঃপর নবীকুল শিরোমনি, সারওয়ারে দু'আলম মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আসমা (রা.) কে লক্ষ্য করে বললেন-

আসমা! মনযোগ দিয়ে শুন। উত্তম রূপে বুঝে লও। আর তুমি যেসব মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছ, তাদেরকে বলে দিও-স্বামীর খেদমত করা এবং তার সন্তুষ্টি তালাশ করা উল্লেখিত সমস্ত সাওয়াবেরই সমতুল্য। একথা শুনে হযরত আসমা (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

সম্মানিত মা ও বোনেরা! দেখলেন তো, দয়ার সাগর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের জন্য রাস্তা কত সহজ করে দিয়েছেন! আপনারা জুমআ, জামাত, জানাযা ইত্যাদিতে শরীক না হয়েও এমনকি জিহাদের মত কঠিন বিধান যাতে যেখানে যে কোন মুহূর্তে চিরকালের জন্য জীবন প্রদীপ নিভে যেতে পারে, সেই জিহাদে অংশ গ্রহণ না করেও আপনারা পুরুষদের সমান ছাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করতে পারেন। তবে এজন্য শর্ত হল, স্বামীর সেবা ও তাদের মানসা মোতাবেক জীবন যাপন করা। এ সামান্য একটু কাজ করতে পারলেই আপনার বিনা পরিশ্রমে লক্ষ কোটি ছাওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন। আপনাদের মর্যাদা উঁচু থেকে উঁচুতর হতে থাকবে। বস্তুতঃ মেয়েদের জন্য স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের অনুগত থাকা একটি অমূল্য সম্পদ।

একদা সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনারব লোকেরা আপন আপন রাজা-বাদশাহকে সিজদা করতঃ সম্মান প্রদর্শন করে। অথচ সিজদা পাওয়ার আপনিই বেশী উপযোগী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ! সিজদা

www.smfoundationbd.com

পাওয়ার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ আমি দিতাম তবে নারীদের বলতাম, তারা যেন নিজ নিজ স্বামীকে সিজদা করে। সেই কুদরতী খোদার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার জান, যতক্ষণ পর্যন্ত নারীরা আপন স্বামীর হক আদায় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর হক আদায় করতে পারবে না।

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ভিন্ন বিছানায় রাত কাটায় তবে ফেরেশতারা তার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে। অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'ব্যক্তির নামায কবুলিয়্যাতের জন্য মাথার উপরও উঠতে পারে না। এক, মনিব থেকে পলায়নরত গোলাম। দুই, স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী।

মুহতারাম পাঠক-পাঠিকা! দাম্পত্য জীবনের দুই অভিযাত্রীর একজন স্বামী অপরজন স্ত্রী। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এ জোড়ার সৃষ্টি, বিকাশ ও সংযোগ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, আমি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা তাদের নিকট স্বস্তি খোঁজে পাও। আর তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হয় আকর্ষণ, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব। (সুরা রোম ঃ ২১)

দাম্পত্য জীবনের এই আকর্ষণ, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের দান। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা বন্ধনটিকে দিক নির্দেশনাহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি। এর জন্য দেয়া হয়েছে উৎকৃষ্ট মানের নির্দেশনা, আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি নিষেধ। এসব নিয়ম-নীতি পালন করলে শুধু যে দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়ে উঠবে তাই নয়, বরং মানব সভ্যতার কেন্দ্র বিন্দুরূপে পরিবারে অনাবিল প্রশান্তি নেমে আসায় গোটা বিশ্ব জগত পরিণত হবে শান্তি ও সুখের নীড়ে।

একটি নারী হাতে মেহেদী মেখে একজন অজানা-অচেনা পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয়। সবচেয়ে বেশী আপন মনে করে চলে আসে স্বামীর ঘরে। স্বামীর ঘরকেই মনে করে নিজের আপন ভুবন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয় স্বামীর কাছে। তাকেই বানায় সকল

www.smfoundationbd.com

চাওয়া পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু। স্বামীর আদর যত্ন সোহাগে স্ত্রীর জীবন হয় ধন্য। যারা স্বামীর এ আদর সোহাগ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হন, তাদের জীবনে নেমে আসে চরম অন্ধকার। জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। ব্যাহত হয় স্বাভাবিক জীবন যাপন।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, এ ভালবাসা কেউ কারও কাছ থেকে জোর করে আদায় করতে পারে না। সেটা তাকে জয় করে নিতে হয়। আর তা জয় করা যায় কেবল ভালবাসা দিয়েই। অন্য কিছু দিয়ে নয়। যে যত ভালবাসা দিতে পারে, সে তত ভালবাসা পেতে পারে। যারা অপরকে ভালবাসা দিতে পারে না, তাদের ভালবাসা পাওয়ারও কোন অধিকার নেই।

দাম্পত্য জীবনে প্রকৃত প্রেম ও নিখাদ ভালবাসার রূপ রেখা কেমন হবে, নিম্নোক্ত দিক নির্দেশনাগুলো মনযোগ সহকারে পাঠ করলেই পাঠক-পাঠিকার নিকট তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি। এ দিক নির্দেশনাগুলো ঐসব মা-বোনদের উদ্দেশ্যে লিখে দিলাম, যারা সত্যিকার অর্থেই প্রিয়তম স্বামীর সন্তুষ্টি লাভে গভীর ভাবে আগ্রহী; যাদের মনে এ চিরন্তন সত্য কথাটি বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, স্বামীকে খুশি রাখাই স্ত্রীর জীবনের প্রধান কাজ। তাকে খুশি রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারলেই তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত। এক কথায় স্বামীর ভালবাসা পেতে হলে এবং সুখী দাম্পত্য জীবন গঠন করে উভয় জাহানে সফলতা অর্জন করতে চাইলে একজন নারীকে অবশ্যই নিম্নের বিষয়গুলো মেনে চলা অপরিহার্য। অন্যথায় দাম্পত্য জীবন দুনিয়াতেই জাহান্নাম সদৃশ হতে বাধ্য। বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

এক. হাসি মাখা মুখ নিয়ে সেজেগুজে থাকুন ঃ আল্লাহপাক পুরুষ জাতিকে বিভিন্ন রুচি ও মন-মানসিকতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তবে কিছু কিছু জিনিষ এমন আছে যা সব ধরণের পুরুষের কেবল পছন্দনীয়ই নয়, হৃদয়ের ঐকান্তিক কামনাও বটে। তন্মধ্যে একটি হল, স্ত্রীর সাজসজ্জা ও হাসিমাখা মুখ। আর এটি স্ত্রী জাতির এমন এক প্রশংসনীয় গুণ, যদ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই স্ত্রী তার স্বামীকে বশে আনতে সক্ষম। কোন স্ত্রী যদি সর্বদা না পারলেও, শুধু স্বামীর উপস্থিতির সময়টুকুতে হাস্যোজ্বল চেহারা নিয়ে সেজেগুজে আকর্ষনীয় হয়ে

www.smfoundationbd.com

থাকতে পারে তাহলে তার স্বামী যত খারাপই হোক না কেন, একদিন না একদিন তার হৃদয়ে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসা জন্ম নেবেই। আর স্বামী যদি পূর্ব থেকেই সচ্চরিত্রবান হয়ে থাকেন তবে তো সোনায় সোহাগা। কেননা এরূপ স্বামী তখন স্ত্রীকে শতগুণে বেশী ভালবাসবে, মুহব্বত করবে। এটি বহু পরীক্ষিত বাস্তব সত্য কথা।

সুতরাং সচেতন মুসলিম মা বোনদের নিকট সবিনয় আরজ করছি আপনারা যারা স্বামীকে সীমাহীন পর্যায়ের খুশি করতে চান কিংবা স্বামীর ব্যাপারে এ ধরণের অভিযোগ করেন যে, (১) তিনি আমাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন না (২) আমার খোঁজ-খবর নেন না (৩) আমার কথার কোন মূল্যায়ন করেন না (৪) আমাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেন ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন (৫) শ্বাশুরী ও ননদের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন (৬) তাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন (৭) আমার সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখেন না (৮) অফিস বা দোকান থেকে ফিরেই সামান্য থেকে সামান্য বিষয় নিয়ে ধমকাতে থাকেন অথবা স্বামীর ব্যাপারে আপনার যদি এ ধরণের মারাত্মক অভিযোগও থাকে যে, তিনি অন্য নারীর প্রতি আসক্ত, তার সাথে সময় কাটায়, ফস্টি-নষ্টি করে, কথা-বার্তা বলে ইত্যাদি! তাহলে আজ থেকেই আপনারা উপরে বর্ণিত পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে শুরু করুন।

অর্থাৎ কমপক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে থাকুন যতক্ষণ স্বামী ঘরে থাকে। যদি জানা থাকে যে, তিনি দিবা-রাত্রির এ সময়টিতে বাসায় ফিরেন, তবে এ সময় আসার সামান্য পূর্বেই হাতের কাজ রেখে দিন। অতঃপর হাত মুখ ধুয়ে মিছওয়াক করে বা প্রয়োজনে গোসল সেরে ঘরে রক্ষিত সাজ-সজ্জার যাই আছে, তা দিয়েই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আকর্ষনীয় করে তুলুন। আল্লাহ তাআলা আপন মেহেরবাণী দ্বারা আপনাকে যতটুকু রূপ সৌন্দর্য দান করেছেন, তার শুকরিয়া আদায় করত বৈধ সাজ-সজ্জার মাধ্যমে স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হউন। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, আপনি সুন্দর, শ্যামলা, কালো যাই হোন না কেন আপনার দৈহিক অবয়ব যেমনই হোক না

www.smfoundationbd.com

কেন, যদি আপনি হৃদয় নিংড়ানো সমস্ত ভালবাসাকে একত্রিত করে স্বামীকে আনন্দ দানের খালেছ নিয়ত নিয়ে সাজতে পারেন, আর ঘরে অন্য কেউ না থাকলে ভূবন মোহিনী একটি মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে তাকে স্বাগত জানাতে পারেন তারপর কয়েক মিনিট স্বামী স্ত্রী সুলভ আচরণ সেরে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন- ও আমার হৃদয়ের স্পন্দন, চোখের জ্যোতি! কেমন আছেন আপনি? বাসায় ফিরতে কোন অসুবিধা হয়নি তো? দুপুরে কি খেয়েছেন? বাসে সীট পেয়েছিলেন তো? ইত্যাদি তাহলে দেখবেন অল্প দিনের মধ্যেই আপনার সকল অভিযোগ তুলোর মত বাতাসে উড়ে গেছে। এবার আপনি অভিযোগ করবেন দূরের কথা তার প্রশংসা করেও শেষ করতে পারবেন না।

আপনি মুখে স্নো-পাউডার ও অন্যান্য বৈধ প্রসাধনী ব্যবহার করুন। স্বামী লিপিস্টিক মাখা ঠোঁট দেখতে ভালবাসলে, যে রংটি তার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়, তা দিয়েই অধরগুলোকে রাঙ্গিয়ে তুলুন। চোখে সুরমা ব্যবহার করুন। হযরত আবুল আসআদ (রা.) একদা আপন কন্যাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জা ও রূপ-চর্চার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। চোখে সুরমা ব্যবহার করবে। কারণ চক্ষুযুগলের শ্রীবৃদ্ধিকারী সর্বোত্তম প্রসাধনী হল সুরমা। আর নিয়মিত সুগন্ধি ব্যবহার করবে। মনে রেখ, সর্বাপেক্ষা উত্তম সুগন্ধি হল উত্তমরুপে অজু করা।

ইউরোপের জনৈকা সুন্দরী তার সমবয়স্কা তরুণীদেরকে প্রতিদিন কয়েকবার ঠান্ডা পানি দ্বারা চেহারা ধৌত করতে গুরুত্বারোপ করত। এতে বুঝা গেল, ঠান্ডা পানি মেয়েদের কোমল চেহারার জন্য অত্যন্ত উপযোগী বস্তু।

আপনি আপনার প্রাণোচ্ছল হাসিকে কেবল স্বাগত জানানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। বরং স্বামী যতক্ষণ ঘরে থাকবেন ততক্ষণ তার সাথে হাসি-মুখে কথা বলুন। আপনার হাসি মাখা, আনন্দভরা মুখাবয়ব স্বামীর অসংখ্য দুঃখ বেদনা দূর করতে পারে। চিন্তা-ফিকির, ক্লান্তি ও পেরেশানীকে দূর করে তাকে সুখ-সমৃদ্ধি, শক্তি সাহস ও সজীবতা দান করতে পারে।

www.smfoundationbd.com

শরীয়ত সম্মত এমন সব কাপড়-চোপড় এমনভাবে ব্যবহার করুন যেমনটি দেখতে স্বামী পছন্দ করেন। প্রতি সপ্তাহে নখ কাটুন। নিয়মিত দেহের অবাঞ্চিত পশম পরিস্কার করুন। কারণ এগুলো প্রতিটি রুচিশীল স্বামীর জন্যই বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে।

নিয়মিত সাবান মেখে গোসল করুন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন। বিশেষ করে প্রতি মাসের বিশেষ অবস্থা থেকে উত্তরণের পর উত্তমরূপে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করুন। আর সেই বিশেষ অবস্থায়ও সাধ্যমত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতে সচেষ্ট থাকুন। চুলে তৈল দিন। সম্ভব হলে শ্যাম্পু ব্যবহার করে মাথার চুলগুলোকে রেশমী চুলে পরিণত করুন। অলংকার থাকলে সেগুলো বাক্সে আবদ্ধ না রেখে মাঝে মধ্যে স্বামীর বলা কওয়া ছাড়াই নববধূ হয়ে সেজে থাকুন। এতে তিনি সীমাহীন খুশী হবেন। এসব করতে গিয়ে 'অন্যেরা দেখলে কি বলবে' এমন হীনমন্যতা অবশ্যই পরিহার করুন। সাথে সাথে এজন্য আপনি গর্ববোধ করুন যে, আপনি এমন এক ব্যক্তির জন্য এসব করতে পেরেছেন যার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির উপরই আপনার জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা নির্ভর করছে। সুতরাং এগুলো মোটেও কোন মামুলী বিষয় নয়।

ইসলামে বৈধ সাজ-সজ্জা ও রূপ-চর্চা করতে কোন নিষেধ নেই। উপরন্ত সাজ-সজ্জা না করে স্বামীর অন্তরে ঘৃণার বীজ বপন করা চরম বোকামী বৈ কিছুই নয়। স্বামীর মন জয় করতে পারাই আপনার জীবনের পরম সফলতা। মনে রাখবেন, আপনার সামান্য সচেতনতা, সামান্য সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চা স্বামীকে বড় বড় গোনাহ থেকে বাঁচাতে পারে। নিমেষের মধ্যে দূর করে দিতে পারে হৃদয়ে পুঞ্জিভূত সকল দুঃখ-বেদনা ও অস্থিরতার কাল মেঘ।

আবুল ফারজ ইস্পাহানী আপন এক গ্রন্থে লিখেছেন, সুন্দরী রুপসী নারীদেরকেও স্বামীর নৈকট্য ও অপরিসীম ভালবাসা অর্জনের জন্য সাজ-সজ্জা করা প্রয়োজন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রূপচর্চা ব্যতিত স্বামীর হৃদয়ে আসন পেতে বসা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুধু রূপ দিয়ে স্বামীর মন জয় করা যায় না। রূপের সাথে সাথে প্রয়োজন পরিমিত রূপচর্চা। ধৈর্য, সহ্য ও মহৎ গুণের। তাই খোদা প্রদত্ত সৌন্দর্যকে

www.smfoundationbd.com

আরও আকর্ষনীয়, চিত্তাকর্ষক ও লাবন্যময়ী করে স্বামীর সন্মুখে উপস্থিত করার জন্য সামর্থ অনুযায়ী বৈধ পন্থায়, সাজ-গোজ, বিভিন্ন ডিজাইনের পোষাক পরিচ্ছেদ, অলংকার ও সুগন্ধী ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, যেমনটি স্বামী পছন্দ করেন।

মুহতারাম বোনেরা! মনে রাখবেন, আপনি যখন উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রিয়তমা রূপে, প্রাণসজনী হিসেবে স্বামীর হৃদয় রাজ্যে আসন গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, তখন দেখবেন, আপনার সমস্ত অভিযোগ, সমস্ত দুশ্চিন্তা আপনা আপনিই দূর হয়ে গেছে। তখন স্বামী আপনার আবেদন-নিবেদন মানার জন্য আন্তরিকভাবেই তৈরী থাকবে। শুধু তাই নয়, আপনার অভাব অভিযোগ ও মনের আশা পূর্ণ করতে পেরে তখন তিনি এক স্বর্গীয় তৃপ্তি অনুভব করবেন। সমস্ত হৃদয় জুড়ে বইতে থাকবে আনন্দের বন্যা। এছাড়া বড় বড় দোষ-ত্রুটি গুলোকেও তিনি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনার বিরুদ্ধে কারও কথায় কান দিবেন না। কারণ আপনি এখন তার প্রিয়তমা, হৃদয় রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। পৃথিবীর আনত নয়না সুন্দরী ললনারাও আপনার স্বামীর দৃষ্টি ও মনকে তখন প্রতারণার ধুম্রজালে ফাঁসাতে পারবে না।

আমি দৃঢ়তার সাথে ও সহস্র পুরুষের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, স্ত্রীর নিজ স্বামীর গৃহে পরিচ্ছন্ন না থাকা, নিজ অবয়বকে স্বামীর জন্য সজ্জিত না করা, স্বামীর দৃষ্টিতে নিজেকে অপরূপ সুন্দরীরূপে উপস্থাপন না করা, মিষ্টি-মধুর স্বামী-স্ত্রী সুলভ আচরণ থেকে বিরত থাকা, স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অসংখ্য দুঃচিন্তার মধ্যে পতিত হতে বাধ্য করে। বৈবাহিক জীবনকে পরিণত করে জাহান্নামের অতল গহবরে।

সুতরাং আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করুন, আপনার স্বামী যখনই আপনার মুখপানে দৃষ্টিপাত করে তখনই যেন আপনার সাজ-সজ্জায় বিমোহিত হয়ে তার দৃষ্টি থেকে মহব্বতের বারিধারা বর্ষিত হয়। বিশেষ করে প্রতিবারই যেন আপনি নববধু অনুমিত হন, সেরূপ রূপচর্চা করে গৃহিনীর দায়িত্ব পালন করুন। তাহলে দেখবেন, আল্লাহ চাহেত আপনার অসংখ্য অগণিত পেরেশানী ও অভিযোগ দূর হয়ে যাবে। আর আপনার স্বামী হয়ে যাবে আপনার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

www.smfoundationbd.com

এবার উপরোক্ত বক্তব্যের দলীল স্বরূপ হাদীস শরীফের কয়েকখানা উদ্ধৃতি পেশ করছি।

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন নেক বিবির নিদর্শন হচ্ছে যখন স্বামী তার দিকে তাকায়, তখন সে (আন্তরিক ভালবাসা ও মুচকি হাসি দ্বারা) স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দেয়। (তিরমিযি)

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মেয়ে আপন স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাজ-গোজ করে সে দশ বৎসরের ইবাদতের ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে। (বায়হাকী)

৩। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, উত্তম নারী কে? জবাবে তিনি কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ করলেন। তন্মধ্যে প্রথম গুণটি হল, যে নারীর দিকে তাকালে তার মন খুশিতে ভরে যায়। (মিশকাত, নাসাঈ)

৪। আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন স্বামী বাহির থেকে ঘরে প্রবেশ করে মহব্বতের দৃষ্টিতে স্ত্রীর প্রতি তাকায় আর অনুরূপ ভালবাসার দৃষ্টিতে স্ত্রীও স্বামীর দিকে তাকায় তখন আল্লাহ তাআলাও উভয়ের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। (কানযুল উম্মাল, খন্ড ১৬ পৃঃ ২৭৬)

দুই. শ্রদ্ধাশীল হোন, অনুগত থাকুন ঃ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য শব্দ দুটো একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে শ্রদ্ধা আছে সেখানে আনুগত্য আছে। যেখানে শ্রদ্ধা নেই সেখানে আনুগত্যও নেই। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বন্ধু। কিন্তু পাশাপাশি স্বামী শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্রও বটে। সুতরাং স্ত্রী যদি বিবাহের পূর্বেই মনের ভিতর একথা গেঁথে নেয় যে, স্বামী আমার শিরোমনী, মাথার তাজ, সর্বাধিক শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত, তবে তার পক্ষে স্বামীর আনুগত্য করা, স্বামীর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলা খুবই সহজ হবে। কেননা সাধারণ নিয়ম এই যে, যে যাকে শ্রদ্ধা করে সে তাকে মেনে চলে। মেনে চলার জন্য আন্তরিকভাবে তৈয়ারও থাকে।

www.smfoundationbd.com

যে সকল স্ত্রী নিজেকে স্বামীর সমকক্ষ মনে করে, তাদের পক্ষে স্বামীর প্রতি সত্যিকার আনুগত্য প্রদর্শন কখনোই সম্ভব হয় না। স্বামীর আদেশ-নিষেধ পালন করাকে নিজের জন্য হেয় বলে মনে করে। কারণ দুনিয়ার সাধারণ নিয়মও এই যে, মর্যাদায় পরস্পর সমান, এরূপ ব্যক্তিরা একে অপরকে নির্দেশ দিলে তা অন্যের জন্য বোঝা বলেই প্রতীয়মান হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা, দাম্পত্য জীবনের মূল কথা হল, স্বামীর মহত্ব, বড়ত্ব ও শ্রদ্ধাকে আপন হৃদয়ে স্থান দেয়া। আর একথাও ভাল করে স্মরণ রাখা যে, 'তিনি আমার স্বামী' শুধু এতটুকুর জন্যই তিনি শ্রদ্ধার উপযুক্ত। অন্য কোন গুণের কারণে নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু স্বামীর সেবা ও তার আনুগত্য করার কথা বলেছেন। তিনি একথা বলেননি যে, স্বামী যদি এমন এমন গুণের অধিকারী হয় তাহলে তোমরা তাদের সেবা ও আনুগত্য করিও। অন্যথায় নয়। এক কথায়, স্বামী কেবলই স্বামী হওয়ার কারণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

সুতরাং কোন স্ত্রী যদি মনে করে যে, আমার স্বামী দ্বীনদার নয়, কিংবা তার কোন ডিগ্রি নেই, অথবা তিনি দেখতে শুনতে ভাল নন, তাই তিনি শ্রদ্ধা পাওয়ারও উপযুক্ত নন। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! আপনারাই বলুন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মোতাবেক উক্ত স্ত্রীর ধারণাটা কি মারাত্মক ভুল নয়? এরুপ ধারণা পোষণ করা কি চরম নির্বুদ্ধিতা নয়? অবশ্যই।

তাই মা-বোনদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, স্বামী সর্বাধিক শ্রদ্ধার পাত্র- এ ছোট্ট বাক্যটি হৃদয়ে বসানোর চেষ্টা করুন। তাকে কষ্ট দিবেন না। কষ্ট দেয়ার চেষ্টাও করবেন না। স্বামীর হক সম্পর্কিত বিভিন্ন ধর্মীয় বই পুস্তক পড়ুন। তাহলে দেখবেন, স্বামীর মন কিভাবে জয় করতে হবে তা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। তখন আপনি নিজেই আপন বুদ্ধিমত্তা দিয়ে স্বামীর মেযাজ, স্বভাব, মনের গতি, মনের কামনা-বাসনার প্রতি সম্যক অবগতি লাভ করে সে অনুপাতে চলতে চেষ্টা করবেন। এমতাবস্থায় স্বামীর অধিকার সম্পর্কিত কোন কথা শুনলে কিংবা এ জাতীয় কোন গ্রন্থ হাতে পড়লে আপনি কেবল খুশিই হবেন না, মন থেকে লেখককে ধন্যবাদও দিবেন।

www.smfoundationbd.com

পক্ষান্তরে আপনার হৃদয়ে যদি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত না হয়, তাহলে এধরণের কোন বই-পুস্তক হাতে পেলে মনে মনে আপনি ক্ষুদ্ধ হবেন। বলবেন, হুজুর-মাওলানারা শুধু পুরুষদের কথাই লিখে, তাদের হক সম্পর্কেই সবিস্তার আলোচনা করে, আমাদের হক নিয়ে একটি কথাও লিখে না, একটি কথাও বলে না। অবশ্য একথাটি একদিক দিয়ে সত্যও বটে। কেননা স্বয়ং আমিই এ পর্যন্ত আমার কোন বইয়ে স্ত্রীদের হক সম্পর্কে আলোচনা কিংবা কোন ঘটনা উল্লেখ করিনি। অথচ চলমান বইয়ের আগে যে গল্পে হৃদয় গলে নামে তিনটি খন্ড ও যে গল্পে অশ্রু ঝরে নামে একটি বই আত্মপ্রকাশ করেছে।

তবে মেয়েদের জন্য সুসংবাদ এই যে, হৃদয় গলে সিরিজের ৬নং অংশের শুরুতেই (যার নাম-"যদি এমন হতাম") স্ত্রীদের হক ও অধিকার সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। আশা করি আপনারা তা পাঠ করে তৃপ্তি বোধ করবেন। খুশি হবেন।

এবার আলোচ্য বিষয়টুকু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের একখানা আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'খানা হাদীছ পেশ করছি। (১) আল্লাহপাক বলেন, সতী নারীরা স্বামীদের অনুগত হয় এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা হিফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন তা হিফাযত করে।(সুরা নিসা ঃ ৩৪) (২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মহিলা নিজ স্বামীর উপর অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং অকারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার উপর আল্লাহর লানত পতিত হয়। (ইরশাদে নববী ঃ ৮০) (৩) হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন মহিলা তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে স্বামীদের স্ত্রীরূপে নির্ধারিত বেহেশতের ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুরগণ দুনিয়ার স্ত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে- তুমি তাকে কষ্ট দিও না। কারণ, সে তো তোমার কাছে কয়েকদিনের মেহমান মাত্র। শীঘ্রই সে তোমাদের ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে। (তিরমিযি)

www.smfoundationbd.com

তিন. ক্ষমা চাইতে অভ্যস্থ হোন ঃ স্ত্রী সর্বদাই স্বামীকে খুশি রাখতে চাইবে। অত্যন্ত হুশিয়ার থাকবে যেন তার কোন কথা বা কাজ দ্বারা স্বামী মনে কষ্ট না পান। নাখোশ না হন। কিন্তু এরপরেও যদি স্বামী কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। প্রয়োজনে পা ধরে মাফ চাইবেন। যখন দেখবেন, তিনি অন্তর থেকে মাফ করে দিয়েছেন, তখনই কেবল স্বস্তিবোধ করবেন। খুশি হবেন। এর আগে নয়। কেননা স্বামীকে নারাজ রেখে কোন দ্বীনদার ও বুদ্ধিমতি স্ত্রী খুশি থাকতে পারে না। বরং সে তো তখন এ কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়বে যে, খোদা না করুন, যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে যায় তাহলে তো আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। সুতরাং যে কোন উপায়ে তাকে খুশি করতেই হবে। যা বললে, যা করলে, যা দিলে তিনি খুশি হবেন তাই বলবেন, তাই করবেন, তাই দিবেন। মনে চাইলেও দিবেন। না চাইলেও দিবেন। কেননা এতে স্বামী যেমন খুশি হবেন, আল্লাহ তায়ালাও খুশি হবেন। মোট কথা, স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ভার করে রাখলে আপনিও তখন গাল ফুলিয়ে বসে থাকবেন না। বরং তাকে খোশামোদ-তোষামোদ করে অনুনয়-বিনয় করে রাযী খুশি করে নিবেন। এক্ষেত্রে আপনার যদি কোন অপরাধ নাও থাকে তবুও আপনি রাগ করবেন না। বরং নিজকে অপরাধী সাজিয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং একে গর্বের বিষয় মনে করবেন।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতী লোকদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ঐ মহিলাও বেহেশতী, যে গোস্বা অবস্থায় স্বামীর হাত ধরে বলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি রাযী না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষণিকের জন্যও কিছু খাবো না এবং অবশেষে তাকে রাযীও করে ফেলে। (হাবিউল আরওয়াহ ঃ ১১৪)

চার. বিরোধিতার পথ পরিহার করুন ঃ পুরুষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল, সে নিজের বিষয়ে কারও বিরোধিতা বরদাশত করতে পারে না। বিশেষ করে স্ত্রী বিরোধিতা করলে তার মেযাজ অগ্নিতুল্য হয়ে যায়। তাই আপনি যদি দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংসের হাত

www.smfoundationbd.com

থেকে রক্ষা করতে আন্তরিকভাবেই প্রয়াসী হয়ে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করে স্বামীর বিরোধীতা করবেন না। কোন দাবী বা বক্তব্য থাকলে তা অন্য সময় অন্য কোন পন্থায় উপস্থাপন করুন। মনে রাখবেন, বুদ্ধিমতী স্ত্রী কখনও প্রকাশ্যে স্বামীর বিরোধীতা করে না। কোন বিষয় মতের খেলাফ হলেও তৎক্ষনাৎ তা প্রকাশ করে না। বরং এমন সময় খোঁজতে থাকে যখন বললে স্বামী অসন্তুষ্ট হবে না। আবার কথাও কার্যকর হবে। স্বামী যদি রাগান্বিত হয়ে গালমন্দ করেন, তাহলে নীরবে ধৈর্যধারণ করবেন। কখনই স্বামীর মুখের উপর প্রতিউত্তর করবেন না। তর্কে লিপ্ত হবেন না। রাগ থেমে গেলে দেখবেন স্বামী নিজেই লজ্জিত হবে এবং আপনার প্রতি আরও খুশি হবে। আর ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ আপনার প্রতি কখনো রাগান্বিত হবেন না। পক্ষান্তরে যদি উত্তর দিতে যান তাহলে কথা কাটাকাটি হতে হতে তা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

<u>পাঁচ. স্বামীর উপহার আনন্দচিত্তে গ্রহণ করুন</u> ঃ স্বামী যদি আপনার জন্য কোন জিনিষ সখ করে কিনে আনেন, তবে তা অত্যন্ত খুশী মনে গ্রহণ করুন। চাই উহা আপনার পছন্দ হোক বা না হোক। কখনও এরূপ বলবেন না যে, এটা আমার পছন্দ হয়নি, এত দাম দিয়ে মানুষ এগুলো কিনে নাকি? ইত্যাদি। কারণ এতে স্বামী মনক্ষুন্ন হবেন। এরপর আর কোন জিনিষ আনতে মন চাইবে না। আর যদি আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করেন তাহলে স্বামীর হিম্মত বাড়বে এবং ভবিষ্যতে আরও ভাল জিনিষ আনার চেষ্টা করবেন।

<u>ছয়. সন্দেহ প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকুন</u> ঃ স্বামীকে ভাল করে না বুঝে অহেতুক সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকুন। এতে স্বামীর উপর থেকে আপনার বিশ্বাস হারিয়ে যেতে পারে। আর বিশ্বাস হল ভালবাসার মূলমন্ত্র বা ভিত্তি। যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে ভালবাসাও নেই। তাই ছোটখাট কোন বিষয় দেখেই স্বামীকে দোষারোপ করবেন না। তার উপর অপবাদ উঠাবেন না। যেমন বললেন, আপনাকে অমুক মহিলার সাথে হাসতে দেখেছি। তার কাছে এত আসা যাওয়া কেন? মনে হয় তার প্রেমে পড়েছেন, তার সাথে বসে কি করেন?

www.smfoundationbd.com

কারণ স্বামী যদি প্রকৃতপক্ষে নিরপরাধী থাকে এবং বিশেষ কোন কারণ বা অবস্থার পরিপেক্ষিতেই এরূপ হয়ে থাকে তাহলে তো এটা আপনার অন্যায় হবে এবং অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। আর যদি বাস্তবেই অপরাধী হয়ে থাকে তবুও আপনার চাপ প্রয়োগে তার জিদ আরও বেড়ে যাবে। স্মরণ রাখবেন, এভাবে চাপ দিয়ে কিংবা কটু কথা বলে কখনোই তাকে এসব কর্মকান্ড থেকে ফিরাতে পারবেন না। আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই নিজের এবং স্বামীর কল্যাণ কামনা করেন তাহলে তাকে নীরবে বুঝান। আন্তরিক ভালবাসা ও সেবা দিয়ে আরও বেশী পরিমাণে তার প্রিয়পাত্র হওয়ার চেষ্টা করুন। এতেও যদি তিনি না ফিরেন, তাহলে ধৈর্যধারণ করুন। পুরুষের মেযাজে যেহেতু কঠোরতা রয়েছে, তাই বাড়াবাড়ি করতে গেলে আপনারই ক্ষতি হবে।

সাত. স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন ঃ স্বামীগণ নিজ নিজ স্ত্রীকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে, হাস্য-রসিকতা করবে, আদরে সোহাগে মাতিয়ে রাখবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীরাও প্রতিউত্তরে হাসির ফোয়ারায় হৃদয় সিক্ত করে স্বামীর ভালবাসা জয় করবে- এটাইতো দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক চিত্র। তবে সাথে সাথে স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যা মহব্বত ও ভালবাসার চূড়ান্ত রূপ, সেদিকেও যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই বিনা কারণে বিলম্ব কিংবা অনীহা ভাব প্রকাশ করা যাবে না। কেননা এমতাবস্থায় অনীহা প্রদর্শন করলে বিবাহ করার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে। শুধু তাই নয়, খোদা না করুন, এরূপ ক্ষেত্রে বারবার বিলম্ব বা অধিকাংশ সময় গুরুত্ব না দিলে কারও কারও বেলায় বিপদগামী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান ও সচেতন করতে যেয়ে বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আপন মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আহ্বান করে আর সে কোন শরয়ী ওজর বা অপারগতা ছাড়া স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয় তবে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর লা'নত করতে থাকে। (বুখারী)

www.smfoundationbd.com

অপর এক হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের হাজত পূর্ণ করার জন্য ডাকে, তখন স্ত্রীর উপর ওয়াজিব সঙ্গে সঙ্গে ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেকে স্বামীর সামনে পেশ করা; যদিও সে রন্ধনরত অবস্থায় থাকুক না কেন। (তিরমিযি)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, স্ত্রী যে কোন কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, স্বামী তার আপন চাহিদা পূর্ণ করতে চাইলে স্ত্রীকে তখন অবশ্যই স্বামীর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্য শরয়ী কোন ওজর বা গ্রহণযোগ্য অপারগতা থাকলে সেটা স্বামীকে খুলে বলে বিনয়ের সাথে সাময়িকভাবে এ থেকে অব্যাহতি নিতে হবে। যাতে স্বামী বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং মনে ব্যথা না পান।

ফতোয়ায়ে কাযীখান নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে চার কারণে প্রহার করতে পারেন। তন্মধ্যে একটি হল, স্বামী যদি আপন জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য স্ত্রীকে আহবান করে, আর স্ত্রী বিনা কারণেই তা প্রত্যাখ্যান করে।

আট. সাধ্যাতীত খরচ-পাতি চাওয়া থেকে বিরত থাকুন ঃ স্বামীর সামর্থের উর্ধ্বে ভরণ-পোষণ দাবী করা কখনও উচিত নয়। কারণ এতে স্বামী মনে মনে ভীষণ কষ্ট পান। তাই অনায়েসে যা কিছু মিলে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। এতে আল্লাহ পাক আপনার উপর সীমাহীন খুশি হবেন। স্বামীর সঙ্গতি না থাকলে কাজের বুয়া রাখার জন্যও চাপ প্রয়োগ করবেন না। একটু কষ্ট করে নিজের কাজ নিজেই করে নিন। হ্যাঁ, যদি একেবারে অপারগ হয়ে যান তাহলে বিনয়ের সাথে স্বামীকে এ ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি অবশ্যই বুঝবেন এবং উক্ত সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিবেন। আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে আপনার চাহিদা মত ভরণ-পোষণ দিতে স্বামী অক্ষম হলে এজন্য কখনই তাকে তিরস্কার করবেন না। তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবেন না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে নারী গরীব স্বামীকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে এবং তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, বেহেশত তো দূরের কথা, বেহেশতের সুগন্ধও তার কপালে জুটবে না। (তিরমিযি)

www.smfoundationbd.com

নয়. সর্বদা স্বামীর প্রতি খেয়াল রাখুন ঃ স্বামীর ভাল লাগা মন্দ লাগা বিষয়গুলো কৌশলে প্রথমেই জেনে নিন। তার কখন কি প্রয়োজন এর প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখুন। তার ব্যবহার্য জিনিষগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে রাখুন। যখন যা প্রয়োজন এগিয়ে দিন। ওজুর প্রয়োজন, তো বদনা ভরে পানি দিন। গোছলের প্রয়োজন হলে টিউবওয়েল চেপে বা টেপ ছেড়ে পানির ব্যবস্থা করুন। শীতকাল হলে পানি গরম করে দিন। ওজু-গোছল শেষ হলে গামছা বা তোয়ালে হাতে তুলে দিন। আরও বেশী পূণ্য লাভ করতে চাইলে স্বহস্তে শরীর মুছে দিন। বের হওয়ার সময় জুতোগুলো পরিস্কার করে দরজার সামনে রেখে দিন। সম্ভব হলে নিজের হাতে জুতা-মোজা পরিয়ে দিন। সফর থেকে এলে সর্বপ্রথম তার হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন। আপনি সেখানে কিভাবে ছিলেন? কোন কষ্ট হয়নি তো? অতঃপর খানাপিনার প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। প্রয়োজন থাকলে যা তৈরী থাকে তাৎক্ষণিকভাবে তার সামনে উপস্থিত করুন। খানাপিনা থেকে অবসর হয়ে শুইতে গেলে তার হাত পা ও শরীর দাবিয়ে দিন। গরমের মওসুম হলে পাখা করুন। প্রথমেই নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন কথা মুখ দিয়ে ঘুর্ণাক্ষরেও উচ্চারণ করবেন না। হ্যাঁ, যদি হাসি-খুশীর অবস্থায় কথা প্রসঙ্গে মওকা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে নিন তাহলে কোন অসুবিধা নেই। মোট কথা, স্বামী যেন আপনাকে স্বার্থপর ভাবার সুযোগ না পান, কিংবা আপনার আচার-আচরণে মনে কষ্ট অনুভব না করেন, সেদিকে খেয়াল রাখা আপনার নৈতিক দায়িত্ব।

দশ. স্বামীর স্বজনদের সাথেও ভাল ব্যবহার করুন ঃ স্বামীর আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। পর্যায়েক্রমে প্রত্যেকের হক ঠিকঠাক মত আদায়ের জন্য সচেষ্ট হোন। কখনও তাদের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হবেন না। এমন কোন কথা মুখে উচ্চারণ করবেন না, যদ্বারা তারা মনে মনে কষ্ট পায়। কেননা স্বামীর স্বজনদের মনে কষ্ট দেয়া মানে প্রকারান্তরে স্বামীকেই কষ্ট দেয়া। সুতরাং এ বিষয়টির প্রতি খুব খেয়াল রাখুন।

www.smfoundationbd.com

এগার. দ্বীনদারীর পরিমান বাড়াতে থাকুন ঃ শান্তির সম্পর্ক দ্বীনদারীর সাথে। যে যত বড় দ্বীনদার, পরহেযগার ও আল্লাহওয়ালা তার অন্তর ততটা প্রশান্তিময়। সুতরাং স্বামীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও খেদমতের পরিমান বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্বীনদারী বাড়াতে সচেষ্ট হোন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করুন। রমজান মাসে রোজা রাখুন। আপন সতীত্বের হেফাযত করুন। নিয়মিত কোরআনে পাক তিলাওয়াত করুন। শরয়ী পর্দায় অভ্যস্থ হোন। বাসায় তালীমের পরিবেশ কায়েম করুন। ছেলে-মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন। নেসাব পরিমাণ মাল থাকলে প্রতি বছর হিসাব করে যাকাত আদায় করুন। স্বামীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাবলীগে পাঠান। সম্ভব হলে নিজেও মাহরাম পুরুষদের সাথে তাবলীগের জন্য বের হয়ে যান।

বেশী বেশী করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন। অবসর সময়ে ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়তে থাকুন। এতে একদিকে আপনার জ্ঞানের পরিধি বাড়বে আবার অপর দিকে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেও পারবেন। সম্ভব হলে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে একটি পারিবারিক পাঠাগার গড়ে তুলুন। যা আপনাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য বিরাট এক সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। ছোট বেলা থেকেই এরা ধর্মীয় মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠবে। তখন ধর্ম পালনের জন্য আপনাদের এত তাকীদ দিতে হবে না। নিজে নিজেই তারা ধর্মের বিভিন্ন বিধি-বিধান পালনের জন্য সচেষ্ট হবে। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য কিছু ধর্মীয় বইয়ের নাম লিখে দিচ্ছি। আশা করি এ বইগুলো সংগ্রহ করে পড়তে পারলে অনেক উপকৃত হবেন। (উল্লেখ্য যে, এ বইগুলো আমি নিজেও পাঠ করেছি। আমার পাঠ করা অসংখ্য বইয়ের মধ্যে এ বইগুলো সর্বাধিক ভাল লেগেছে বিধায় এগুলো সংগ্রহ করতে আপনাদেরকে উৎসাহিত করলাম।)

(১) ইরান দুহিতা (উপন্যাস)। (২) আলোর পরশ (উপন্যাস) ইসলামিক ফাউন্ডেশন (৩) আনোয়ারা (উপন্যাস) (৪) মরণজয়ী (উপন্যাস) (৫) মুহাম্মদ বিন কাসিম (উপন্যাস) (৬) ধন্য আমি নারী

www.smfoundationbd.com

(৭) সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর দুর্বার অভিযান -১,২ (৮) মরণজয়ী মুজাহিদ (উপন্যাস) (৯) জুলফিকার (উপন্যাস) (১০) ঈমান দীপ্ত দাস্তান (উপন্যাস) (১১) বেহেশতী জেওর (১২) যে পথে মুক্তি মিলে (১৩) যে গল্পে হৃদয় গলে-১ম, ২য় ও তয় খন্ড। আল-কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা (১৪) যে গল্পে অশ্রু ঝরে ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা (১৫) আগুনের কারাগার (১৬) জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান (১৭) আধার রাতের বন্দিনী (১৮) সীমান্ত খুলে দাও (১৯) কাশ্মীরের কান্না (২০) ফাযায়েলে আমল (২১) হায়াতুস সাহাবা (২২) সত্যের বিজয় (উপন্যাস)। (২৩) মুমিনের রক্তে রঞ্জিত বিশ্ব। (২৪) তায়াল্লুক মাআল্লাহ (২৫) আত্মশুদ্ধি (২৬) নূরানী কাফেলা (২৭) ফাযায়েলে ছাদাকাত (২৮) খুন রাঙ্গা পথ (২৯) সীমান্ত ঈগল (৩০) ইউলিয়া কেরামের কান্না (৩১) উস্তাদ শাগরেদের হক (৩২) আমরা যাদের উত্তরসূরী (৩৩) জবানের হেফাজত (৩৪) জাযাউল আমল।

বার. সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করুন ঃ আপনি যত কিছুই করুন না কেন, তা যেন স্রেফ আল্লাহর জন্য হয়। মানুষকে দেখানোর জন্য, বড়ত্ব প্রকাশের জন্য কিংবা বাহবা কুড়ানোর জন্য ধর্মীয় কাজ করলে এর বিন্দুমাত্রও ছাওয়াব পাবেন না। তাই স্বামীর সেবাসহ যত কাজের কথা এখানে উল্লেখ করা হল, অনুগ্রহ করে এগুলো আল্লাহর রাযী-খুশীর জন্য করবেন। প্রত্যেকটি কাজের পূর্বে নিয়ত ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করে নিবেন। নিয়ত ঠিক না থাকলে এস্তেগফার পড়ে নিয়ত ঠিক করে নিবেন। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমস্ত কাজের সাওয়াব নির্ভর করে নিয়তের উপর। (বুখারী)

অর্থাৎ নিয়ত ছহীহ হলে সাওয়াব পাবে। আর নিয়ত গলদ হলে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্ত এরূপ নিয়তের ফলে ঐ কাজে আল্লাহ পাকের রহমত, বরকত ও সাহায্য থাকে না। অতএব এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিবেন।

www.smfoundationbd.com

তের. আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় পত্র লিখুন ঃ স্বামী যদি পেশাগত কিংবা অন্য কোন কারণে দূরে অবস্থান করেন, তাহলে মাঝে মধ্যে তার নিকট পত্র লিখুন। যত পারেন, পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করুন। কারণ এক্ষেত্রে দীর্ঘ চিঠিই কাম্য। তবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দুটি কথা খেয়াল রাখবেন। (১) পত্রের ভাষা যেন অবশ্যই আকর্ষনীয় ও প্রাণবন্ত হয়। সাহিত্যের রস যেন এতে থাকে। প্রয়োজন হলে এজন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করুন। হাতের লেখা সুন্দর করতে চেষ্টা করুন। লাইন সোজা রাখুন। পত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করুন। আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে এমনভাবে প্রতিটি বাক্য উপস্থাপন করুন, যেন পত্র পাঠের সময় আপনার সুন্দর মুখটি স্বামীর চোখের সামনে ভেসে উঠে। হৃদয়ের গহীন কোন থেকে আপনাকে ধন্যবাদ দেয়ার মানসিকতা তৈরী হয়।

কোন কোন স্ত্রী পত্রের শেষে একটু অভিনয় করতে গিয়ে লিখে, আপনার কালা বউ। আবার কেউ কেউ লিখে, আপনার হতভাগ্য স্ত্রী। মনে রাখবেন, এসব লেখার দ্বারা স্বামীরা মনে দুঃখই পায়। আনন্দ অনুভব করেন না। খুশী হন না।

যে স্ত্রী উপরে উল্লেখিত প্রথম বাক্যটি ব্যবহার করলেন, তিনি হয়ত মনে করছেন, এর দ্বারা আমি স্বামীর সামনে বিনয় প্রকাশ করে তার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে গেলাম। অথচ এ শ্রেণীর শব্দগুলো যে কত শ্রুতিকটু, তা প্রতিটি রুচিবান ব্যক্তি সহজেই বুঝে থাকেন। সুতরাং এসব আজে বাজে বাক্য বাদ দিয়ে লিখুন- ইতি, আপনার হৃদয়ের রাণী, আপনার প্রিয়তমা, আপনার অর্ধাঙ্গিনী, আপনার আদরিনী, আপনার সোহাগীনী, আপনার মানসী, আপনার চোখের জ্যোতি, আপনার স্বপ্নের রাণী ইত্যাদি। (২) পত্রের মধ্যে এমন কোন বাক্য লিখবেন না, যদ্বারা স্বামী মনে কষ্ট পাবেন কিংবা পেরেশানীতে ভুগবেন। তবে এমন কথা, যা না লিখলেই নয়, তা অবশ্য প্রয়োজনের খাতিরে অত্যন্ত সহজভাবে লিখতে পারেন। তবে সাথে সাথে শান্তনামূলক কথাও লিখে দিবেন। যাতে তার দুঃখের মাত্রাটা কমে যায়।

www.smfoundationbd.com

চৌদ্দ. স্বামীর নাম নিয়ে সম্বোধন করা থেকে বিরত থাকুন ঃ স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রতি অগাধ ভালবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি অন্তরে পোষণ করা অপরিসীম কর্তব্য। চাল-চলন, কথা-বার্তা কিছুতেই যেন স্বামীর সম্মানে নূন্যতম আঘাত না আসে সে দিকে স্ত্রীকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

স্বামীকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রেও উক্ত বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে। বেয়াদবী হতে পারে এধরণের কোন শব্দ দ্বারা স্বামীকে সম্বোধন করা যাবে না। স্ত্রীর জন্য স্বামীর নাম নিয়ে ডাকা বেয়াদবীর শামিল এবং এটা মাকরুহও বটে। তাই এ ব্যাপারে স্ত্রীকে সতর্ক থাকা উচিত। (ফাতওয়া রহীমিয়া ২ঃ৪১৩)

পরিশেষে আমার প্রিয় মা-বোনদের বলছি, সুখ কখনো ইচ্ছে করে ধরা দেয় না, তা অর্জন করতে হয়। আর কিভাবে তা অর্জন করা যাবে তা নিজেই বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চিন্তা ফিকির করে বের করে নিতে হবে। আমি কেবল আপনাদের একটি রাস্তা দেখিয়ে দিলাম। তবে মনে রাখবেন, এ পথে চলতে প্রয়োজন হবে আপনার ঈমানদীপ্ত আন্তরিকতা ও কঠোর শ্রম-সাধনা। তবেই হাতে পাবেন সুখ নামক সোনার হরিণটি। আল্লাহপাক আমাদের তাওফীক দিন। আমীন। ❑

(সূত্র ঃ হেকায়েতে সাহাবা)

www.smfoundationbd.com

জুলুমের নির্মম পরিণতি

বনী ইস্রাঈলের এক ব্যক্তি। সমুদ্র তীরে তার বসবাস। একদিন সে কি এক প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হল। সমুদ্রের বিশাল জলরাশির পাশ দিয়ে একটু দ্রুত পদেই হাটছিল সে। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার। কিন্তু হঠাৎ এক ব্যক্তির চিৎকার শুনে সে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হল। লোকটি উচ্চ আওয়াজে বলছিল-

হে লোক সকল, খবরদার! মানুষের উপর জুলুম করো না। আমাকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ কর। জুলুমের শাস্তি কত নির্মম! কত নিষ্ঠুর আমার প্রতি লক্ষ্য করে তোমরা তা বুঝতে চেষ্টা কর।

কথাগুলো শুনে লোকটির মনে কৌতুহল জাগল। সে তার নিকট এগিয়ে গিয়ে বলল, ভাই! কি হয়েছে আপনার? এমন করছেন কেন? জবাবে সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে একটু জোড় গলায় বলল, কিছুই হয়নি আমার। এটা আমার প্রাপ্য। পাপের ফসল। জুলুমের নির্মম পরিণতি।

ঃ ভাই! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে বিষয়টা একটু খুলে বলুন।

ঃ তুমি শুনবে? শুনতে চাও আমার অতীত জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী?

ঃ হ্যাঁ, আপনি বললে অবশ্যই শুনব।

এবার লোকটার উদাস হৃদয় থেকে বেরিয়ে এল আরেকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস। গন্ডদেশ সিক্ত করে প্রবাহিত হল উপচানো অশ্রুধারা। বাকরুদ্ধ দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আঁচলে চোখ মুছে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল-

ঃ তাহলে বস। আমি এক্ষুনিই আমার বিগত জীবনের করুণ কাহিনী তোমাকে শুনাব। একথা বলে সে শুরু করল-

আমি ছিলাম একজন সিপাহী। সমুদ্রের তীরে হেটে হেটে প্রাকৃতিক

www.smfoundationbd.com

সৌন্দর্য ভোগ করা ছিল আমার প্রিয় সখগুলোর একটি। কঠিন ব্যস্ততাও আমাকে এ থেকে বিরত রাখতে পারত না। কোনদিন সকাল বিকাল দু'বার সম্ভব না হলেও একবার তো অবশ্যই যেতাম। বিশাল জলরাশির পর্বতসম উর্মীমালা দেখে দারুণ পুলকিত হতাম।

একদিনের ঘটনা।

তখন ছিল সূর্যাস্তের সময়। বরাবরের মত সেদিনও আমি সমুদ্রের তীরে সূর্যাস্তের অলৌকিক শোভা দর্শন করছিলাম। সূর্য যখন একটা বড় থালার মত টকটকে লাল হয়ে ডুবতে শুরু করল তখন আমার মনে হল একটা রক্ত গোলাপ যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের মাঝখানে ডুবে যাচ্ছে। তার লাল কিরণচ্ছটাতে সমুদ্রের পানিও রক্তের মত লাল হয়ে গেছে। সে যে কি এক অপূর্ব দৃশ্য, তা যে দেখেছে, সে ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারবে না।

আমি সাগরের মাঝে সূর্যাস্তের মনমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ দেখি, একজন জেলে একটি বিশাল মাছ শিকার করেছে। তার চেহারা খুশিতে ঝলকিত। হৃদয় রাজ্যে প্রবাহিত হচ্ছে আনন্দের স্নিগ্ধ সমীর। আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলছে গোটা দেহ জুড়ে।

আমি ধীরে ধীরে তার নিকটে গেলাম। সোনালী রংয়ের বিশাল আকৃতির মাছটি প্রাণভরে দেখলাম। সত্যি কথা বলতে কি? এত সুন্দর বিরাট আকৃতির মাছ জীবনে কোন দিন দেখিনি। এক পর্যায়ে মাছটির প্রতি আমার লোভ এসে গেল। যে কোন উপায়ে উহাকে পাওয়ার জন্য হৃদয়মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক, এ মাছটি আমাকে পেতেই হবে। এ মাছ আমি চা-ই।

মাছটি যতই দেখছিলাম ততই আমার মনের মধ্যে উহাকে হস্তগত করার বাসনা তীব্রতর হচ্ছিল। কিছুতেই উহা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছিলাম না। তাই এক সময় লোকটির নিকট মনের কথাটি প্রকাশ করে বললাম, ভাই! তোমার এ মাছটি খুব পছন্দ হয়েছে আমার। তুমি উহা আমাকে দিয়ে দাও।

জবাবে সে বলল- না, এ মাছ আমি কোন অবস্থাতেই দিব না।

www.smfoundationbd.com

আমি বললাম, কেন দিবে না? মাছটি যে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। যদি এমনিতে দিতে না চাও, তবে উপযুক্ত মূল্য দিয়েই আমি ক্রয় করতে চাই।

ঃ উপযুক্ত মূল্য কেন, হাজার দিরহাম দিলেও আমি তা হাতছাড়া করব না।

ঃ কেন? মাছটির প্রতি তোমার এত আগ্রহ কেন?

ঃ আমি সারাদিন অনেক কষ্ট করে এ মাছটি শিকার করেছি। উপরন্ত আপনার নিকট উহা যেমন পছন্দের, তেমনি আমার নিকটও উহা বহুগুণে বেশী পছন্দের। আর কষ্ট করে অর্জিত পছন্দের জিনিষ কেউ হাতছাড়া করে কি?

ঃ এসব আমি জানিনে। আমার পরিষ্কার কথা হল, মাছটি আমার ভাল লেগেছে। সুতরাং যে কোন মূল্যে উহা আমি হস্তগত করবই।

ঃ জনাব! এ মাছের মালিক আমি। আমি না দিলে আপনি উহা কিভাবে নিবেন?

ঃ আমি সিপাহী মানুষ। কিভাবে নিতে হবে তা আমার ভাল করেই জানা আছে। সুতরাং নিজের মঙ্গল চাইলে এখনই মনের খাহেশ ত্যাগ করে মাছটি আমার নিকট বিক্রি কর।

ঃ আপনি সিপাহী মানুষ। তাই বলে দুর্বলের উপর অত্যাচার করা তো আপনার জন্য শোভা পায় না।

ঃ এত কথার প্রয়োজন নেই। যা বলেছি মানতে চেষ্টা কর। অন্যথায় মাছতো হারাবেই, পয়সাও পাবে না।

ঃ এটা কেমন কথা যে, আমার প্রিয় জিনিষটি আপনি জুলুম করে অন্যায়ভাবে নিয়ে যাবেন?

ঃ আমি জুলুম-অত্যাচার বুঝি না। আমার অভিধানে অন্যায় বলতে কিছু নেই। আমি যা চাই, যা পছন্দ করি তা আমাকে পেতেই হবে। এটাই আমার ধর্ম।

ঃ জনাব! জুলুম করা ভাল নয়। এর পরিণতিও ভাল নয়। তা একটু ভেবে দেখেছেন কি?

www.smfoundationbd.com

ঃ এত কিছু ভেবে দেখার সময় আমার নেই। আর মন্দ পরিণতির কথা বলছ? এ সবকে কখনই আমি পরওয়া করি না।

ঃ জনাব! একি বলছেন আপনি? একজন বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এমন কথা কি সাজে?

ঃ দেখ, আমার ধৈর্যের বাধ কিন্তু ভেঙ্গে যাচ্ছে। তোমার মত একজন সাধারণ ব্যক্তির সাথে এত কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।

ঃ তাহলে আপনি কি করতে চান?

ঃ এই দেখ কি করতে চাই।

এ কথা বলে তার নিকট থেকে আমি জোরপূর্বক মাছটি ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা দেই। জেলেটি অনেক অনুনয়-বিনময় করে কেঁদে কেঁদে মাছটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করছিল। কিন্তু তার কোন কথাই আমার মনে ভাবান্তর সৃষ্টি করেনি। শত অনুরোধের পরেও মাছটি ফিরিয়ে দেইনি। অবশেষে সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে শুধু এতটুকু বলে চলে গেল যে, "হে রাহমানুর রাহীম! আমি দুর্বল, অসহায়। তোমার এক সবল বান্দা আমার উপর কত বড় জুলুম করেছে তা তুমি ভাল করেই দেখেছ। হে খোদা! তুমি আমাকে এবং এ সিপাহীকে বানিয়েছ। আমার তুলনায় তাকে শক্তিশালী করেছ। কিন্তু সে ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার করেনি। হে পরওয়ার দিগার! সে আমার উপর নির্মম অত্যাচার করেছে। তুমি এ জুলুমের এমন বিচার কর যেন উহা থেকে সকলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"

তার প্রার্থনায় আমি মোটেও ভীত হইনি। জুলুমের পরিণতির কথা একবারও চিন্তা করিনি। বরং উল্টো রাগে আগুন হয়ে আমার চক্ষুদ্বয় টকটকে লাল হয়ে গেল। একজন সাধারণ জেলে, আমার কথা কেন মানল না, এজন্য দুঃখে-অপমানে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। তাই হঠাৎ আঘাত খাওয়া বাঘের ন্যায় গর্জন করে বললাম-

এই খবীস! ভাগ্ এখান থেকে।

সে বলল- না, আমার মাছ না নিয়ে যাব না।

যাবি না?

www.smfoundationbd.com

এতটুকু বলেই তার মাথায় প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম।, আমার আঘাতের প্রচন্ডতায় সে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অতঃপর একটি বিকট চিৎকার করে জ্ঞান হারাল।

লোকটি জমিনে পড়ে আছে। আশে পাশে কোন লোকজনও নেই। এ মুহূর্তে লোকটির জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করা আমার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেদিন আমি এতই নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিলাম যে, তার প্রতি আমার সামান্যতম সহানুভূতিও সৃষ্টি হল না। বিন্দুমাত্র মানবতাবোধও জাগ্রত হল না। তাই আমি সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে না থেকে, তাকে একাকী ফেলে রেখে আবার বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলাম।

বেশীদূর যাওয়া হল না আমার। শুরু হল জুলুম-অত্যাচারের ভয়ংকর শাস্তি। অন্যায়-অবিচারের নির্মম পরিণতি।

আমি মাছটি হাতে নিয়ে দ্রুত বেগে হাটছি। কিন্তু খোদার কি কুদরত! কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মাছটি আমার আঙ্গুল কামড়ে ধরল। ঘটনার আকস্মিকতায় ভয় পেয়ে গেলাম। হাত ছাড়ানোর জন্য বারবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হল না। পরে ঐ অবস্থাতেই বাড়ীতে এলাম। ঘটনা শুনে আশে পাশের অসংখ্য লোক সমবেত হল। অবশেষে বহু চেষ্টা তদবিরের পর বাড়ীর সকলে মিলে সেই মাছের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হল।

আঙ্গুল কামড়ে ধরার কারণে শুরু থেকে আমি প্রচন্ড ব্যথায় অস্থির ছিলাম। আঙ্গুল ছাড়ানোর পর ব্যথার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল। অসহ্য যন্ত্রণায় আমি ছটফট করতে লাগলাম। অবশেষে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার আঙ্গুল পরীক্ষা করে বললেন, এই আঙ্গুল কেটে ফেলতে হবে। অন্যথায় উহার পচন দেহের সর্বত্র সংক্রমিত হয়ে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আঙ্গুল কাটা হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যাধি হাতের তালুতে চলে এল। এবারও ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তালু পর্যন্ত হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিল।

ডাক্তারের নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হল। কিন্তু হাতের তালু কেটে ফেলার পর সেই ব্যাধি হাতের কব্জিতে দেখা দিল।

www.smfoundationbd.com

বর্ণনাকারী বলেন, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এভাবে আমি আমার হাত বারবার কাটাতে থাকলাম। আর ঐ মারাত্মক ব্যাধিটি আমার দেহের অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। এক পর্যায়ে আমার মনে ভয় ঢুকে গেল। আমি বাড়ীঘর, লোকালয় ত্যাগ করে জঙ্গলে পালিয়ে গেলাম।

একদিন আমি জঙ্গল থেকে বের হয়ে মরুভূমিতে এলাম। প্রচন্ড ব্যাথায় তখন আমি চিৎকার করে কাঁদছিলাম। কিন্তু আমার চিৎকার শুনার মত কোন লোক সেখানে ছিল না। এক সময় একটি গাছের ছায়ায় বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর একটু আরাম অনুভূত হলে আমি সেখানেই ঘুমিয়ে গেলাম। সেই ঘুমে আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, 'হে অমুক! এভাবে একের পর এক তোমার দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেললেও এই কঠিন মসীবত থেকে তুমি উদ্ধার পাবে না। স্মরণ কর, তুমি একদিন এক দূর্বল অসহায় জেলের মাছ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিলে। এটা হলো তোমার সেই জুলুমের শাস্তি। মনে রেখ, যতদিন পর্যন্ত তুমি তার হক ফিরিয়ে না দিবে ততদিন তুমি এ আযাব থেকে কিছুতেই মুক্তি পাবে না।'

উপরোক্ত স্বপ্ন দেখার পর আমি আর বিলম্ব করলাম না। সাথে সাথে ঐ জেলের খোঁজে সমুদ্রের তীরে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেই মৎস শিকারী সমুদ্রে জাল ফেলে বসে আছে। আমি অদূরে দাঁড়িয়ে তার জাল টানার অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর সে জাল টানল। দেখা গেল জালে প্রচুর মাছ আটকা পড়েছে। সে মাছগুলো খাচায় পুরে অবসর হওয়ার পর আমি নিকটে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

আমি বললাম, আমি সেই হতভাগা সিপাহী, যে একদিন তোমার মাথায় আঘাত করে তোমার প্রিয় ও পছন্দের মাছটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর আমার হাতটি কাপড়ের নীচ থেকে বের করে বললাম, তোমার উপর জুলুম করার কারণে আল্লাহ আমাকে এ শাস্তি দিয়েছেন।

হাতের বিভৎস দৃশ্য দেখা মাত্রই বিজলী আহতের ন্যায় লোকটি

www.smfoundationbd.com

চমকে উঠল। অতঃপর ক্ষণকাল নিশ্চুপ থাকার পর উচ্চস্বরে বলল, এমন ভয়ানক অবস্থা থেকে আল্লাহপাক সকলকে হেফাযত করুন। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে হাতের ক্ষতস্থান থেকে একটি পোকা বের হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে যাবতীয় ব্যথা-বেদনাও দূরীভূত হল।

আমি সুস্থ হয়ে বাড়ীতে চলে আসতে চাইলে সে আমাকে বলল, দাঁড়ান, আমি আপনার উপর বড় বে-ইনসাফী করেছি। একটি মাছের জন্য বদদোয়া করেছি। যার ফলে আপনি দীর্ঘ যাতনা ভোগ করেছেন। সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছেন। চিরদিনের জন্য একটি হাত হারিয়েছেন। আসল কথা হল, জুলুমের শাস্তি যে এত কঠিন হয় এবং এত তাড়াতাড়ি আসে তা আগে আমার জানা ছিল না। যদি জানতাম, আপনি এত মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হবেন, তবে কখনোই আমি বদদোয়া করতাম না। যা হোক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এবার আপনি আমার সাথে বাড়ীতে চলুন।

এতটুকু বলে সে আমাকে হাত ধরে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। অতঃপর ঘরের এক কোনে গিয়ে ছেলেকে বলল, এখানে মাটি খুঁড়। সে মাটি খুঁড়ে সেখান থেকে একটি মাটির কলস বের করল। ঐ কলসে ত্রিশ হাজার দেরহাম ছিল। লোকটি উহা থেকে বিশ হাজার দেরহাম আমার হাতে দিয়ে বলল, দশ হাজার দেরহাম নিজের জন্য রেখে বাকীগুলো আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে বিলিয়ে দিবেন। এ কথা বলে সে আমাকে বিদায় করে দিল।

প্রিয় পাঠক! জুলুমের শাস্তি কত ভয়ানক তা আমরা আলোচ্য ঘটনায় জানতে পারলাম। উপরন্ত পরকালের মর্মান্তিক শাস্তি তো আছেই। জুলুম ও জুলুমকারীর পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, (সেদিন) জালেমদের জন্য কোন দরদী বন্ধু থাকবে না এবং এমন কোন সুপারিশকারীও হবে না যার কথা মেনে নেয়া হবে। (সূরা আল মুমিনুন ঃ১৮)

www.smfoundationbd.com

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না। (সূরা হজ্ব ঃ৭১)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুলুম করে এক বিঘত পরিমাণ জমীন দখল করে নিল, (কিয়ামতের দিন আল্লাহপাক) তার গলায় সাত তবক জমীন পড়িয়ে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের উপর মান-সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে জুলুম করে, তবে সে যেন ঐদিন আসার পূর্বেই তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয় যেদিন তার নিকট দিনার বা দিরহাম কিছুই থাকবে না। অন্যথায় (কিয়ামতের দিন) তার জুলুমের সমপরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোন নেকী না থাকে তবে মজলুম ব্যক্তির গোনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে (বুখারী)

হযরত হোযাইফা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা এরূপ বল না যে, লোকেরা ভাল ব্যবহার করলে আমরাও ভাল ব্যবহার করব। আর তারা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করব। বরং তোমরা এরূপ করতে অভ্যস্থ হও যে, যদি লোকেরা ভাল ব্যবহার করে তবে তোমরাও ভাল ব্যবহার করবে। আর যদি তারা মন্দ আচরণও করে, তবুও তোমরা জুলুম করবে না। (তিরমিযি)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কি জান, গরীব কে? সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই তো গরীব যার টাকা-কড়ি ও অর্থ-সম্পদ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (প্রকৃত গরীব সে নয় বরং) আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী গরীব হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত নিয়ে আসবে কিন্তু সাথে করে ঐসব লোকদেরকেও নিয়ে আসবে যাদেরকে সে গালি কিংবা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারও মাল আত্মসাত করেছে, কারও রক্ত প্রবাহিত করেছে, কাউকে প্রহার

www.smfoundationbd.com

করেছে। এসব হকদারকে তাদের হক তার নেক আমলের বিনিময়ে দেয়া হবে। এভাবে হক আদায় করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীসসমূহ প্রমাণ করে জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়ের পরিনতি কত মারাত্মক। নামায রোযা হজ্জ যাকাত ইত্যাদি নেক আমল ঠিকমত পালন করার পরেও শুধু অন্যায়ভাবে অপরের হক নষ্ট করার কারণে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্থান জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে। সুতরাং আজ থেকেই আমরা প্রতিজ্ঞা করি, কারও উপর জুলুম করব না। কারও হক নষ্ট করব না। যদি অতীতে কারও হক নষ্ট করে থাকি তাহলে আজই তার নিকট হাজির হয়ে হক আদায় করে হোক কিংবা মাফ চেয়ে হোক- যে কোন উপায়ে উহা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করি। তাহলেই দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের জন্য মুক্তির পথ সুগম হবে। চির শান্তির স্থান বেহেশতের অধিবাসী হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারব। আল্লাহ আমাদের তৌফিক নসীব করুন। আমীন ❑

-তাযকিরাতুল আউলিয়া

www.smfoundationbd.com

ভোগে নয়, ত্যাগেই মুক্তি

শীতের সকাল। চতুর্দিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন। পথ-ঘাটে লোকজনের চলাফেরা এখনো শুরু হয়নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাসস্থানে টুকটাক কাজ কর্মে ব্যস্ত। কেউ সুললিত কণ্ঠে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করছে, কেউ বা জিকির অযীফায় নিমগ্ন।

তখন ছিল মুসলিম বিশ্বের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর শাসনকাল। এই সাত সকালে খলীফা কি একটা জরুরী কাজে আপন গৃহেই অবস্থান করছেন। এমন সময় কারও সবিনয় আহবান কানে আসতেই দরজার দিকে দৃষ্টি ফিরালেন তিনি। দেখলেন, দারুল খিলাফতের পুলিশ প্রধান দরবারে উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করছেন। তার পিছনে একদল মানুষ। প্রত্যেকেই কি যেন বলাবলি করছে। তন্মধ্যে একজনের হাতে বেড়ী লাগানো। পুলিশের চার ব্যক্তি তাকে ধরে রেখেছে। লোকটির উভয় হাত রক্তে রঞ্জিত। ডান হাতে একটি ধারালো ছুরি। ছুরি থেকে এখনো রক্ত টপকাচ্ছে।

সকলের পিছনে একটি লাশ। লাশটির গায়ে মারাত্মক জখম। কয়েকজন পুলিশ লাশটি বহন করে নিয়ে এসেছে। উপস্থিত জনতা জোর গলায় হত্যার পরিবর্তে হত্যার দাবী জানাচ্ছে।

গ্রেফতারকৃত লোকটি যুবক বয়সের। ভয়ে তার চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে। পা দুটো কাঁপছে থরথর করে। সীমাহীন পেরেশান মনে হচ্ছিল তাকে। কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।

খলীফা পুলিশ প্রধানকে ভিতরে নিয়ে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলেন। বললেন, ঘটনা কি খুলে বলুন। পুলিশ প্রধান বলতে লাগলেন-

আমিরুল মুমিনীন! আজ ভোরে আমরা টহল দিচ্ছিলাম। হঠাৎ একস্থানে একটি লাশ দেখতে পেয়ে আমরা দ্রুত সেখানে যাই। কাছে গিয়ে দেখি এই যুবক ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে। ছুরি থেকে তাজা রক্ত টপকে পড়ছে। এদিকে নিহত ব্যক্তির দেহ থেকেও অবিরাম ধারায় রক্ত

www.smfoundationbd.com

প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা ঘটনাস্থলে তাকে ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাইনি। ফলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, গ্রেফতারকৃত যুবকই এই নৃশংস হত্যাকান্ডের মূল নায়ক। তাই বিচারের জন্য তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত করেছি।

পুলিশ প্রধানের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন-

ঃ তুমি কি এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছ?

ঃ হ্যাঁ, আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। অকুণ্ঠচিত্তে যুবক উত্তর দিল।

এতটুকু বলেই যুবক থেমে গেল। আর একটি কথাও তার মুখ থেকে বের হল না। কেন হত্যা করেছে, কিভাবে হত্যা করেছে ইত্যাদি জানার জন্য বারবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হল। কিন্তু কোন ফল হল না। কি এক অজ্ঞাত কারণে যুবকটি সম্পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করল।

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রা.) হত্যার ব্যাপারে হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি পেলেন। পেলেন বাহ্যিক প্রমাণাদিও। সুতরাং কেন বা কিভাবে হত্যা করেছে তা না জেনেও শরিয়তের ফায়সালা শুনিয়ে দেয়ার জন্য তার সামনে অন্য কোন বাধা ছিল না। তাই তিনি সকলের সামনে ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন। বললেন-

হত্যার পরিবর্তে হত্যাই হল এই যুবকের শাস্তি। আসর পর্যন্ত তাকে কয়েদখানায় আটকে রেখে নামাযের পর সকল মানুষের সামনে তাকে কতল করা হবে।

যুবককে কয়েদ খানায় নেয়ার জন্য পুলিশের লোকজন উদ্যত হল। ঠিক এমন সময় উপস্থিত লোকদের ভীড় ঠেলে এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এল। সে পুলিশের লোকদের থেমে যাওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাল। তারপর হযরত আলী (রা.) কে লক্ষ্য করে বলল-

আমীরুল মুমেনীন! এ যুবক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী নয়। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তার কোন অপরাধ নেই। সকল অপরাধ আমার।

www.smfoundationbd.com

আমি এ নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী। আমিই প্রকৃত আসামী। আমিই তার হত্যাকারী। লোকটি এক শ্বাসে দ্রুত কথাগুলো বলে শেষ করল।

হঠাৎ আগুন্তুকের মুখে এরূপ কথা শুনে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। ঘটনার আকস্মিতায় মনের অজান্তেই সকলে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে রইল আগুন্তুকের প্রতি। ভাবল, আমরা সবাই দিবা স্বপ্ন দেখছি না তো?

ক্ষণকাল পর। আমীরুল মুমেনীন আগুন্তুক লোকটিকে কাছে ডাকলেন। বললেন, তোমার দাবীতে আমরা সবাই আশ্চর্য বোধ করছি। এবার এর ব্যাখ্যা শুনাও দেখি।

লোকটি বলল-

জনাব! আমি নিঃস্ব। অসহায়। নিতান্তই এক গরীব মানুষ। আজ দুই দিন যাবত ক্ষুধার যন্ত্রণায় পিষ্ঠ। ক্ষুধা নিবারণের মত সামান্য অর্থ-কড়িও আমার নিকট ছিল না। এমতাবস্থায় অভিশপ্ত শয়তান আমাকে অন্যায় কর্মে প্ররোচিত করল। বলল, সাত সকালে এই লোকটি কত উত্তম পোষাকে সজ্জিত হয়ে কোথাও যাচ্ছে। তার বেশ-ভূষা ও সাজ-সজ্জা দেখে অনুমান করা যায়, নিশ্চয় সে বড় কোন ব্যবসায়ী হবে। তার সঙ্গে অবশ্যই মূল্যবান অর্থ-সামগ্রী রয়েছে। যদি তুমি এ সুযোগে তাকে হত্যা করতে পার তবে কেউ জানতেও পারবে না যে, কে তার হত্যাকারী। অপর দিকে তুমি সহজেই তার টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিতে পারবে। এতে তোমার ক্ষুধার জ্বালাতো নিবারণ হবেই, ভবিষ্যতেও বেশ কিছুদিন আরাম-আয়েশের জিন্দেগী যাপন করতে পারবে।

আমীরুল মুমেনীন! ক্ষুধার যন্ত্রণায় অতিষ্ট হওয়ার কারণে আমি ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞানটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলাম। ফলে শয়তানের প্ররোচনায় ধন-সম্পদ লাভের এক প্রবল উন্মত্ততা আমাকে পেয়ে বসল। পর্বত পরিমাণ লোভ-লালসা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। ভবিষ্যতে আয়েশী জিন্দেগীর সোনালী স্বপ্ন পাগল করে তুলল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খঞ্জর কোষমুক্ত করে লোকটির অপেক্ষায়

www.smfoundationbd.com

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন সে আমার নিকটবর্তী নির্জন স্থানটিতে এল তখনি কালবিলম্ব না করে আমি তার উপর অতর্কিত হামলা করে বসি। খঞ্জরের আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলি।

এরপর যেই টাকা-পয়সা তালাশ করার জন্য তার পকেটে হাত দেয়ার ইরাদা করি, অমনি দূর থেকে পুলিশের আওয়াজ শুনতে পাই। ফলে গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে টাকা-পয়সার লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে সেখান থেকে খুব দ্রুত সরে পড়ি।

আশে পাশেই লুকিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলাম আমি। দেখলাম, পুলিশের লোকেরা ঘটনাস্থলে পৌছে এই ব্যক্তিকে ছুরি হাতে পেয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। এবার আমি মানুষের সাথে চিৎকার করতে করতে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর সকলের সাথে এমনভাবে মিশে গেলাম যে, নিহত ব্যক্তির প্রকৃত হত্যাকারী যে আমিই, একথা বুঝার কোন উপায় রইল না।

জনতার ভীড়ে মিশে গিয়ে সবকিছুই আমি অবলোকন করছিলাম। যখন দেখলাম, সুঠাম দেহের অধিকারী অল্প বয়স্ক সুন্দর-সুশ্রী যুবককে বিনা অপরাধে কিসাসের ফায়সালা শুনানো হল তখন আমার চৈতন্য ফিরে এল। বিবেকের দংশন বারবার আমার হৃদয়াকাশকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল। ভাবলাম, আমি তো এখন দু'ব্যক্তির হত্যাকারী সাব্যস্ত হলাম। একদিকে নিজের হাতে একজন লোককে হত্যা করলাম, আবার অন্য দিকে আমারই কারণে আরেকজন নিরপরাধ লোকের জীবন প্রদীপ চিরকালের জন্য স্তব্দ হয়ে যাচ্ছে।

জনাব! এ কথাগুলো ভাবতেই আমার সমস্ত মানব সত্তাগুলো একত্রে জাগ্রত হয়ে উঠল। হাশরের ময়দানে আহকামুল হাকেমীন আল্লাহর সামনে কি জবাব দিব, এই চিন্তা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, আখেরাতের যন্ত্রণাদায়ক মর্মন্তুদ শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি যেহেতু কিছুই নয়, সেহেতু প্রকৃত সত্য আমি আপনার নিকট বলে দিবই।

এ সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের জন্যই আমি আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। হত্যার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছি। আসল হত্যাকারী আমিই। এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সুতরাং আমার বিচার করুন।

www.smfoundationbd.com

লোকটির কথা শুনে সকলের মনেই একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল। তারা মনে মনে বলতে লাগল, এ ব্যক্তিই যদি প্রকৃত হত্যাকারী হয়, তাহলে গ্রেফতারকৃত যুবক কেন খলীফার নিকট হত্যার ব্যাপারে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিল? এরূপ করার কারণ কি? কি রহস্য এতে লুকায়িত আছে?

খলীফার মনেও একই প্রশ্ন তোলপাড় করছে। তিনি বিষয়টি পরিস্কার রূপে অনুধাবন করার জন্য গ্রেফতারকৃত যুবককে সম্বোধন করে বললেন-

ঃ এ লোকটি যা কিছু বলল, তা কি ঠিক? তুমি কি নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী নও?

ঃ হ্যাঁ, তার কথা সম্পূর্ণ ঠিক। আমি প্রকৃত হত্যাকারী নই।

ঃ তাহলে কেন তুমি মিথ্যার উপর স্বীকারোক্তি দিলে? কেন তুমি হত্যার কথা ইতিপূর্বে স্বীকার করলে?

ঃ জনাব! নিশ্চয় এর কারণ আছে।

ঃ কি কারণ, খুলে বল।

ঃ আমীরুল মুমেনীন! আমি একজন কসাই। আজ খুব ভোরে একটি গরু জবাই করে আমি ছুরি দিয়ে চামড়া ছিলছিলাম। এমন সময় আমার ইস্তেঞ্জার হাজত হলে আমি ছুরিসহ পার্শ্ববর্তী নির্জন স্থানে চলে যাই। হাজত সেরে আমি দোকানের দিকে যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়াতেই দেখি সামনে একটি তরতাজা লাশ রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এ অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। সবকিছু ভুলে আমি ছুরি হাতেই ঐ লাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তখন আমার হাতের ছুরিখানা ছিল রক্তে রঞ্জিত। কোন লোকজনও সেখানে তখন উপস্থিত ছিল না। ইতিমধ্যে সেখানে পুলিশ এসে উপস্থিত হল। তখনও আমার হতভম্ব অবস্থা দূর হয়নি। আমি অপলক নেত্রে লাশের দিকে চেয়েই আছি। আমি তখনই সম্বিত ফিরে পেলাম, যখন আমাকে গ্রেফতার করা হল এবং লোকজন বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তিই তাকে হত্যা করেছে।

www.smfoundationbd.com

আমার হাতে রক্তমাখা ছুরি। পাশেই রক্তাক্ত লাশ। অন্য কেউ এখানে উপস্থিত নেই। এমতাবস্থায় আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, আমি আর বাঁচতে পারব না। কেননা এ পরিস্থিতিতে আমি নিজের জন্য যতই সাফাই গাই না কেন, কেউ তা বিশ্বাস করবে না। সকলেই আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ধিক্কার দিবে। বলবে, দেখ না, বেচারার সাহস কত? রক্তে রঞ্জিত ছুরিসহ লাশের পাশে হাতে-নাতে ধরা পড়ার পরও হত্যার কথা অস্বীকার করছে। এ এক জঘন্য লোক। তাকে ডবল শাস্তি দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হোক।

আমীরুল মুমেনীন! যখন আমি বুঝলাম, একমাত্র মহান আল্লাহর কুদরত ছাড়া আমার বাঁচার কোন উপায় নেই, আমার কথা একটি শিশু বাচ্চাও বিশ্বাস করবে না, তখন আমি মিথ্যাই স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহর আশ্রয়, দয়া ও সাহায্যের অপেক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করছি। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি যেহেতু প্রকৃতপক্ষে নির্দোষ, সেহেতু আল্লাহ তাআলা যে কোন উপায়ে আমাকে রক্ষা করবেন। আর যদি দুনিয়ার বিচার থেকে নিস্কৃতি নাও পাই, তথাপি পরকালীন জীবনে আল্লাহ তাআলা আমাকে এর উত্তম বদলা প্রদান করবেনই।

যুবকের বক্তব্য শ্রবণ করে উপস্থিত সকলের সামনে মূল ঘটনার রহস্য উদঘাটিত হল। সকলেই বিষয়টি বুঝতে পারল। এবার বিচারের পালা।

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রা.) বিষয়টি নিয়ে খানিক চিন্তা করলেন। তারপর স্বীয় পুত্র হযরত হাসান (রা.) এর নিকট এ ব্যাপারে তার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত হাসান (রা.) সামান্য চিন্তা-ফিকির করে বললেন-

আমীরুল মুমেনীন! দ্বিতীয় ব্যক্তি যদিও এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে কিন্তু হত্যার কথা স্বীকার করে সে এমন এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করেছে যার ব্যাপারে আপনি কেসাসের ফায়সালা করে ফেলেছিলেন। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

যে ব্যক্তি একটি সত্ত্বাকে জীবিত করল, সে যেন সকল মানুষকে জীবন দান করল। (সূরা মায়েদাহ ঃ ৩২) সুতরাং এ ব্যাপারে আমার অভিমত হল, উভয়কে মুক্তি দেয়া হোক।

www.smfoundationbd.com

হযরত আলী (রা.) আপন ছেলের যুক্তিসংগত মতামত শুনে নিজেও এই মতের সাথে ঐকমত পোষণ করলেন এবং উভয়কে মুক্তি দিলেন। সাথে সাথে বাইতুল মাল তথা সরকারী কোষাগার থেকে নিহত ব্যক্তির রক্তপণও আদায় করলেন।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনা থেকে এ কথাটি পরিস্কার বুঝে আসে যে, মানুষ যখন মহান আল্লাহর নিকট নিজকে সমর্পণ করে দেয় এবং তাকেই একমাত্র মুক্তিদাতা বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার বিশ্বাস অনুযায়ী তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করেন। উপরন্ত একথাটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কোন ব্যক্তি যখন সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তখনই তার মুক্তির পথ সুগম হয়। ইতিহাসের সোনালী পাতায় অমর অক্ষয় হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে গ্রেফতারকৃত যুবকের প্রশস্ত হৃদয় ও উদারতার প্রতি মুগ্ধ হয়েই আসল হত্যাকারী তার হত্যার কথা স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। জীবন বিলিয়ে দেয়ার মত তার সীমাহীন ত্যাগই প্রকৃত হত্যাকারীকে পূর্বে উল্লেখিত কথাগুলো চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। যদি এ যুবক নির্দ্বিধায় এরূপ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত না হত তাহলে ঘটনা হয়ত অন্য দিকে মোড় নিত। তাকে জীবন দিতে হত ঠিকই। কিন্তু মূল হত্যাকারী ধরা ছোয়ার বাইরেই থেকে যেত। লোকজন হয়ত কোনদিন জানতেও পারত না যে, এই হত্যাকান্ডের মূল নায়ক কে? কেন, কিভাবে এই নৃশংস খুনে মদীনার জমীন রক্তাক্ত হয়েছিল। এ জন্যেই কথায় বলে "ভোগে নয়, ত্যাগেই মুক্তি।" আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কেবল ভোগ নয় ত্যাগের আদর্শও গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। দ্বীনের জন্য যে কোন কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করার মত হিম্মত ও মনোবল দান করুন। আমীন। ❑

-ইনসাফী আদালত

www.smfoundationbd.com

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়

পরমা সুন্দরী এক মহিলা। আজ ক'মাস হল বোস্তাম নগরীতে আগমন করেছে। তার আগমনে বিত্তবান ও চরিত্রহীন যুবকেরা বেশ খুশি। কারণ নিজ নিজ অবৈধ মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য এ ধরণের রূপসী মেয়েই তাদের কাম্য।

মেয়েটির দেহয়াবব সুন্দর হলেও হৃদয়টা সুন্দর ছিল না। সে ছিল চরিত্রহীনা, ভ্রষ্টা। আপন ইজ্জত বিলিয়ে দিয়ে সে উপার্জন করত প্রচুর অর্থ। অত্যধিক সুন্দরী হওয়ায় তার মূল্যও ছিল অনেক বেশী।

প্রতিবার দেহ দানের বিনিময়ে সে আদায় করত দু'শ দিরহাম। রূপ সৌন্দর্যের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে শহরের বিত্তশালীরা নির্দ্বিধায় তার পিছনে খরচ করত অঢেল অর্থ-সম্পদ। এভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই হারাম কর্ম এমন ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করল, যা ভাবতে গেলেও গা শিউরে উঠে।

মেয়েটির সান্নিধ্য লাভ করার জন্য প্রতি রাত্রেই পয়সাওয়ালা লোকজন তার বাড়ীতে ভীড় জমাত। বিপুল পরিমাণ খদ্দের পেয়ে মহিলার আনন্দ যেন আর ধরে না। মাসিক রুজির পরিমাণ হিসেব করে সে নিজেই বিস্মিত হয়। ভাবে, এ শহরে আগমণ করে বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছি। এভাবে চলতে থাকলে প্রচুর সহায়-সম্পত্তির মালিক হতে বেশীদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

দিন দিন নিজের উন্নতির কথা চিন্তা করে মেয়েটি মনে মনে বেশ পুলকিত। আনন্দের বন্যা বয়ে যায় তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে। অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে ভবিষ্যতে কি কি করবে, সেই সোনালী স্বপ্ন এখন প্রতি মুহূর্তেই সে দেখে। আগামী দিনের রঙ্গীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে অতিবাহিত করে জীবনের মূল্যবান দিবা-নিশিগুলো। কিন্তু একথা চিন্তা করার অবকাশ কখনোই পায় না যে, তার দ্বারা জাতির কত বড় ক্ষতি হচ্ছে! লোকদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় কত চরম আকার ধারণ করছে!! যুব সমাজ কত দ্রুত মান-সম্মান, ধর্ম-কর্ম ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছে!!

www.smfoundationbd.com

এ অবকাশ সে পাবেই কি করে? তাকে তো এ পর্যন্ত কেউ সৎ পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেনি। শিক্ষা দেয়নি আদর্শ জীবনের মৌলিক নীতিমালা। উৎসাহিত করেনি সবর-শোকর, তাকওয়া-পরহেযগারী ও সততা-সত্যবাদীতার ন্যায় মানবীয় গুণগুলো অর্জন করতে। কোন দিন কেউ আহবান করেনি মন্দ-খারাপ ও অসৎ কর্মগুলো পরিত্যাগ করতে। অবৈধ-অপকর্মের শাস্তি কি, এর ক্ষতিই বা কতটুকু একথা তো আজ পর্যন্ত কোন আদম সন্তান তাকে বুঝায়নি, এমনকি বুঝানোর চেষ্টাও করেনি। সুতরাং এমতাবস্থায় ঢালাওভাবে তার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে কি? সৎ পথে আহবান করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার দায়িত্ব পালন না করে ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরিয়ে দেয়া ঠিক হবে কি? কখনোই নয়।

হ্যাঁ, বারংবার বুঝানোর পরও যদি অবৈধ কর্ম থেকে সে বিরত না থাকত, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে সুস্থ-সুন্দর জীবনে ফিরে না আসত, তখন হয়ত তাকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক হত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এমতাবস্থায় তাকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। বরং 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়' -এ সূত্র অবলম্বন করে তার ভবিষ্যত মঙ্গলের আশায়, আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অসৎ ও অবৈধ কর্ম থেকে ফিরানোর জন্য যথাসম্ভব সব ধরণের অভিনব কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তবেই তো 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য' -পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের যথার্থ বাস্তবায়ন হবে। মানুষ যে মানুষের জন্য একথার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মানুষের নৈতিক অবক্ষয় দেখে বোস্তাম নগরীর সৎ ও বিজ্ঞ লোকেরা অস্থির হয়ে পড়লেন। এ ঘৃণ্য অপকর্ম কি করে বন্ধ করা যায় এ নিয়ে তারা অনেক চিন্তা ফিকির করলেন। আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। অবলম্বন করলেন নানাবিধ কলা-কৌশল। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। ফলে কোন উপয়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত তারা তৎকালের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ বিখ্যাত আল্লাহর ওলী হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) এর শরণাপন্ন হলেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে তারা সবিনয় আরজ করে বললেন, হযরত! অনুগ্রহ করে শহর থেকে এ পাপ দূর করুন। অন্যথায় অল্পকালের মধ্যে এ শহর ধ্বংস হয়ে যাবে!

www.smfoundationbd.com

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) সব কিছু মনযোগ সহকারে শুনলেন। তারপর বললেন, তোমরা এখন যাও। দেখি, এর প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করা যায়। তারা সবাই চলে গেল।

লোকজন চলে যাবার পর হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) ভীষণ পেরেশান হলেন। চরম পর্যায়ের অস্থির হয়ে পড়লেন। মনে মনে বললেন, আমি জীবিত থাকতেই এ শহরে এত বড় মারাত্মক অপকর্ম! খোদা তায়ালার এত বড় নাফরমানি!! হায়, যদি হাশরের ময়দানে পরাক্রমশালী আল্লাহ প্রশ্ন করে বসেন, হে বায়েজিদ! তোমার উপস্থিতিতে বোস্তাম নগরীতে এত বড় ধ্বংসাত্মক কর্ম সংঘটিত হল, অথচ তুমি তা বন্ধ করার জন্য কোন চেষ্টাই করলে না। এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই তুমি নিলে না। পাপ-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এক অবলা নারীকে সৎ পথে ফিরানোর জন্য কোন চিন্তাই তুমি করলে না। তাহলে আমি কি জবাব দিব। কিভাবে আমি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সামনে মুখ দেখাব। হায়, এমন জীবনের চেয়ে মৃত্যুই যে শ্রেয়!

এসব কথা চিন্তা করে তার পেরেশানীর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল। নগরবাসীর উপর আসন্ন বিপদাশংকায় তিনি সীমাহীন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা-গবেষণা করে এই ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড বন্ধ করার একটি সুন্দর উপায়ও তিনি বের করতে সক্ষম হলেন।

উপায় খুঁজে পেয়ে হযরত বায়েজিদ (র.) কালবিলম্ব করলেন না। মাগরিবের নামায আদায়ের পর দু'শ দিরহাম হাতে নিয়ে সোজা ঐ ভ্রষ্টা মহিলার বাড়ীতে পৌঁছলেন। তারপর তার বাড়ীর প্রধান ফটকের নিকট বসে রইলেন।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকল। চতুর্দিক থেকে নামী-দামী খদ্দেরদের আনাগোনা শুরু হল। কিন্তু কেউ ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পেল না। সকলেই ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে ফিরে যেতে যেতে ভাবল, হযরত বায়েজিদের মত এত বড় বুযুর্গ এ বাড়ীতে কেন? কি উদ্দেশ্যে তিনি এখানে আগমন করেছেন? তাহলে কি তিনিও এই সুন্দরী মহিলার পাতানো ফাঁদে আটকা

www.smfoundationbd.com

পড়েছেন! নাহ! এ হতে পারে না। একজন আল্লাহর খাঁটি বান্দার ব্যাপারে এ ধরণের অবৈধ কল্পনা করাও অন্যায়। এরূপ সাত পাঁচ ভেবে সকলেই ঐ রাতের মত যার যার বাড়ীতে চলে গেল।

এখন রাত প্রায় বারটা। এতক্ষণে কয়েকশ দিরহাম কামাই হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু একটি পয়সাও এ পর্যন্ত আসেনি। একটি খদ্দেরের দেখাও এ পর্যন্ত মিলল না। তাহলে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে মহিলা অস্থির হয়ে পড়ল। এক সময় খবর নেয়ার জন্য ভৃত্যকে বাইরে পাঠাল। ভৃত্য বাইরে এসে দেখল, ঘরের প্রধান ফটকে একজন দরিদ্র লোক বসে আছে। আর খদ্দেররা তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে জান বাঁচাচ্ছে।

ভৃত্য ফিরে এল। ভয়ার্ত কণ্ঠে সবকিছু খুলে বলল। মেয়েটি বুযুর্গকে চিনত না। সে ভৃত্যের মাধ্যমে অচেনা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? কেন এখানে এসেছেন? আমার এখানে তো দরিদ্র লোকেরা আসে না। আসার সাহসও পায় না। কারণ আমার মূল্য অনেক বেশী।

বুযুর্গ বললেন, আমি মেয়েটির সাথে দেখা করতে চাই। আমাকে একটু সুযোগ করে দাও।

বুযুর্গের সাহস দেখে ভৃত্য হাসলো। তারপর ব্যাঙ্গ স্বরে বলল, জনাব! আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর না নেয়াই ভাল। বেশী প্রয়োজন হলে অন্যত্র গিয়ে মনের খাহেশ পুরা করুন। ফকীর, মিসকিন আর দরিদ্র খদ্দেরের স্থান এ বাড়ীতে নেই।

বুযুর্গ শান্ত কণ্ঠে বললেন, বাবা। এত কথার প্রয়োজন কি? তোমাদের প্রয়োজন দিনার-দিরহামের। তোমরা যা চাও, তা দিতে পারলেই তো আমার হল।

ঃ আপনি কি এত দিরহাম দিতে পারবেন?

ঃ অবশ্যই দিতে পারব।

ঃ তার মূল্য কিন্তু প্রতি রাতে দু'শ দিরহাম।

ঃ দু'শ দিরহাম কেন, তার বেশী হলেও আমার কোন আপত্তি নেই।

www.smfoundationbd.com

ঃ ঠিক আছে, এখনই তাহলে সবকিছু ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

একথা বলে সে ভিতরে গিয়ে সবকিছু বর্ণনা করল। মেয়েটি বলল, আমার দিরহাম প্রয়োজন। সে যেই হোক আমার পকেটে নির্ধারিত পরিমাণ দিরহাম এলেই হল। সে যখন তা দিতে সম্মত আছে, দেরী না করে এখনই তাকে ভিতরে নিয়ে এসো।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) ধীরপদে ঘরে প্রবেশ করলেন। মেয়েটির সীমাহীন সৌন্দর্যের কথা আগেই তিনি শুনেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করে স্বীয় দৃষ্টিকে কঠোরভাবে সংযত করলেন। তারপর দু'শ দিরহাম পরিশোধ করে মেয়েটিকে সম্বোধন করে বললেন,

ঃ এখনতো তুমি আমার, তাই না?

ঃ হ্যাঁ, তাই।

ঃ আমি এখন তোমাকে যা ইচ্ছে তাই করতে পারি?

ঃ হ্যাঁ, এখানে অন্যেরা এসে যা করেন, তা করার অধিকার আপনারও আছে।

ঃ তোমার ক্ষতি কিংবা অসুবিধা হবে না -এমন কিছু যদি তোমাকে দিয়ে করাতে চাই?

ঃ হ্যাঁ, তাতেও আমি রাযী। আমার কোন সমস্যা না হলেই হয়।

ঃ না, তোমার কোন সমস্যা হবে না। বরং তোমার উপকারই হবে।

ঃ জ্বি, তাহলে শুরু করুন। আমার কোন আপত্তি নেই। আজকে রাতের জন্য আমার সমস্ত দেহ-মন কেবল আপনার জন্য নিবেদিত। আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন।

ঃ আমি যদি তোমাকে একটি নির্দেশ দেই, তবে কি তা মানতে পারবে?

ঃ অবশ্যই। আমি তো বারবার বলছি, আজ আমি আপনার। আপনার যে কোন খেদমত করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। আপনার মনোরঞ্জনের জন্য যা করা প্রয়োজন, সবই আমি করব।

www.smfoundationbd.com

ঃ ঠিক আছে। তাহলে আমার নির্দেশ হল, এক্ষুনিই রেশমী কাপড় পাল্টে ওজু-গোসল সেরে সাদা কাপড় পরিধান করে একটি জায়নামাযসহ এখানে চলে এস।

এরূপ নির্দেশের জন্য মেয়েটি মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এ যেন তার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এরূপ খদ্দের জীবনে সে কোন দিন দেখেনি। লোকটির কথা শুনে সে ভীষণ আশ্চর্য হল। ভাবল, এ আবার কেমন খদ্দের? আমার মত সুন্দরী ষোড়শী পেয়ে তার এখন কি করা উচিত, আর সে কি করছে! এতো দেখছি কোন মানুষ নয়, অন্য কিছু হবে। তবুও দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়।

একথা ভেবে সীমাহীন কৌতুহল নিয়ে সত্যিই সে বুযুর্গের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) মেয়েটিকে নিয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। তারপর তাকে জায়নামাযে বসিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কেঁদে কেঁদে বললেন-

'ওগো মাবুদ! তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তুমি সবকিছু জান, সবকিছু দেখ। তাবৎ বিশ্বের সকল মানুষের হৃদয় তোমারই হাতে খোদা। হেদায়েত দানের মালিক একমাত্র তুমিই। এ কাজ কেবল তোমার পক্ষেই শোভা পায়। হে পরওয়ার দেগার! এ মেয়েটিকে সৎ পথে আনার জন্য আমার যতটুকু সাধ্য ছিল, তা আমি করেছি। ব্যভিচারের ঘৃণ্য পথ থেকে তুলে এনে নামাযীর বেশে তোমারই সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। হে খোদা! আমি তো তার দেহটিকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, বাকী কাজটুকু তুমি করে নাও। তার অন্তরটাকে তোমার দিকে ঘুরিয়ে দাও। হে রাহমানুর রাহীম! তুমি আমার দোয়া কবুল কর।'

হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হল। দোয়া সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মেয়েটির হৃদয়রাজ্যে তুমুল ঝড় শুরু হল। তার চেহারায় এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। আল্লাহর ভয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। গোটা জীবনের পাপের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ আর অনুতাপের অনলে তার অন্তররাজ্য দগ্ধ হল।

www.smfoundationbd.com

ভাবল, আমার কারণে হাজারো মানুষ বিপদগামী হয়েছে। পাপ-পংকিলতায় নিমজ্জিত হয়েছে। সুস্থ ও আদর্শ জীবন পরিত্যাগ করে অন্যায় অপকর্মে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। খোদাই জানেন, আমার পরিণতি কত করুণ হবে!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। চরম পর্যায়ের অস্থির হয়ে হযরত বায়েজিদের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল- মহাত্মন! এ জীবনে আমি অনেক পাপ করেছি। আমার পাপের কোন হিসাব-নিকাশ নেই। উপরন্ত অসংখ্য মানুষকে আমি সৌন্দর্যের জালে আবদ্ধ করে বিপদগামী করেছি। আমার মত মহাপাপীয়সী বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ নেই। হযরত! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে তাওবা করিয়ে পাপমুক্ত করিয়ে দিন। আমি চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।

মেয়েটির পরিবর্তনে হযরত বায়েজিদ (র.) অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলেন এবং সাথে সাথে তাওবা পড়িয়ে দিলেন।

এভাবেই একটি বেশ্যা মেয়ে বুযুর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পাপ-পংকিলময় জীবন পরিত্যাগ করে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের দিকে ফিরে এল। তৎকালীন যুগের একজন প্রসিদ্ধ আবেদা, জাহেদা ও সাধ্বী মহিলার মর্যাদা লাভ করল।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনার মাধ্যমে একথা দিবালোকের মত পরিস্কার হয়ে গেল যে, আজ যারা অন্যায় কর্মে লিপ্ত তাদেরকে মন্দ বলে দূরে সরিয়ে দেয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেবল বুদ্ধিমত্তা নয়, মানবতার দাবীও এই যে, পাপীকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান না করে তার সংশোধনের জন্য আন্তরিকতার সাথে সামর্থ অনুযায়ী সকল প্রকার চেষ্টা ফিকির করে যাওয়া। সাথে সাথে খোদার দরবারে চোখের পানি ফেলে দোয়াও করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন। ❑

(সূত্র ঃ তাযকিরাতুল আউলিয়া)

www.smfoundationbd.com

এক ভাগ্যবতী মা

নিঝুম নিস্তব্দ রজনী। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। উর্ধ্বলোকের বাতায়ন খুলে তারকা রাজি মিটমিট করে হাসছে। মেঘমালা ডানা মেলে উড়ে চলে যাচ্ছে দূরে, বহু দূরে, অজানালোকে। স্বর্গীয় সুষমায় সিক্ত পবিত্র মদীনা নগরী তখন ঘুমে সম্পূর্ণ অচেতন।

ক্রমে রাত গড়িয়ে সুবহে সাদিক হল। মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলিম নর-নারীরা সালাতে ফজর আদায় করল। সকালের সোনালী রবির আলোকচ্ছটায় পূর্বাকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

রাতের আধাঁর এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। লোকজন নামায শেষে তেলাওয়াত অযীফা নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক এমন সময় আবছা অন্ধকারের বুক চিরে একটি সুউচ্চ কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল। মদীনার রাস্তাঘাট, মাঠ-ময়দান, অলিগলিসহ সকল স্থানেই পৌঁছল-

হে মুসলিম মুজাহিদরা! হে রাসূলের জানবাজ সাহাবীরা! পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে ফেলার জন্য সমস্ত কুফুরী শক্তি একত্রিত হয়েছে। বসে থাকার সুযোগ নেই। এক্ষনি জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়।

হযরত বেলাল (রা.)এর এ আচানক আহবানে অচেতন মদীনা নগরী শিহরিয়ে উঠল। প্রাণচাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি ঘরে ঘরে। জিহাদে শরীক হয়ে শহীদ কিংবা গাজী হওয়ার এক দুর্নিবার আকাংখা সকলের মাঝেই তীব্র রূপ ধারণ করল।

এক বিধবা মহিলা। জীর্ণ কুটিরে স্বীয় পুত্রকে বুকে জড়িয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হযরত বিলাল (রা.)-এর বুলন্দ আওয়াজ কর্ণ কুহরে পৌঁছতেই তার নিদ্রা যেন শত সহস্র মাইল দূরে পালিয়ে যায়। জিহাদের আহবানে তার হৃদয়টা ছ্যাৎ করে উঠে। গরম ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু মনের অজান্তেই গড়িয়ে পড়ে। হৃদয় কন্দরে ভেসে উঠে প্রিয়তম স্বামীর অন্তিম মুহূর্তের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাগুলো। মনে পড়ে ঐ

www.smfoundationbd.com

সময়ের কথা, যখন তিনি স্বামীর হস্তে তুলে দিচ্ছিলেন চকচকে শানিত তরবারী, আর নিজ হাতে পড়িয়ে দিচ্ছিলেন লৌহবর্ম। তারপর অশ্বের পদাঘাতে ধুলিঝড় উড়িয়ে তিনি চির বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন বদর প্রান্তরে। কিন্তু তারপর.....?

তারপর তিনি ফিরে এসেছিলেন শহীদের খুন রাঙ্গা আবরণে। অধরে লেগেছিল জান্নাতী হাসির অপূর্ব ঝলক। প্রতিটি রক্ত কণিকা থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল বেহেশতী খুশবু। শহীদের অমীয় সুধা পান করে তিনি আজ দূরে, বহু দূরে। জান্নাতের মনোরম উদ্যানে। কিন্তু আমি? আমি বুঝি চির বিরহিনী, চির দুঃখিনী।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কল্পনার সাগরে সন্তরণের পর তার চক্ষুদ্বয়ে নামল অশ্রুর বান। ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। মনে মনে আফসোস করে বললেন, হায়! যদি আমার পুত্র সন্তানটি বড় হত, তবে আজ তাকে জিহাদে পাঠিয়ে মুজাহিদের মা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতাম।

ফোঁপানো কান্নার সকরুণ সুর আর বাধভাঙ্গা অশ্রুর উষ্ণ পরশে এতিম বালকটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। মায়ের চেহারা পানে চেয়ে হতবিহবল হয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল সে। তারপর কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল, মা! তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে তোমার? এতটুকু বলে আবেগের আতিশায্যে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। ওষ্ঠধর কাঁপতে লাগল। শত চেষ্টা করেও আর কিছু বলতে পারল না।

মাও ছেলেকে বুকে নিয়ে স্নেহের আবেশে কপালে চুমু খেলেন। গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরে স্বস্নেহে মাথার চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন-

বাবা! আজ ইসলামের বড় দুর্দিন। এই মাত্র জিহাদের আহবান এসেছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে। সমস্ত কাফেররা আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। তারা চায় ইসলাম ও মুসলমানদের নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলতে। তোমার আব্বু বেঁচে থাকলে তাকে জিহাদে পাঠাতাম। কিন্তু তিনি তো বেঁচে নেই। আর তুমিও অনেক ছোট। এ দুঃখেই আমি কাঁদছি।

www.smfoundationbd.com

বালকটি শান্ত অথচ গভীর কণ্ঠে বলল, এজন্য কি কাঁদতে হয় মা! আমি ছোট বলে আমাকে অবজ্ঞা করবেন না। কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার হিম্মত আমার আছে। অনুগ্রহ করে এখনই আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে চলুন। তিনি যদি আমাকে জিহাদের জন্য কবুল করেন তবে তো আমাদের মহা সৌভাগ্য। আর বিলম্ব নয়। চলুন, এখনই আমরা রওয়ানা দেই। তার চোখে মুখে প্রাণোচ্ছলতার ছাপ।

ছেলের কথায় বিধবা মায়ের শুষ্ক ঠোঁটে খেলে গেল এক টুকরো স্বর্গীয় হাসি। তৃষিত হৃদয় কাননে সঞ্চারিত হল উৎফুল্লতায় ভরা শান্তির জোয়ার। আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলল সমস্ত দেহ জুড়ে। স্নেহের আতিশয্যে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল তার সমস্ত মুখমন্ডল।

বাদ ফজর। মসজিদ চত্বরে অবতারণা হয় এক অপূর্ব দৃশ্যের। চারিদিক থেকে প্রবীন মুজাহিদরা সমবেত হয়েছেন। সাথে সাথে রয়েছেন নবীন মুজাহিদরাও। তাদের মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বুকে অসীম সাহস। হৃদয়ে উচ্ছসিত উদ্যম। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ তাদের সেনাপতি। আল্লাহপাক পরিচালক। সুতরাং তাদের বিজয় রুখবে কে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। শুরু হল বাছাই পর্ব। যারা ছোট, বয়সে কিশোর, তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হল। অত্যন্ত আদর সোহাগ করে, বুঝিয়ে সুজিয়ে।

বাছাই পর্ব এখনও শেষ হয়নি। বিধবা মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন। আশা-নিরাশার দুলায় দুলছেন তিনি। আলো-আধাঁরের এক অপূর্ব মিলন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার মুখাবয়বে। বললেন আবেগ জড়িত কণ্ঠে-

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ছেলেটি আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। আমার আর কোন সন্তান নেই। এর পিতা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমার হৃদয়ের একমাত্র তামান্না, একে আপনি জিহাদে নিবেন। যেন কেয়ামত দিবসে মহান আল্লাহর সামনে কেবল মুজাহিদের স্ত্রী হিসেবেই নয়, মুজাহিদের মা হিসেবে দন্ডায়মান হতে পারি।

www.smfoundationbd.com

বিধবা মহিলার কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ মন্ডলে মুচকী হাসির একটা বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল। মুগ্ধ হলেন সমবেত মুজাহিদরাও। ভাবলেন, ত্যাগের কি অপূর্ব নযীর। বদর যুদ্ধে স্বামী শহীদ হয়েছেন। এখন আবার কলিজার টুকরা একমাত্র সন্তানকে জিহাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। দ্বীনের জন্য এ কুরবানী সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

পিতার শাহাদাতের কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর করে ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলেন। স্নেহার্দ্র হাত মাথায় বুলিয়ে দিলেন। কপালে চুমো খেয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন-

তুমি এখনো ছোট, তাই না? আরেকটু বড় হও। তোমাকে অবশ্যই জেহাদে নেব, কেমন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে ছেলেটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! রান্না করার সময় আম্মুকে দেখেছি, প্রথমে তিনি ছোট ছোট লাকড়ীগুলো চুলোয় আগে দেন। আমি চাই, আমাকেও ছোট লাকড়ীর ন্যায় শত্রু পক্ষের সম্মুখে ঢাল হিসেবে সর্বাগ্রে পেশ করবেন।

ছেলেটির বুদ্ধিদীপ্ত কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্মিত হলেন। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন তার নিষ্পাপ মুখের দিকে। একরাশ প্রশান্তিতে ভরে উঠল তার হৃদয়-মন। বললেন বিধবা মহিলাকে লক্ষ্য করে-

যাও হে ভাগ্যবতী! আল্লাহ তোমার ছেলেকে কবুল করেছেন। তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি কিয়ামত দিবসে মুজাহিদদের মায়ের কাতারেই থাকবে।

আজকের মায়েরা নিজ নিজ কলিজার টুকরা সন্তানকে দ্বীনের জন্য কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকুক- এই হোক এই ঘটনার মূল শিক্ষা। ❑

www.smfoundationbd.com

এক রাসূল প্রেমিকের আশ্চর্য ঘটনা

ফারসী ভাষায় লিখা একখানা কবিতা। কবিতার বিষয়বস্তু খুবই উচ্চাঙ্গের। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানেই এই কবিতা রচিত। এর রচয়িতা ছিলেন একজন আশেকে রাসূল, নবী প্রেমিক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ ভালবাসা, সীমাহীন প্রেম ও হৃদয়ের ভক্তিপূর্ণ ঐকান্তিক আবেগের টানেই তিনি রচনা করেছিলেন কবিতাখানা। এতে তিনি প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক সৌন্দর্য, বড়ত্ব, মহত্ব, উদারতা, বদান্যতা, নম্রতা, ভদ্রতা প্রভৃতি সুমহান চারিত্রিক গুণগুলোকে অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাহাড়ের মত অবিচল সাহস, আকাশের মত বিশাল বিস্তৃত হৃদয়, সমুদ্রের মত গতিশীল ও বিক্ষুব্ধ চেতনা, পাথরের মত মজবুত ব্যক্তিসত্ত্বা ইত্যাদি অনুপম গুণ ও আদর্শের কোনটাই এতে বাদ দেননি তিনি। তার কবিতার প্রতিটি ছত্রেই ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি গভীরতম ভালবাসার এক দৃষ্টান্তহীন নযীর। নিখাদ প্রেমের এক অপূর্ব উদাহরণ।

আল্লামা জামী (র.) এ কবিতার সার্থক রচয়িতা। তার পুরো নাম আবুল বারাকাত নূরুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আহমদ মোল্লা জামী (র.)। তবে সমগ্র বিশ্বে তিনি মোল্লা জামী নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

এই কবিতা খানা রচনা করার পর রাসূল প্রেমে আত্মহারা এ মহান বুযুর্গ বারবার এটি আবেগজড়িত কণ্ঠে আবৃত্তি করে রাসূলের প্রতি গভীর ভালবা ার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। তখন তার চোখ থেকে মুক্তা দানার ন্যায় অ শ্রুধারা প্রবাহিত হত।

৮৭৭ হিজরীর ঘটনা।

একদা তিনি মক্কা মুয়াযযমায় উপস্থিত হয়ে হজ্বের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন শেষে ভাবলেন, মদীনা গিয়ে রওজা আতহারের সামনে দন্ডায়মান হয়ে এই কবিতাখানা পাঠ করবেন। হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা

www.smfoundationbd.com

উজার করে তা আবৃত্তি করবেন। প্রেমের এক অনন্য নযীর স্থাপন করবেন এই কবিতার ভক্তিপূর্ণ আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। অবশেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি পথ চলতে শুরু করলেন।

এদিকে মক্কার তৎকালীন শাসনকর্তা স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন, স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেন, আব্দুর রহমান জামীকে মদীনায় আসতে দিও না। যে কোন উপায়ে তাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বারণ কর।

পরদিন সকালে আল্লামা জামী (রহ.) কে খোঁজে বের করার জন্য মক্কার শাসনকর্তা লোক পাঠালেন। লোকদের তিনি বলে দিলেন, তোমরা তাকে খোঁজে পেলে মদীনায় যেতে নিষেধ করবে। কিছুতেই মদীনায় ঢুকতে দিবে না। বলবে, মক্কার শাসক আপনাকে মদীনায় প্রবেশ করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন।

অনেক খোঁজা খোঁজির পর লোকজন আল্লামা জামীর সাথে সাক্ষাত করল। তারা তাকে মক্কার শাসনকর্তার নিষেধাজ্ঞার কথা জানাল। এ কথা শুনে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে গেল। ভাবলেন, তাহলে কি আমার আশা পূর্ণ হবে না! এতদিনের লালিত স্বপ্ন কি আজ ধুলোয় মিশে যাবে? আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে, মক্কার শাসক আমাকে মদীনায় যেতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন? বারণ করেছেন মদীনায় প্রবেশ করতে?

আল্লামা জামী (রহ.) লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা! আমার উপর কেন এই নিষেধাজ্ঞা? তা কি আপনারা জানেন?

তারা বলল, আমাদেরকে এর কারণ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। শুধু নিষেধাজ্ঞা শুনিয়ে দেয়ার জন্য আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

আল্লামা জামী (রহ.) বললেন, ঠিক আছে। আপনারা এখন যেতে পারেন। আমি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার চেষ্টা করব। লোকজন চলে গেল।

রাসূল প্রেমিক এই বুযুর্গ অনেক চিন্তাভাবনা করলেন। আলোচ্য নিষেধাজ্ঞার কারণ কি? তা বের করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালালেন।

www.smfoundationbd.com

কিন্তু কিছুই বের করতে সক্ষম হলেন না। তিনি এখন সীমাহীন অস্থিরতায় ভুগছেন। কোন কিছুই ভাল লাগছে না তাঁর। মনে মনে চিন্তা করলেন, এটা কতবড় দুঃখজনক কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেশে এসে, তার রওজা না দেখেই ফিরে চলে যাব? তার প্রতি সালাম পেশ না করেই আপন নীড়ে প্রত্যাবর্তন করব। কেন আমাকে মক্কার শাসক বারণ করল! কি অন্যায় করেছি আমি! এসব ভাবতে ভাবতে তার পেরেশানীর মাত্রা ক্রমান্বয়ে আরও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তিনি নিষেধাজ্ঞার কারণে শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সে মনোভাব পাল্টে গেল। কারণ যার হৃদয়ের সমস্ত অংশ রাসূলের প্রেম-ভালবাসায় ভরপুর, যিনি রাসূলের মহব্বতে আপন জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত, তিনি কেমন করে রাসূলের রওজায় না গিয়ে থাকতে পারেন। কিভাবে তিনি ভক্তিপূর্ণ সালাম পেশ না করে শান্তি পাবেন। না, তা কিছুতেই হতে পারে না। শত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে হলেও তাকে মদীনায় যেতে হবে। এতে জেল-জুলুম যাই ভাগ্যে জুটুক না কেন, তা অম্লান বদনে সহ্য করতে হবে। অন্যথায় তার অশান্ত মন শান্ত হবে না।

এবার তিনি কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে অতি সংগোপনে একাকী মদীনার পথে রওয়ানা দিলেন। পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট অতিক্রম করে অতি কষ্টে সামনে এগিয়ে চললেন।

এদিকে মক্কার শাসনকর্তা আবারও স্বপ্নে দেখলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বলছেন, জামী কিন্তু তোমার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে চলছে। তুমি তাকে কঠোরভাবে বাধা দাও।

এবার মক্কার শাসক কালবিলম্ব না করে দু'জন লোক পাঠিয়ে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন এবং কয়েদখানায় আবদ্ধ করে রাখেন। সুতরাং এখন থেকে আল্লামা জামী (রহ.) এর বন্দী জীবন শুরু হল।

তৃতীয় বার আমীরে মক্কা স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন, রাসূলে

www.smfoundationbd.com

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেন, হে মক্কার শাসক! একি করলে তুমি? তুমি জামীকে জেলখানায় আবদ্ধ করেছ! অথচ সে তো এমন কোন অপরাধ করেনি যে, তুমি তাকে কয়েদখানায় বন্দী রেখে কষ্ট দিতে পার। আমি তো তোমাকে এমনটি করতে বলিনি। আমি বলেছিলাম, তাকে মদীনায় আসতে বারণ কর। আর তুমি কিনা তাকে বন্দী করলে! কয়েদখানায় আবদ্ধ করে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য করলে?

মনযোগ সহকারে কান পেতে শুন। আল্লামা জামী আমার আশেক। তার হৃদয় আমার প্রেম-ভালবাসায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আমাকে ছাড়া সে কিছুই বুঝে না। আমি ব্যতিত তার জীবন যেন অর্থহীন, অসম্পূর্ণ। শয়নে-স্বপনে সে কেবল আমাকে নিয়েই মগ্ন থাকে। আমিই যেন তার সব কিছু।

শুন, আমার প্রেমে আত্মহারা হয়ে সে একটি কবিতা রচনা করেছে। প্রতিদিন বড় আবেগের সাথে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে এ কবিতাখানা সে পাঠ করে। এবার মনস্থ করেছিল, আমার রওযার পাশে এসে কবিতাখানা আবৃত্তি করবে। সরাসরি আমাকে পাঠ করে শুনাবে। সে যদি এ সুযোগ পেয়ে যায় এবং বাস্তবিকই এ কবিতাখানা আমার কবরের পাশে এসে করুণ কণ্ঠে পরিবেশন করতে শুরু করে, তাহলে তার সাথে মুসাফাহা করার জন্য অবশ্যই আমাকে হাত বের করে দিতে হবে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বুকে ফেতনা ও বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। এ ফেতনা থেকে জগতবাসীকে বাঁচানোর জন্যই আমি তোমাকে বলেছিলাম, তাকে মদীনায় আসতে বাধা দাও। আর তুমি কিনা আমার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তাকে বন্দীত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য করলে! এটা কতবড় আফসোস ও দুঃখজনক কথা!!

স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে মক্কার শাসকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দ্রুত কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে জেলখানায় পৌছে আল্লামা জামী (র.) কে জেল থেকে মুক্ত করে বাইরে নিয়ে আসেন এবং এ অপ্রত্যাশিত ভুলের জন্য করজোর ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারপর তাকে স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে বিদায় দেন।

www.smfoundationbd.com

ফার্সী ভাষায় রচিত এক কবিতাখানার কয়েকটি পংক্তির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ-

হে নবী! যার মুখের থুথুও তৃপ্তিদায়ক, আপনি জাগ্রত হোন, যেমন জাগ্রত হয় নার্গিস ফুল তার বিভোর নিদ্রা থেকে। ইয়ামানী চাদর খুলে চেহারা মুবারক বের করে দিন। কারণ আপনার মুখচ্ছবি হচ্ছে জীবন সকাল-নবজীবনের সূচনা।

প্রিয় পাঠক! রাসূল প্রেম ঈমানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অকৃত্রিম মুহাব্বত প্রদর্শন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কখনও প্রকৃত মুমেন হতে পারবে না যতক্ষণ আমার মুহাব্বত ও ভালবাসা তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও পৃথিবীর সমস্ত মানুষ থেকে বেশী না হবে। (বুখারী)

হযরত আলী (রা.)কে কেহ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আপনার কতটুকু মহব্বত ছিল? জবাবে তিনি বললেন, কসম খোদার, আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জান-মাল, আওলাদ-ফরজন্দ, মাতা-পিতা এবং ভীষণ পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও অধিকতর প্রিয় ছিলেন।

একদা হযরত উমর (রা.) বললেন, হুজুর! আপনি আমার নিকট নিজের জান ছাড়া অন্যান্য সকল বস্তু থেকে অধিকতর প্রিয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তি মুমেন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জানের চাইতেও আমাকে বেশী মুহাব্বত না করবে। হযরত উমর (রা.) বললেন, হুজুর! আপনি আমার জানের চেয়েও অধিকতর প্রিয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মাত্র তুমি কামেল ঈমানদার হলে।

জনৈক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললেন, হুজুর! কেয়ামত কবে হবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের জন্য কি পাথেয় সংগ্রহ করেছ যে,

www.smfoundationbd.com

উহার জন্য অপেক্ষা করছ? সাহাবী বললেন, নামায, রোযা, ছদকা-খয়রাত অনেক কিছু আমি জমা করতে পারিনি বটে। তবে আল্লাহও রাসূলের মহব্বত আমার অন্তরে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাকে তুমি ভালবাস কিয়ামতের দিন তুমি তার সঙ্গে থাকবে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলের প্রতি ভালবাসার মানে কেবল মাহফিলের পর মাহফিল করা নয়, ফাতেহার পর ফাতেহা নয়, বরং রাসূলের প্রতি মুহাব্বত মানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার আদর্শকে অনুসরণ করা। তার সুন্নতগুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার সুন্নতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুকরণ-অনুসরণ কর। এতে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ তাআলা মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা .....)

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রকৃত ভালবাসা ও মুহব্বত নসীব করুন। আমীন। ❑

-জাফরুল মুহাসসিলিন।

www.smfoundationbd.com

একটি বিস্ময়কর ফায়সালা

দুই ব্যক্তি। পাশাপাশি হাটছে। উভয়েই একে অপরের সফর সঙ্গী। দীর্ঘক্ষণ চলতে চলতে সীমাহীন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষিধেও পেয়েছে প্রচুর। সুতরাং আর পথ চলা নয়। এবার খানিক বিশ্রাম ও খাওয়া নাওয়ার পালা।

দু'জনে খেতে বসেছে। প্লেটে মোট আটখানা রুটি। পাঁচটি একজনের। তিনটি অপরজনের। এখনই তারা খাওয়া শুরু করবে। এমন সময় পাশের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তাদের পরিচিত আরেকজন। সৌজন্যের খাতিরে তাকেও ডেকে খানায় শরীক করল।

তিনজনে মিলে আটটি রুটি খেল। তৃতীয় ব্যক্তি তাদের শুকরিয়া আদায় করল। অতঃপর বিদায়ের প্রাক্কালে পকেট থেকে আটটি টাকা বের করে দুজনের সামনে রেখে বলল, আপনাদের দু'জনের ভাগ থেকে যে রুটি আমি খেয়েছি, তার বিনিময়ে এ টাকা কয়টি দিলাম। আপনারা তা ভাগাভাগি করে নিবেন। এ বলে সে চলে গেল।

এবার তারা প্রাপ্য টাকা বন্টন করতে বসল। পাঁচ রুটিওয়ালা আগেই ভাগ ঠিক করে বলল, ভাই! ভাগতো অতি সহজ। আমার রুটি ছিল পাঁচটি, তাই আমি পাব পাঁচ টাকা। আর তোমার যেহেতু রুটি ছিল তিনটি, তাই তুমি পাবে তিন টাকা। তিন রুটি ওয়ালা এ বন্টন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল। সে বলল, না তা হবে না। হতেও পারে না। কারণ যদি এ রুটিগুলো শুধু আমরাই খেতাম, তাহলে সমান সমানই খেতাম। আর সে এ টাকাগুলো দিয়েছে আমাদের দু'জনকে সমান লক্ষ্য করেই। সুতরাং আমার চার টাকা তোমার চার টাকা।

পাঁচ রুটিওয়ালা এ প্রস্তাব মানতে রাযী হল না। তিন রুটিওয়ালাও তার পূর্বের কথায় অটল। এর বিকল্প কোন প্রস্তাবই সে মানবে না বলে পরিস্কার জানিয়ে দিল। ইতিমধ্যে তাদের উচ্চবাচ্যে বহু লোকজন এসে জড়ো হল। তারা সবাই মিলে একে একে দু'জনকেই মানাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোন কাজ হল না। উভয়েই আপন সিদ্ধান্তে অনড়।

www.smfoundationbd.com

কেউ মত পরিবর্তন করতে সম্মত হল না। অবশেষে লোকজন বলল, ঠিক আছে, তোমরা যখন আমাদের কথা শুনলে না, সুতরাং এবার আমীরুল মুমেনীনের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তোমাদের আর কোন উপায় নেই।

হযরত আলী (রা.) এর দরবার। কক্ষে অখন্ড নীরবতা। বিচারের আসন অলংকৃত করে আছেন স্বয়ং খলীফাতুল মুসলেমীন। তার চেহারায় গাম্ভীর্যতার সুস্পষ্ট ছাপ। রুটিওয়ালারা দুজন দু'দিকে উপবিষ্ট।

এক পর্যায়ে বিচার প্রার্থীরা নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করল। সবকিছু শুনে হযরত আলী (রা.) খানিক ভাবলেন। তারপর তিন রুটিওয়ালাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার সঙ্গী তোমাকে তিন টাকা দিতে চায়। তুমি তাই নিয়ে নাও। এতেই তোমার জিত। এতেই তোমার মঙ্গল। কারণ তোমার তুলনায় তার রুটি ছিল বেশী।

খলীফার কথা শুনে তিন রুটিওয়ালা ভীষণ ক্ষেপে উঠল। সে গোস্বা ভরে বলল, হুজুর! তিন টাকা নিলে তো আগেই নিতে পারতাম। আপনার দরবারে এসে আমার লাভটা হল কি? এরকম হলে তো আপনার পর্যন্ত আসার প্রয়োজন ছিল না। যাহোক, আমি আপনার নিকট অন্য কিছু চাই না। চাই শুধু আপনার ইনসাফী ফায়সালা।

তার কথায় হযরত আলী (রা.) রেগে না গিয়ে নম্রস্বরে বললেন, ভাই! এবার তুমি সুন্দর কথা বলেছ। পূর্বে আমি আপোষের কথা বলেছিলাম। এবার যখন তুমি ইনসাফী বিচার প্রার্থনা করেছ তাহলে শুন-

এ বলে তিনি একটু থেমে আবার শুরু করলেন। বললেন, ইনসাফী বিচার মতে তোমার সাথী পাবে সাত টাকা আর তুমি পাবে মাত্র এক টাকা। সুতরাং এবার তোমাকে এক টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

নতুন ফায়সালা শুনে তিন রুটিওয়ালা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। মনে মনে বলল, এর নাম কি ইনসাফী বিচার? এর নামই কি সুশাসন প্রতিষ্ঠা? খানিকপর সে রাগ সংবরণ করে বিস্মিত কণ্ঠে খলীফাকে সম্বোধন করে বলল-

www.smfoundationbd.com

হযরত! এ কি বলছেন আপনি! সে আমাকে তিন টাকা দিতে চায় আমি নিতে চাইনি। আপনিও অনুরোধ করেছেন তিন টাকা নিতে। তাতেও আমি সম্মত হইনি। আর এখন আপনি বলছেন, আমাকে এক টাকা নিতে। এটা কি করে সম্ভব?

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আলী (রা.) একটু নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, তিন টাকার কথা ছিল আপোষ-মিমাংসার কথা। কিন্তু তুমি তো আপোষ-মিমাংসায় যেতে রাযী নও। তুমি চাও ইনসাফ। তুমি চাও সুবিচার। আর ইনসাফ ও সুবিচারের দৃষ্টিতে তুমি এক টাকার বেশী কিছুতেই পেতে পার না। যদি বল কিভাবে? তাহলে আমি একবার নয় একশ বার বুঝিয়ে দিতেও রাযী আছি।

আলী (রা.) এর দৃঢ়তায় লোকটি নরম হয়ে এল। এবার সে তার গলার স্বর নীচু করে ভদ্রতার সাথে বলল, হযরত! অনুগ্রহ করে আমাকে বুঝিয়ে দিন, কিভাবে আমি এক টাকা পাওয়ার যোগ্য। যদি বুঝাতে পারেন, তবে আমি এক টাকাই নেব। এর বেশী দাবী করব না।

হযরত আলী (রা.) আপন ফায়সালার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বললেন- সর্বমোট রুটি ছিল আটটি। খেয়েছ তোমরা তিনজন। প্রত্যেকটি রুটি ভাগ করলে তাতে মোট চব্বিশ টুকরো রুটি হয়।

তোমার রুটি ছিল তিনটি। তিন রুটির প্রত্যেকটির তিনভাগ করলে টুকরো হয় মোট নয়টি। আর তোমার সঙ্গীর রুটি ছিল পাঁচটি। পাঁচ রুটির প্রত্যেকটির তিন ভাগ করলে টুকরো হয় মোট পনেরটি।

কে কম খেয়েছে, কে বেশী খেয়েছে, সম্মিলিত খাওয়ায় এ তারতম্য করা হয় না। সুতরাং ধরা হবে যে, তোমরা প্রত্যেকেই সমান খেয়েছ। অর্থাৎ চব্বিশ টুকরো রুটি থেকে প্রত্যেকেই আট টুকরো করে খেয়েছ।

এবার লক্ষ্য কর। তোমার রুটি ছিল নয় টুকরো। তন্মধ্যে তুমি নিজেই খেয়ে নিয়েছ আট টুকরো। বাকী থাকল এক টুকরো। সুতরাং আগন্তুক তৃতীয় ব্যক্তি তোমার ভাগ থেকে কেবল এক টুকরো রুটিই খেয়েছে।

www.smfoundationbd.com

অপরদিকে তোমার সাথীর ছিল পনের টুকরো। তন্মধ্যে সে নিজে খেয়েছে আট টুকরো। বাকী রইল সাত টুকরো। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি তার ভাগ থেকে খেয়েছে সাত টুকরো।

লোকটি আট টুকরোর বিনিময়ে আট টাকা দিয়েছে। সুতরাং একথা খুবই পরিষ্কার যে, সাত টুকরোর বিনিময়ে তোমার সাথী পাবে সাত টাকা, আর এক টুকরোর বিনিময়ে তুমি পাবে এক টাকা।

ফায়সালার চমৎকার বিশ্লেষণ শুনে শুধু তিন রুটিওয়ালাই নয়। উপস্থিত সকলেই হতভম্ব হয়ে গেল। সকলেই খলীফার প্রখর বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করল। অবশেষে তিন রুটিওয়ালা বলতে বাধ্য হল- হ্যাঁ, আমি এক টাকাই পাওয়ার উপযুক্ত। এর বেশী নয়। খামাখা না বুঝে এতক্ষণ পাগলের মত প্রলাপ বকলাম। এতটুকু বলে মনে মনে খলীফাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক টাকা নিয়েই দরবার থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রিয় পাঠক, আলোচ্য ঘটনায় হযরত আলী (রা.) এর জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্ময়কর বিচার বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে হযরত সাহাবায়ে কেরামের পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❑

(সূত্র ঃ তারীখে খুলাফা)

www.smfoundationbd.com

সম্পদের প্রতি ভালবাসা

বহু দিন পূর্বের কথা।

ইরানের এক রাজার ছিল বিশাল রাষ্ট্রীয় কোষাগার। মহামূল্যবান মনি-মুক্তা ও হীরা জহরতে তা ছিল পরিপূর্ণ। রাজার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। মহত্ত্ব, উদারতা, নম্রতা, ভদ্রতা ও আকর্ষণীয় অমায়িক ব্যবহারের কারণে রাজা তার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, এসব গুণাবলীর কারণে তিনি ছিলেন সকলেরই প্রিয়ভাজন ব্যক্তি।

প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু। পথ প্রদর্শক ও পরিচালক ছিলেন তিনিই। তার পরামর্শ ছাড়া রাজা কোন কাজ করতেন না। এমনকি অতি সাধারণ ব্যাপার নিয়েও তার সাথে আলোচনা করতেন। কোথাও সফরে গেলে সাথে করে তাকে অবশ্যই নিয়ে যেতেন।

রত্নাগারের চাবি ছিল মোট দুটি। একটি চাবি রাজা সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন। আর বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ হওয়ার সুবাদে দ্বিতীয় চাবিটি প্রধানমন্ত্রীর হাতে রক্ষিত ছিল। এ দুই ব্যক্তি ছাড়া রত্নাগারে প্রবেশ করার অধিকার কারও জন্যেই ছিল না। নতুন কোন রত্ন রাখা কিংবা উঠানোর কাজটি কেবল প্রধানমন্ত্রী করতেন। রাজ প্রাসাদ ও প্রধানমন্ত্রীর খাস কামরার মধ্যভাগে ছিল রত্নাগারের অবস্থান। সংরক্ষিত এলাকা হওয়ার কারণে পূর্ব অনুমতি ব্যতিত সেখানে কেউ ঢুকতে পারত না।

একদিন অন্য এক রাজার কাছ থেকে বেশ কয়েকটি হীরক খন্ড উপহার হিসেবে এল। রাজা এগুলো স্বহস্তে নেড়েচেড়ে দেখলেন। খুবই ভাল লাগল তার। এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, মন্ত্রী মহোদয়! এ হীরক খন্ডগুলো খুবই উন্নতমানের। এগুলো রত্নাগারে রেখে আসুন। প্রধানমন্ত্রী রাজার নির্দেশ পালন করলেন। তিনি যথারীতি কাজ শেষে রত্নাগারের দরজা বন্ধ করে আপন প্রাসাদে চলে এলেন।

একমাত্র পুত্র ছাড়া রাজার আর কোন সন্তান ছিল না। সে ছিল সকলের আদরের ধন, স্নেহের পাত্র। সে-ই রাজার ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী। বর্তমানে সে পঁচিশ বছরের যুবক।

www.smfoundationbd.com

রাজা দীর্ঘদিন যাবত রাজত্ব করছেন। তিনি এখন জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনিত। যে কোন সময় পরপারে পাড়ি জমাতে পারেন। রাষ্ট্রীয় নিয়মানুসারে তার মৃত্যুর পর যুবরাজই হবে সিংহাসনের অধিকারী। কিন্তু যুবরাজের যেন তর সইছে না। কখন সে রাজা হয়ে প্রচন্ড প্রতাপে রাজ্য পরিচালনা করবে সেই চিন্তায় সর্বদা সে বিভোর থাকে। যত দিন যায় ততই তার অস্থিরতা বাড়তে থাকে। মনে মনে পিতার মৃত্যু কামনা করে। কারণ সিংহাসনে আরোহনের জন্য পিতাই একমাত্র বাধা।

এভাবে চলে গেল আরও কয়েক বছর। যুবরাজ এখন চরম অস্থিরতায় ভুগছে। কিছুই ভাল লাগছে না তার। স্বাভাবিকভাবে পিতার ইন্তেকাল হচ্ছে না বিধায় সে তাকে পথ থেকে সরানোর বিকল্প উপায় খুঁজতে থাকে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর শেষ পর্যন্ত জন্ম দাতা পিতাকে কৌশলে হত্যা করার নির্মম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রাজা ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। কয়দিন যাবত যুবরাজের চাল-চালন বড় ভাল ঠেকছিল না তার কাছে। তিনি সবকিছুই বুঝতে পারলেন। যুবরাজের সন্দেহজনক আচরণ দেখে তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ধরল। অশান্তির অনল তার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। মাঝে মাঝে ভাবেন, ছেলেকে আমি কত আদর যত্ন করে বড় করেছি। কতই না ভালবাসি তাকে আমি। অথচ আজ আমিই তার পথের কাটা হলাম? আমিই তার চক্ষূশূলে পরিণত হলাম। আমাকে হত্যার জন্য সে ফন্দি আটছে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। হায় আফসোস! এমন অকৃতজ্ঞ সন্তান না হওয়াই ভাল ছিল।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে রাজার অন্তঃকরণ দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস। তিনি আবারও ভাবতে থাকেন-

আমার মৃত্যুর পর সবকিছুরই মালিক হবে পুত্র। তার তো দ্বিতীয় কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। তাকে কোন নির্বাচনেও অংশ নিতে হবে না। সুতরাং জয়-পরাজয়ের আশংকাও এখানে অবান্তর। তবুও কেন পুত্রের

www.smfoundationbd.com

এ অস্থিরতা? তবু কেন তার এত ব্যাকুলতা? রাজ্য লাভের লোভে প্রাণপ্রিয় ছেলে পিতা হত্যা করার ষড়যন্ত্র করবে এ কেমন আশ্চর্য কথা! অথচ কয়েকদিন পর এমনিতেই সবকিছুর অধিকারী হবে সে। মহা সমারোহে আরোহণ করবে রাজ সিংহাসনে।

তখন বিকেল ৪টা। রাজা যতই এসব কথা চিন্তা করছিলেন, ততই তার পেরেশানী বাড়ছিল। কোন কিছুতেই তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। অস্থিরতার কাল মেঘে ছেয়ে গেছে তার হৃদয় আকাশ। আপন মনের এলোমেলো অগোছালো অনেক অব্যক্ত জিজ্ঞাসার জবাব টেনে দুঃচিন্তার অথৈ সাগরে বারবার ডুবে যাচ্ছেন তিনি।

অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন রাজা এখন সম্পূর্ণ নির্বাক, নিস্তব্ধ। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কোন কিছুই ভেবে শেষ করতে পারছেন না। আয়ত্ত করতে পারছেন না ভিতরের ব্যক্তিটারে। মনের অজান্তেই হারিয়ে ফেলছেন চিন্তা–ভাবনা। বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন ছেলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থির করতে। বিবেকের দংশনে তিনি এখন ক্ষত-বিক্ষত, জর্জরিত।

রাজা ছিলেন প্রচন্ড সম্পদ লোভী। সম্পদের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা তার অন্তরে গেঁথে বসেছিল। হীরা-মনি-মুক্তা, অর্থ-কড়ি ইত্যাদি ছাড়া তিনি যেন কিছুই বুঝতেন না। রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে যতই তিনি মহামূল্যবান বিভিন্ন অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ করতে পারতেন তার খুশির মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেত। অত্যধিক পরিমানে সম্পদ অর্জনের এক প্রবল মোহ সর্বদাই তাকে ঘিরে রাখত। যার ফলে একমাত্র পুত্রটিকে পর্যন্ত যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে তুলতে পারেননি। পারেননি তাকে সৎ, আদর্শ ও চরিত্রবান সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে।

এ মুহূর্তে রাজা এখন সম্পূর্ণ অন্য রকম। উদাস হৃদয় থেকে বারবার বেরিয়ে আসছে দীর্ঘ নিঃশ্বাস। শোয়া-বসা কোন অবস্থাই ভাল লাগছে না তার। এমতাবস্থায় হঠাৎ মনে হল, রত্নাগারে ঢুকে হীরা-মুক্তার সৌন্দর্য অবলোকন করলে হয়ত তার দুঃখের ভার কিছুটা লাঘব হবে। অশান্ত মন কিছুটা শান্ত হবে।

তিনি রত্নাগারের গোপন কামরায় প্রবেশ করলেন। কারুকার্য খচিত মনমুগ্ধকর বিভিন্ন মনি-মুক্তা দেখতে দেখতে কোষাগারের অনেক

www.smfoundationbd.com

ভিতরে চলে গেলেন। এতে তার মনের অশান্তিটা সাময়িকের জন্য হালকা হল বটে, কিন্তু আজকের এই আকস্মিক পদক্ষেপই যে তার জন্য মৃত্যুর ফাঁদ হয়ে দেখা দেবে, তা কে জানত? কে জানত, মনিমুক্তা, হীরা জহরত আর ধন-সম্পদের প্রতি অপসিরীম ভালবাসাই তাকে নির্মম মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে?

এদিকে প্রধানমন্ত্রী কোন এক বিশেষ প্রয়োজনে কোষাগারের সামনে দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কোষাগারের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে ভারী আশ্চর্য হলেন। ভাবলেন, হায়! কি আত্মঘাতী ভুল করেছিলাম আমি। উপহার হিসেবে প্রাপ্ত হীরক খন্ডটি কয়েকঘন্টা পূর্বে কোষাগারে রেখে দরজা তালাবদ্ধ না করেই চলে এসেছিলাম। যাক ভাগ্য ভাল। যদি রাজা তা দেখে ফেলতেন, তাহলে আর রক্ষে ছিল না। মৃত্যুদন্ডই হত আমার একমাত্র শাস্তি।

এসব ভাবতে ভাবতে প্রধানমন্ত্রী দরজা তালাবদ্ধ করলেন। ভাল করে লাগল কিনা তা আবার পরীক্ষা করলেন। অতঃপর এবারের যাত্রায় কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছেন বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে করতে আপন কাজে চলে গেলেন। শুধু তাই নয়, এত বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন বলে বেশ কিছু অর্থ গরীব মিসকীনকে দান করারও মান্নত করলেন।

ইতিমধ্যে রাজার কোষাগার দেখা শেষ হয়েছে। এবার ফিরার পালা। তিনি এক পা, দুপা করে ধীর পদে সদর গেইটের দিকে এগুতে লাগলেন। একপর্যায়ে সদর ফটকে এসে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। দেখলেন, সদর ফটক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। বাইরে থেকে তালা ঝুলানো। তার হাতে চাবি আছে। কিন্তু ভিতর থেকে খোলার মত কোন সুবিধা নেই। এ অপ্রত্যাশিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তার হৃদয়-মন এক অজানা আশংকায় কাঁপতে শুরু করল।

নিরাপত্তার স্বার্থে কোষাগারের প্রাচীর বেশ শক্ত ও পুরু করে তৈরী করা হয়েছিল। সদর ফটকও ছিল লৌহ দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী। যা একজন নিরস্ত্র মানুষের পক্ষে কিছুতেই ভাঙ্গা সম্ভব নয়। সময় তার আপন

www.smfoundationbd.com

গতিতে বেয়ে চলছে। রাজা এ বন্দিদশা থেকে বের হওয়ার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা চালাচ্ছেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই তার সফল হচ্ছে না। কখনও তিনি চিৎকার করে লোকদের ডাকছেন, কখনও প্রচন্ড জোড়ে ফটকে লাথি মারছেন, কখনও বা অব্যাহতগতিতে করাঘাত করে চলছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন। বাইরে থেকে কেউ তার আওয়াজ শুনতে পেল না। আর শুনবেই বা কেমন করে? এ এলাকার ত্রিসীমানায় এক প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ তো আসে না। আসার সাহসও পায় না। কারণ এখানে আসা একে তো সরকারী নিষেধাজ্ঞা, আবার অপরদিকে কেউ সন্দেহ করে বসে কিনা এই ভয়। সুতরাং অবরুদ্ধ রাজার হৈ-হৈল্লোর, লম্ফ-ঝম্ফ সব বিফলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কোষাগারে আলো-বাতাস আসার জন্য স্থানে স্থানে কাঁচ লাগানো ছিল। কিন্তু এগুলো ছিল বেশ উঁচুতে। সে পর্যন্ত উঠার জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই কোষাগারে ছিল না। সুতরাং এসব কাঁচ ঘেরা ফাঁক-ফোকরও রাজার কোন কাজে এল না।

সেই বিকেল থেকে রাজপ্রাসাদের কোথাও রাজাকে দেখা গেল না। তার পরের দিনও তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। রাজাকে না পেয়ে প্রধানমন্ত্রী অস্থির, বেকারার। কি করবেন তিনি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

এমন সময় প্রধানমন্ত্রী যুবরাজকে বিষয়টি অবহিত করলেন। শেষ পর্যন্ত দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন, রাজার নিখোঁজ সংবাদ সিংহাসন ও রাজ পরিবারের জন্য বিব্রতকর হবে। সুতরাং আপাতত ব্যাপারটি গোপন রেখেই অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যেতে হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ চলল। সম্ভাব্য সকল স্থানেই তারা খোঁজ নিলেন। প্রধানমন্ত্রী যুবরাজকে নিয়ে কোষাগারেও গিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বের মতই দরজা বন্ধ থাকায় তারা ভিতরে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। এভাবে চলে গেল এক সপ্তাহ।

সপ্তাহান্তে শুরু হল পূর্ণ তদন্তের কাজ। জনগণের সহযোগীতা লাভের জন্য রাজার রহস্যময় অন্তর্ধানের কথা বারবার প্রচার হল। যুবরাজের আশংকা হল, রাজার অন্তর্ধান কিংবা হত্যার ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করা হতে পারে। তাই সন্দেহ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে তিনি

www.smfoundationbd.com

রাজ্যের প্রতি ইঞ্চি জায়গা তন্নতন্ন করে অনুসন্ধানের জন্য সকলকে কঠোর নির্দেশ দিলেন।

রাজ্যের সর্বত্র রাজাকে খোঁজা হল। আশে-পাশের রাষ্ট্রগুলোতেও অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু কোথাও তার হদিস মিলল না। এমনকি কোথাও থাকার সামান্যতম আভাসও পাওয়া গেল না।

রাজা নিখোঁজ হওয়ার আজ একমাস পূর্ণ হল। মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শক্রমে যুবরাজকে অস্থায়ীভাবে রাজার সিংহাসনে বসানো হল। রাজ্যের সকল স্থানে এ মর্মে ঘোষণা করা হল যে, রাষ্ট্রের যাবতীয় আইনগত হুকুম রাজার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে যুবরাজের নামেই জারী হবে।

সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণের পর যুবরাজ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সমস্ত রাজকার্য বুঝে নিলেন। উপরন্ত রাজা হওয়ার সুবাদে রাজকোষের একখানা নতুন চাবিও তিনি হস্তগত করলেন।

একদিন যুবরাজ প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, মন্ত্রী মহোদয়! চলুন না রাজকোষটা একটু দেখে আসি। মন্ত্রী বললেন, চলুন। এ বলে তারা উভয়ে রাজকোষের প্রধান ফটকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রধানমন্ত্রী তার হাতে রক্ষিত চাবি দিয়ে তালা খুলে ফটক উন্মুক্ত করতেই দেখলেন, ফটকের নিকট রাজার মৃত গলিত শবদেহ পড়ে রয়েছে। তার স্বীয় বসনে রক্ত দিয়ে লেখা-

'মনি-মুক্তা, হীরা-জহরত আর ধন সম্পদের ভালবাসাই আমার মৃত্যুর কারণ। এরূপ ভালবাসা যেন অন্য কারও না হয়।'

রাজার নাকে মুখে তারা রক্তের দাগ পেলেন। বের হওয়ার জন্য চেষ্টা করার সময় দরজার সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগার কারণে হয়ত নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল। আর পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে সতর্ক করার জন্য সেই রক্ত দিয়েই তিনি উপরোক্ত কথাগুলো লিখে গেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা কি আখেরাত বাদ দিয়ে দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছ? (মনে রেখ) আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন নেহায়েতই তুচ্ছ। (সূরা তওবা ঃ ৩৮)

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে ধন-সম্পদ ও দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করে আখেরাতমুখী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❑

www.smfoundationbd.com

সম্পদ নয়, জ্ঞানই উত্তম

মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)। হযরত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী স্পষ্টভাষী ও উচ্চাঙ্গের ভাষা সাহিত্যিক। একজন সুবক্তা হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বীরত্ব-বাহাদুরী ও বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমি হলাম জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা।

তাঁর খ্যাতি ছিল দেশ-বিদেশে। যে একবার তাঁর কথা শুনত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। ভাবত, এত বিশাল জ্ঞান ভান্ডার কিভাবে তিনি অর্জন করলেন? এত জ্ঞানের কথা কে শেখাল তাকে?

কিন্তু সব মানুষ তো আর সমান নয়। যাদের হৃদয়টা হিংসার কালিমায় আচ্ছাদিত, যারা অপরের ভাল দেখতে পারে না, তারা আলী (রা.) এর এই সুনাম সহ্য করতে পারত না। তারা কৌতুক করে বলত, আলী আবার পন্ডিত হল কবে থেকে? সে তো গোটা জীবন মুহাম্মদের পিছনে ঘুরে বেরিয়েছে। মাঠে-ময়দানে যুদ্ধ করেছে। বড় জোড় সে একজন নামকরা যোদ্ধা হতে পারে। কিন্তু পন্ডিত হবে কি করে?

একদিন কয়েকজন হিংসুটে একত্রিত হল। পরামর্শ করল তারা। সিদ্ধান্ত নিল, আলীর পান্ডিত্যের পরীক্ষা আজই নিতে হবে। কিন্তু কিভাবে? আলোচনার মাধ্যমে তাও ঠিক হল-

তারা সবাই একত্রে আলী (রা.) এর দরবারে উপস্থিত হবে। নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাকে প্রশ্ন করবে। যদি তিনি প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেন তবে তো ভালই। আর যদি না পারেন, তাহলে বুঝা যাবে, তার জ্ঞানী হবার কথা সঠিক নয়। মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও গুজব মাত্র।

যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। শীর্ষস্থানীয় দশ পন্ডিত হযরত আলী (রা.) এর দরবারে উপস্থিত। দলনেতা সকলের সামনে। বাকীরা পিছনে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে। কক্ষে বিরাজ করছে এক অসীম নিরবতা।

www.smfoundationbd.com

এক সময় দলনেতাই নিরবতা ভাঙ্গল। বলল,

ঃ আমীরুল মুমেনীন! শুনেছি, আপনি একজন মহাপন্ডিত। অনেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। তাই বহু পথ অতিক্রম করে অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আশা করি আপনার প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যে আমাদের জ্ঞান তৃষ্ণা নিবৃত্ত হবে।

ঃ আমি মহাপন্ডিত নই। তবে আপনাদের বক্তব্য খুলে বলুন। শান্ত কণ্ঠে আলী (রা.) বললেন।

ঃ অনুমতি পেলে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।

ঃ এ সামান্য ব্যাপারে অনুমতি কি প্রয়োজন। বলুন, কি প্রশ্ন আপনাদের।

ঃ আমাদের প্রশ্ন হল, সম্পদ এবং জ্ঞান এ দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম এবং কেন?

ঃ ও সে কথা। শুনুন তাহলে .....।

হযরত আলী (রা.) কথা শেষ করতে পারলেন না। দলনেতা বাধা দিয়ে বলল, জনাব এ প্রশ্নের কেবল একটি জবাব দিলে চলবে না। আমরা মানুষ দশজন। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক জবাব দিয়ে জবাবের সংখ্যা অবশ্যই দশে পৌঁছাতে হবে।

দলনেতার কথা শুনে হযরত আলী (রা.) কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। ভাবলেন, একটি প্রশ্নের দশটি উত্তর দিতে হবে কেন? তবে কি তারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা দুরভিসন্ধি নিয়ে এখানে এসেছে? নাকি আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছে? সে যাই হোক, প্রশ্ন যেহেতু করেছে সেহেতু তার জবাব দেয়াই উত্তম। তিনি বললেন, আমি দশজনের জন্য দশটি জবাবই দিচ্ছি। আপনারা মনযোগের সাথে শুনুন।

উপস্থিত সকলেই এক দৃষ্টিতে হা করে তাকিয়ে আছে হযরত আলী (রা.) এর মুখপানে। জবাব শুনার জন্য সকলেই উদগ্রীব। কারো মুখে কোন কথা নেই। গোটা কক্ষ তখন নিরব।

খানিক পর। হযরত আলী (রা.) একটু নড়েচড়ে বসলেন। শুরু হল তার জবাবের পালা। সকলের বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি তারই প্রতি

www.smfoundationbd.com

নিবন্ধ। তিনি বললেন-

অনেক কারণেই জ্ঞান ধনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবে আপনারা দশ জনের জন্য আমি দশটি কারণই বলছি।

১। জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হল নবী রাসূলগণ। আর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ও মহামনীষীদের বিবেচনায় যা শ্রেষ্ঠ তা বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ হতে বাধ্য। নবী-রাসূলগণ জ্ঞান অর্জনের উপর জোর দিয়েছেন, সম্পদ অর্জনের উপর নয়। পক্ষান্তরে সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে সর্বাধিক উৎসাহিত করেছে ফেরআউন ও নমরুদের ন্যায় অভিশপ্ত লোকেরা। তারাই সম্পদের জয়গান গেয়েছে মৃত্যু পর্যন্ত। সে কারণেই সম্পদ অপেক্ষা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ।

২। সম্পদ পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু জ্ঞান পাহারা দিয়ে রাখতে হয় না। এমনকি আল্লাহ চাহেতো উহা মানুষকে নানাবিধ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

৩। সম্পদ মানুষের মাঝে হিংসার জন্ম দেয়। শত্রুতা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে জ্ঞান মানুষের মাঝে তৈরী করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। পরিণত করে পরস্পরকে অকৃত্রিম বন্ধুত্বে। সুতরাং সম্পদ নয়, জ্ঞানই উত্তম।

৪। জ্ঞান বিতরণে কখনও তা হ্রাস পায় না। বরং যতই বন্টন করা যায় ততই তা বৃদ্ধি পায়, প্রসারিত হয়। কিন্তু সম্পদ এর ঠিক উল্টো। অতএব সম্পদের চেয়ে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

৫। জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের মনে কোন কৃপণতা থাকে না। জ্ঞানী ব্যক্তিদের মন থাকে আকাশের মত উদার। কিন্তু সম্পদ মানুষকে কৃপণ হিসেবে গড়ে তোলে। সম্পদের প্রতি এক দুর্লভ মোহ সর্বদাই তাদের অন্তরে বিরাজ করে। সুতরাং সম্পদ অপেক্ষা জ্ঞান উত্তম।

৬। সম্পদ চুরি হয়, ডাকাতি হয়। কিন্তু জ্ঞান চুরি করা অসম্ভব। জোর করে কেউ তা কেড়েও নিতে পারে না। উহা লুণ্ঠিত হওয়ার কোন ভয় নেই। সকলের জন্যই উহা নিরাপদ সম্পদ। তাই ধন-সম্পদের তুলনায় জ্ঞান উত্তম।

৭। জ্ঞানের ক্ষয় নেই, লয় নেই। কোন দিন ধ্বংস হওয়ার ভয়

www.smfoundationbd.com

নেই। একবার অর্জন করলে কোন দিন তা আর নষ্ট হয় না। কিন্তু সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। আজ আছে, কাল নেই। তাই সম্পদের তুলনায় জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

৮। জ্ঞান অসীম; অনন্ত। এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কোন কিছু দিয়ে একে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু সম্পদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সহজেই এর আকার আয়তন ঠিক করা যায়। পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। তাই সম্পদ অপেক্ষা জ্ঞান উত্তম।

৯। জ্ঞান মানবাত্মাকে উজ্জ্বল করে। আলোকিত করে। কিন্তু সম্পদ অন্তরকে করে কলুষিত। সুতরাং সম্পদ নয়, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

১০। জ্ঞানের তুলনায় সম্পদ কোন মূল্যই রাখে না। কারণ জ্ঞানই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে জন্ম দিয়েছিল সততা, সত্যবাদিতা, খোদাভীরুতা ও মানবতার ন্যায় মহৎগুণগুলো। তিনি গড়ে উঠেছিলেন মানব দরদী হিসেবে। পক্ষান্তরে বিপুল সম্পদ আর সীমাহীন প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েও ফেরআউন, নমরুদ ও কারুণ মানব দরদী হতে পারেনি। পারেনি সবর-শোকর, দয়া-পরোপকার ও বিশ্বস্ততার ন্যায় মানবীয় গুণগুলো অর্জন করতে। বরং তারা হয়েছে কৃপণ, অহংকারী ও ধনলিপ্সু।

এতক্ষণ সকলেই হযরত আলী (রা.) এর প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব গ্রোগ্রাসে গিলছিল। তন্ময় হয়ে শুনছিল তার কথা। এক প্রশ্নের দশ জবাব শুনে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হল। বুঝল, হযরত আলী (রা.) সত্যিকার অর্থেই একজন পন্ডিত, জ্ঞানের সাধক। তার জ্ঞানের কোন তুলনা নেই।

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে সম্পদের উপর জ্ঞানকে প্রাধান্য দেয়ার তাওফীক নসীব করুন। আমীন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা কি আখেরাত বাদ দিয়ে দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছ? (মনে রেখ) আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন নেহায়েতই তুচ্ছ। (সূরা তওবা ঃ ৩৮) ❑

(মাসিক রহমত)

www.smfoundationbd.com

স্বামী ভক্তির অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত

যে সব ভাগ্যবতী নারী স্বামী ভক্তির পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত নারীদের জন্য আদর্শ হয়ে আছেন তাদের শীর্ষস্থানীয় হচ্ছেন হযরত রহীমা (আ.)। স্বামীর প্রতি তার অকৃত্রিম প্রেম, নযীরবিহীন ভালবাসা ও সীমাহীন মহব্বতের কারণে জগতের মানুষ আজও তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বীয় স্বামীর খেদমত করতে গিয়ে তিনি যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।

হযরত রহীমা ছিলেন হযরত আইয়ূব (আ.) এর প্রিয়তম সহধর্মীনী। বিশ্ব জাহানের শ্রষ্টা মহান আল্লাহ যখন পরীক্ষা স্বরূপ হযরত আইয়ূব (আ.)কে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত করলেন এবং তার দেহের গোশতগুলো পঁচে-গলে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলো তখন আত্মীয় স্বজন ও একান্ত ঘনিষ্ঠজনরা পর্যন্ত তার নিকট আসা যাওয়া বন্ধ করে দিল। শুধু তাই নয়, জীবনের এই চরম সংকটময় মুহূর্তে প্রাণপ্রিয় স্ত্রীগণ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু স্বামীর প্রতি অগাধ ভক্তি ও নিখাদ ভালবাসার কারণে এমন কঠিন সময়েও হযরত রহীমা (আ.) আপন স্বামীকে ছেড়ে চলে যাননি। বরং হৃদয়ে পুঞ্জিভূত সমস্ত প্রেম-ভালবাসা দিয়ে একনিষ্টভাবে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বামীর খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

আজ অনেকদিন হল হযরত রহীমা (আ.) পরম আন্তরিকতার সাথে হযরত আইয়ুব (আ.) এর সেবা-যত্ন করে যাচ্ছেন। তার সেবা-যত্নে হযরত আইয়ূব (আ.) অত্যন্ত খুশি। এজন্য প্রাণ খুলে তিনি স্ত্রী রহীমার জন্য খোদার নিকট দোয়া করেন। মনে মনে বলেন, 'হে দয়াময় খোদা! এই কঠিন বিপদে আপতিত হয়েও আমি তোমার উপর রাযী আছি। এতে বিন্দু মাত্রও নাখোশ নই আমি। আমার এই মারাত্মক রোগের কারণে সবাই আমাকে ঘৃণা করে চলে গেল। কেউ আমাকে দেখতেও আসে না। এমনকি খোঁজ খবরও নেয় না। অথচ রহীমা দিন রাত পাশে থেকে বিরামহীন ভাবে আমার খেদমত করে যাচ্ছে। হে

www.smfoundationbd.com

করুণাময়! তুমি রহীমাকে এর উত্তম বদলা দান কর।'

হযরত রহীমা (আ.) স্বামীর জন্য যে কোন কোরবানী দিতে তৈয়ার। এমনকি প্রিয়তমের জন্য যদি জানটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয় সেজন্যও সব সময় প্রস্তুত। যে কোন উপায়ে স্বামীর মন খুশী রাখাকেই তিনি জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

হযরত আইয়ুব (আ.) এর দেহ থেকে কখনও রক্ত ঝরে। কখনও পুঁজ গড়িয়ে পড়ে। কখনও বা তিনি রোগের প্রচন্ডতায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু বিবি রহীমা এজন্য কোন ক্লান্তি বা ঘৃণাবোধ করেন না। তিনি হাত দিয়েই শুধু নয়, মাঝে মধ্যে স্বীয় আঁচল দিয়ে স্বামী দেহের রক্ত-পুঁজগুলো মুছে দেন। পরম ভালবাসায় মাথায় হাত বুলিয়ে স্বামীকে জাগিয়ে তুলেন। বিভিন্ন কথা-বার্তা বলে স্বামীকে সান্তনা দেন। বিবি রহীমার এসব কর্মকান্ড দেখে হযরত আইয়ুব (আ.) আশ্চর্য হন। সীমাহীন বিস্মিত হয়ে তিনি ভাবেন, দেখলেই ঘৃণার উদ্রেক হয় এমন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পরও রহীমা আমাকে কত ভালবাসে! আমার জন্য তার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেম কত অপরিসীম! কত নিখাদ! হায়, জগতের সকল নারীই যদি আপন স্বামীকে এরূপ ভালবাসত!

হযরত রহীমার (আ.) নযীরবিহীন খেদমতের কারণে তার মর্যাদা দিন দিন খোদার দরবারে বাড়তে লাগল। অসীম মর্যাদায় ভূষিত হতে লাগলেন তিনি। কিন্তু মরদুদ শয়তানের নিকট ব্যাপারটি মোটেই পছন্দ হল না। ক্রমে যেন ইহা তার বরদাশতের বাইরে চলে গেল। তাই সে চিন্তা করল, যে কোন উপায়ে হোক, রহীমাকে স্বামীর খেদমত থেকে বঞ্চিত করতেই হবে।

ইবলিস তার হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য নানা প্রকার ফন্দি ও কুটকৌশল অবলম্বনে মগ্ন হল। বেশ কিছুদিন বিরতিহীন চেষ্টার পর সে একটি কৌশল আবিস্কার করতে সক্ষম হল।

এবার ইবলিসের খুশি দেখে কে? মনের মত কৌশল খুঁজে পাওয়ায় তার আনন্দ যেন আর ধরে না। সে এবার কালবিলম্ব না করে তার কৌশল বাস্তবায়নে মনোযোগী হল।

www.smfoundationbd.com

প্রথমে ইবলিস এক ধনাঢ্য গৃহবধূর সাথে দরবেশের বেশে সাক্ষাত করল। সেই গৃহবধূ ছিল পরমা সুন্দরী। তার রূপ যৌবন ছিল অতুলনীয়। কিন্তু চুলগুলো খুবই ছোট ও পাতলা হওয়ার কারণে তার দুঃখের অন্ত ছিল না।

বিভিন্ন কথাবার্তার মাধ্যমে ইবলিস গৃহবধূর হিতাকাংখী সাজল। বলল, তোমার কোন ভয় নেই। আমার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করলে অল্প দিনের মধ্যেই তোমার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যাবে।

ইবলিসের কথা শুনে গৃহবধূ খুব খুশি হল। বলল, হুজুর! বলুন কি পরামর্শ? আমি যে কোন মূল্যে আপনার পরামর্শ মেনে চলার চেষ্টা করবো।

ইবলিস বলল, এজন্য তোমাকে কষ্টকর কিছুই করতে হবে না। আজকে তোমাদের বাড়ীতে রহীমা নামের একটি মহিলা আসতে পারে। তার মাথার কেশরাজি যেমনি লম্বা তেমনি চমৎকার। তার মাথা থেকে যদি এক গোছা চুল কেটে রাখতে পার তাহলে উহা দিয়ে তোমাকে এমন তদবীর বাতলে দিব যদ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই তোমার মাথায় লম্বা, কাল ও ঘন চুল গজাবে। তখন দেখবে সকলেই তোমার চুলের ভূয়সী প্রশংসা করছে।

ইবলিসের কথা গণীমত মনে করে উক্ত গৃহবধূ হযরত রহীমার অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল।

স্বামী অসুস্থ থাকায় নিজেদের খাবারের ব্যবস্থা বিবি রহীমাকেই করতে হত। তাই প্রতিদিন তিনি কিছু সময়ের জন্য মহল্লায় চলে যেতেন এবং কোন বাড়ীতে কাজকর্ম করে সামান্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন।

অন্যান্য দিনের মত আজও তিনি কাজের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু সারাদিন খুঁজে কোন কাজ যোগাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরার পথে এক গৃহস্থের বাড়ীতে এসে কাজের বিনিময়ে খাবার চাইলেন। গৃহবধু বিবি রহীমার পরিচয় পেয়েই যারপর নাই খুশি। দরবেশের কথা মত লম্বা চুল ওয়ালী রহীমাকে পেয়ে সে আনন্দে আটখানা। ভাবল, বুযুর্গ দরবেশের কথাইতো সত্য

www.smfoundationbd.com

হল। সুতরাং তার কথা মত যখন মহিলাকে পেয়েছি তখন ক্রমান্বয়ে আমার মনোবাসনাও নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

মহিলা বিবি রহীমাকে বলল, আমি তোমাকে খাবার দিতে রাজী আছি। তবে তা কাজের বিনিময়ে নয়, চুলের বিনিময়ে।

ঃ মানে? বিবি রহীমা বলল।

ঃ মানে বুঝলে না? মানে হল, তোমার মাথা থেকে আমাকে এক গোছা চুল দিবে। তবেই কেবল তুমি খাবার পেতে পার। এছাড়া অন্য যে কোন উপায়ই দেখাও না কেন, কমপক্ষে আমার নিকট থেকে খাবারের আশা, করতে পারে না।

হযরত রহিমা (আ.) খানিক চিন্তা করলেন। ভাবলেন, আজ সারাদিন আমার কলিজার টুকরা স্বামী না খেয়ে আছেন। ক্ষুধার জ্বালায় না জানি কত কষ্ট করছেন। আবার এই পড়ন্ত বিকেলেও যদি তার নিকট খালি হাতে গিয়ে হাজির হই তাহলে তো তার কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। সীমাহীন কষ্ট হবে তার। সুতরাং তার জন্য আমাকে যে কোন মূল্যে খাবার সংগ্রহ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে খাবার খাইয়ে খুশি করতে না পারবো, ততক্ষণ আমার অশান্ত চিত্ত শান্ত হবে না।

এসব কথা চিন্তা করে বিবি রহীমা আপন চুলের বিনিময়েই খাবার নিতে সম্মত হলেন। বললেন-

ঃ বোন! আমার স্বামী আজ সারাদিন উপোস। তিনি অসুস্থ। হয়ত ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। সুতরাং শুধু চুল কেন আমার জীবনের বিনিময়েও যদি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে স্বামীর মুখে হাসি ফুটাতে পারি তাহলে নিজেকে আমি মহা সৌভাগ্যবতীদেরই একজন বলে মনে করব।

গৃহবধূ বিবি রহীমার স্বামী-প্রীতির কথা শুনে আশ্চর্য হল। ভাবল, স্বামীর জন্য স্ত্রীর এতবড় দরদ! এতবেশী ভালবাসা!! স্বামী তো আমারও আছে। কিন্তু আমি তো কোনদিন তার জন্য এত মহব্বত দেখাইনি। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আমিও কি পারব বিবির রহীমার মতো এমন ত্যাগ ও কুরবানীর নযীর পেশ করতে? পারব কি প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে?

www.smfoundationbd.com

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে গৃহবধুর চক্ষুগুলো অশ্রুসজল হয়ে উঠল। মনে মনে বলল, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, প্রেম, মহব্বত এমনই হওয়া উচিত। একে অপরের জন্য কষ্ট ত্যাগ কেন, জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত না থাকলে এ কেমন স্বামী- স্ত্রী? উভয়ে একে অপরের জন্য এমনই হওয়া চাই। রহীমার কথায় গৃহবধূর হৃদয় গলে গেল। সে তাকে বিনিময় ছাড়াই খাবার দিতে চাইল। কিন্তু পরক্ষণে শয়তানের প্ররোচনায় মন ঘুরে গেল। মনে মনে বলল, সে যাই হোক, আমার তো চুলের প্রয়োজন। তার এই চুলের উসিলাতেই আমার চুল লম্বা হবে, সুন্দর হবে। জীবনের একমাত্র আশা পূর্ণ হবে। অতৃপ্ত মন তৃপ্তিতে ভরে উঠবে। তখন কতই না আকর্ষনীয় দেখাবে আমাকে।

সে বিবি রহীমার নিকট পূর্বের প্রস্তাবই পুনরায় পেশ করল। বিবি রহীমা উপায়ন্তর না দেখে কেবল স্বামীর ভালবাসার খাতিরেই আপন চুলের বিনিময়ে খাবার সংগ্রহ করে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিল।

এদিকে ইবলিস গৃহবধূর কাছ থেকে চুলের গোছা সংগ্রহ করে অতি দ্রুত হযরত আইয়ুব (আ.) এর নিকট পৌছল। বলল বিনীত কণ্ঠে-

ঃ জনাব! রোগাক্রান্ত ও অভাবগ্রস্থ হলেও তো আপনি আল্লাহর নবী। সুতরাং হালাল-হারাম বিবেচনা করে খাবার খাওয়া আপনার জন্য উচিত নয় কি?

ঃ তা তো বটে। কিন্তু তুমি কি বলতে চাচ্ছ বুঝতে পারলাম না।

ঃ কি আর বলব। বলতেও লজ্জা লাগে। নবীর স্ত্রীর ব্যাপারে এমন কথা কিভাবে মুখে তুলি।

ঃ কি, কি হয়েছে? খুলে বল। নইলে আমি বুঝব কি করে?

ঃ আমার মুখ দিয়ে কথাগুলো বলা শোভা পাচ্ছে না। তারপরেও আপনার একজন হিতাকাংখী হিসেবে না বলে পারছি না।

ঃ তুমি নির্ভয়ে মনের কথা খুলে বল।

ঃ কথা হল, আজ ক'দিন যাবত আপনার স্ত্রী রহীমা সম্পূর্ণ অবৈধ পন্থায় খাবার সংগ্রহ করছেন। আর আপনার সরলতার সুযোগে এই খাবারই আপনাকে খাওয়াচ্ছেন।

www.smfoundationbd.com

ঃ বল কি তুমি? এটা কখনোই হতে পারে না। তুমি যতই বল, রহীমার ব্যাপারে এমন কথা কোন দিন আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না।

ঃ হযরত! কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। অভাবে পড়লে ভাল মানুষও খারাপ হয়ে যায়। আপনার স্ত্রীর বেলায়ও এমনটি হয়েছে। আপনি বিশ্বাস না করলে আমার নিকট রক্ষিত প্রমাণ পেশ করতেও আমি বাধ্য হব।

ঃ কই তোমার প্রমাণ?

ঃ প্রমাণ অবশ্যই আছে। এ বান্দা প্রমাণ ছাড়া কিছুই বলে না। তবে তার আগে ঘটনাটা একটু শুনে নিন।

ঃ বল, ঘটনা কি?

ঃ ঘটনা হল, বেশ কিছুদিন যাবত বিবি রহীমা চুরি করে আপনার জন্য খাবার সংগ্রহ করে আনে। আজ এক গৃহস্থের বাড়ী থেকে চুরি করে খাবার আনতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে যান। ফলে শাস্তি স্বরূপ তারা তার মাথার চুল কেটে রেখে দেয়।

একথা বলে ইবলিস একগোছা চুল বের করে হযরত আইয়ূব (আ.) এর সামনে পেশ করল। তিনি চুলগুলো দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি খুব ভাল করেই চিনতে পারলেন যে, এ চুল রহীমারই। সুতরাং দরবেশবেশী ইবলিসের কথা অবিশ্বাস করার মত কোন পথ তার নিকট খোলা রইল না। তিনি ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়লেন। সাথে সাথে স্ত্রী রহীমাকে ক্ষমার অযোগ্য অন্যায়ের কারণে একশত দুর্‌রা (বেত্রাঘাত) মারার শপথ করে বসলেন।

হযরত আইয়ুব (আ.) এর শপথ বাক্য শ্রবণে ইবলিস মহাখুশি। প্রিয়তম স্ত্রীর প্রতি নবীর ধারণা পাল্টে দিতে পারায় সে আনন্দে আত্মহারা। মনে মনে বলে, এতদিনে উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হল। বাকীটুকু হলেই আমি পরিপূর্ণ সাকসেস হব।

কিছুক্ষণ পর বিবি রহীমা বাড়ী ফিরলেন। অন্য দিনের তুলনায় বেশী খাবার সংগ্রহ করতে পারায় তিনি আজ মহাখুশি। কিন্তু বাড়ীতে ফিরে প্রিয়তম স্বামীর মলিন চেহারা ও বিষন্নতা দর্শনে সব আনন্দ মাটি

www.smfoundationbd.com

হয়ে গেল? তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ প্রেমাস্পদ আমার! আপনার চেহারা মলিন কেন? আপনাকে এত বিষন্ন দেখাচ্ছে কেন? আমার আসতে দেরী হওয়ায় বেশী কষ্ট হয়েছে বুঝি? কলিজার টুকরা আমার! আর আপনাকে কষ্ট দিব না। আগামীকাল থেকে অতি তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসব। আজকে সারাদিন খুঁজে কোন কাজ পাইনি বলে দেরী হয়ে গেল।

এতটুকু বলে বিবি রহীমা অন্যান্য দিনের মত আজও স্বামী দেহের রক্ত পুঁজ পরিস্কার করতে গেলেন। কিন্তু হযরত আইয়ূব (আ.) তাকে আপন শরীর স্পর্শ করতে নিষেধ করলেন। বললেন, তুমি কিছুতেই আমার দেহ ছুইতে পারবে না। আমি পঁচে গলে শেষ হয়ে যাব। তথাপি আর কোন দিন তোমার সেবা গ্রহণ করব না।

যে স্বামীকে এক মুহূর্ত না দেখলে রহীমার ভাল লাগে না। যাকে তিনি এত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। যার জন্য তিনি এত কষ্ট স্বীকার করেন তার মুখ থেকে এমন কথা শুনে বিবি রহীমা বিস্মিত হলেন। স্বামীর এরূপ উক্তি শ্রবণে তিনি দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কি করবেন তিনি, কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। এক সময় স্বামীর পায়ে পড়ে অবুঝ বালিকার ন্যায় অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

হযরত আইয়ুব (আ.) ইবলিসের নিকট থেকে শ্রবণ কৃত কল্পিত কাহিনী বিবি রহীমার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। বিবি রহীমা এ মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পিত কাহিনী শ্রবণ করে মুষড়ে পড়লেন। মনে হল, সমস্ত আকাশ যেনো তার উপর ভেঙ্গে পড়েছে। পর্বত পরিমাণ বোঝা যেন তার মাথায় চেপে বসেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার মুখ থেকে কোন কথাই বের হলো না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি বসে রইলেন। অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে আলোচ্য ঘটনাকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রকৃত ঘটনা স্বামীর নিকট বর্ণনা করলেন। কিন্তু হযরত আইয়ূব (আ.) সেদিকে খুব একটা কর্ণপাত করলেন না।

এবার কি করা যায় এ নিয়ে বিবি রহীমা দীর্ঘক্ষণ চিন্তা ভাবনা করলেন। শেষ পর্যন্ত দেখলেন, এ আকস্মিক বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ পাকই তাকে রক্ষা করতে পারেন। তাই খোদার দরবারে তিনি

www.smfoundationbd.com

দু'হাত তুলে দোয়া করলেন-

ওগো পরওয়ার দিগার! তুমি তো সবকিছুই জান। এ মহাসংকট থেকে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। হে দয়াময় খোদা! মেহেরবানী করে তুমি যে কোন উপায়ে আমাকে এ মসীবত থেকে উদ্ধার কর।

আল্লাহ পাক বিবি রহীমার প্রার্থনা কবুল করলেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে হযরত আইয়ূব (আ.) কে জানিয়ে দিলেন- রহীমা তার কথায় সত্যবাদী।

এ সংবাদে হযরত আইয়ূব (আ.) খুবই আনন্দিত হলেন এবং প্রিয়তম স্ত্রী রহীমাকে পূর্বের তুলনায় আরো অধিকতর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে নিলেন।

হযরত আইয়ূব (আ.) এর ব্যাধি ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কঠিন পরীক্ষা। তিনি এ পরীক্ষায় অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কৃতকার্য হলেন। আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে তার রোগ ভাল করে দিলেন। কিন্তু যেহেতু ইবলিসের প্ররোচনায় তিনি বিবি রহীমাকে একশ দুররা মারার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে ফেলেছিলেন, তাই সেটা পূর্ণ করাও ছিল তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং আল্লাহ তাআলাই এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দিয়ে ঘোষণা করলেন-

শত শলাযুক্ত একটি ঝাড়ু দিয়ে তার গায়ে মাত্র একবার স্পর্শ কর। এতেই তোমার শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আইয়ুব (আ.) তার শপথ পূর্ণ করলেন।

সম্মানিত মা ও বোনেরা! একটু চিন্তা করে দেখুন। স্বামী কঠিন ও ঘৃণ্যতম রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরও তার সেবা-শুশ্রুষা করে হযরত রহীমা (আ.) যে ধৈর্য, সহনশীলতা, ত্যাগ, সহমর্মিতা ও স্বামী ভক্তির অপূর্ব নযীর স্থাপন করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নয় কি? এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আপনারাও কি স্বামীর সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারেন না? আল্লাহ আপনাদের তৌফিক দিন। আমীন। যদি এ ঘটনা দ্বারা স্বামীর প্রতি আপনাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সেবা-যত্নের মনোভাব আগের চেয়ে কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পায় তাহলে আমি আমার শ্রমকে স্বার্থক বলে মনে করব। ❑

www.smfoundationbd.com

নতুন কাপড়ের জন্য জীবিত লোকেরাই বেশী উপযোগী

খলীফা হারুন অর রশীদ ছিলেন একজন পূণ্যবান বাদশাহ। তিনি ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৫ বছর বয়সে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রত্যহ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও তিনি দৈনিক ১০০ রাকাত নফল নামায পড়তেন। ২৩ বছরের রাজত্বে তিনি ৯ বার হজ্বব্রত পালন করেন এবং প্রতিবারেই যাবতীয় খরচ বহন করে ১০০ আলেমকে হজ্ব করান। নিষ্ঠা, সততা, ধর্মপরায়নতা ও উদারতা তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। অবশ্য রাজকীয় আড়ম্বর ও জাঁকজমকে পরিবেষ্টিত থাকার অসাধারণ মোহও তাঁর ছিল।

খলীফা হারুন অর রশীদের ছিল ষোল বছরের এক ছেলে। তাকওয়া-পরহেজগারী ও দ্বীনদারীতে সে ছিল অতুলনীয়। বুজুর্গানে দ্বীনের মজলিশে সে বেশী বেশী আসা যাওয়া করত এবং প্রায়ই কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলত-

হে কবরবাসীগণ! তোমরা একদিন এই দুনিয়ার মালিক ছিলে। তোমাদের কথায় কত মানুষ উঠা-বসা করত। কত সুস্বাদু খাবারই না তোমরা খেয়েছ। কত মূল্যবান পোষাক পরিধান করেছ। কত প্রভাব প্রতিপত্তিই না ছিল তোমাদের। কত বিশাল সহায় সম্পত্তির মালিক ছিলে তোমরা। কিন্তু আজ এগুলো কোথায়? দুনিয়া তোমাদের ধরে রাখতে পারেনি। তোমরা নির্জন কবরে পৌছে গিয়েছ। আফসোস! আমি যদি জানতাম তোমাদের কি অবস্থা হয়েছে এবং তোমরা কিরূপ প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হয়েছ। একথা বলে সে অধিকাংশ সময় একটি কবিতা আবৃত্তি করত। যার অর্থ নিম্নরূপঃ

"জানাযাসমূহ প্রতিদিন আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেয় এবং মুর্দার জন্য কান্না-কাটিকারিনী মেয়েদের কান্না আমাকে চিন্তাযুক্ত করে রাখে।"

www.smfoundationbd.com

একদিন এই ছেলে সাধারণ একটি কাপড় পরিধান করে মাথায় একটি লুঙ্গি বেঁধে বাদশাহর দরবারে হাজির হল। এতে উপস্থিত সভাসদগণ একথা বলে কানাঘুষা করতে লাগল যে, এই ছেলের চালচলন বাদশাহকে অন্যান্য রাজা-বাদশাহের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করেছে। খলিফা যদি ছেলেকে সতর্ক করে দিতেন তবে অবশ্যই সে এরূপ অশোভনীয় আচরণ থেকে বিরত থাকত। তাদের এ কানাঘুষা খলীফার কানে পৌঁছলে তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন, বেটা! বাদশাহের ছেলে হিসেবে তুমি একটু ভদ্র হয়ে চলাফেরা কর। তুমি তো আমাকে মানুষের সামনে লজ্জিত করছ। এরূপ করা তোমার জন্য মোটেও সমীচীন হচ্ছে না।

ছেলেটি পিতার কথার কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ নিকটে বসা একটি পাখিকে লক্ষ্য করে বলল, সেই জাতের কসম দিয়ে বলছি, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার হুকুমে আমার হাতে এসে বস। পাখিটি তৎক্ষণাত তার হাতে এসে বসল। আবার উড়ে গিয়ে আপন স্থানে বসার নির্দেশ দিলে পাখিটি তাই করল।

খলীফা হারুন অর রশীদ ছেলের কারামতী দেখে আশ্চর্য হলেন। ভাবলেন, আমার বাদশাহী তো কেবল মানুষের উপর চলে, আর আমার পুত্রের বাদশাহী পশু-পাখির উপরও চলে।

এবার ছেলেটি পিতাকে সম্বোধন করে বলল, আব্বাজান! আপনি যে দুনিয়াকে মহব্বত করেন তাই আমাকে বেইজ্জত করে রেখেছে। দুনিয়ার আরাম আয়েশ আর আভিজাত্যকে আমি মোটেও পছন্দ করি না। আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, আপনি অনুমতি দিলে আমি অনেক দূরে চলে যাব। একথা বলে সে এক জিল্‌দ কোরআন শরীফ ও তার মায়ের দেয়া একটি মূল্যবান আংটি সঙ্গে নিয়ে সোজা বসরা শহরে চলে গেল।

বসরা আসার পর সে কেবল শনিবার দিন কাজ করত এবং এক দিরহাম ও এক ষষ্ঠাংশ পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করত। এই সামান্য পয়সা খরচ করে সপ্তাহের বাকী দিনগুলো চলত এবং মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিত।

www.smfoundationbd.com

আবু আমের বসরী (র.) বলেন, আমার একটি ভাঙ্গা দেয়াল ছিল। উহা মেরামত করার জন্য আমি একজন রাজ মিস্ত্রি তালাশ করছিলাম। এমতাবস্থায় একজন লোক আমাকে বলল, এখানে একটি ছেলে থাকে। সেও রাজ মিস্ত্রির কাজ করে। আপনার ইচ্ছে হলে তাকে দিয়েও কাজ করাতে পারেন।

লোকটির কথা শুনে আমি ছেলেটিকে খুঁজতে শুরু করি। এক সময় পেয়েও যাই। দেখি সে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কালামে পাক তেলাওয়াত করছে। তিলাওয়াত শেষ হওয়ার পর বললাম, বেটা! মজদুরী করবে? সে বলল, কেন করব না? মজদুরী করার জন্যই তো দুনিয়াতে এসেছি। বলুন, আপনার কি খেদমত করতে পারি?

আমি বললাম, একটি দেয়াল মেরামত করতে হবে। সে বলল, ঠিক আছে। তবে শর্ত হল, নামাযের সময় আমাকে ছুটি দিতে হবে এবং এক দিরহাম ও এক ষষ্ঠাংশের বেশী মজুরী নেয়ার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতে পারবেন না।

আমি উভয় শর্ত মেনে নিলাম এবং তাকে কাজে লাগিয়ে বাইরে চলে গেলাম। মাগরিবের সময় আমি তার কাজ দেখে সীমাহীন বিস্মিত হলাম। দেখলাম, সে একা দশজনের কাজ করে ফেলেছে। আমি খুশি হয়ে তাকে দুই দিরহাম মজুরী দিলাম। সে অতিরিক্ত নিতে অস্বীকার করল এবং এক দিরহাম ও এক দানেক নিয়ে চলে গেল।

পরে আবার তাকে খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথাও তাকে পেলাম না। লোকজন বলল, সে কেবল শনিবারেই কাজ করে। আমি তার কাজে সন্তুষ্ট ছিলাম। তাই ছয়দিন কাজ বন্ধ রেখে পরের শনিবারে তার খোঁজে আবার বের হই। দেখি সে এবারও মধুর কণ্ঠে পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করছে।

আমি তাকে সালাম দিয়ে কাজের কথা বললে সে আগের মতই দুটি শর্তারোপ করল। আমি শর্ত দুটি মঞ্জুর করে আবারও তাকে কাজে লাগিয়ে দিলাম।

গত শনিবারের কাজ দেখে আমার মনে কৌতুহল জাগে যে, সে একা কিভাবে দশজনের কাজ করে তা আমাকে দেখতে হবে। তাই

www.smfoundationbd.com

আমি আজ বাইরে না গিয়ে লুকিয়ে তার কাজ দেখতে লাগলাম। তার কাজের অবস্থা দেখে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। দেখলাম, সে গারা নিয়ে দেয়ালে রেখে দেয়ার সাথে সাথে ইটগুলি অটোমেটিক এসে জোড়া লেগে যায়। এ দৃশ্য অবলোকন করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, এ ছেলে নিশ্চয় আল্লাহর ওলী হবে। অন্যথায় সাধারণ মানুষের পক্ষে তা মোটেও সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা বেলা আমি তাকে তিন দিরহাম দিতে চাইলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করে বলল, আমি এত পয়সা দিয়ে কি করব? আমার জন্য তো সামান্য পয়সাই যথেষ্ট। একথা বলে সে আগের সমপরিমাণ পয়সা নিয়েই বিদায় নিল।

তৃতীয় শনিবার তার খোঁজে আবার বের হলাম। লোকজন বলল, সে আজ তিন দিন যাবত অসুস্থ অবস্থায় অমুক জঙ্গলে পড়ে আছে। আমি দেরী না করে তৎক্ষনাত সেখানে গিয়ে দেখি সে বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে। তার মাথার নীচে একটি ইটের টুকরো রয়েছে। আমি তাকে পর পর দু'বার সালাম দেয়ার পর সে চোখ খুলল এবং আমাকে চিনে ফেলল। আমি তাড়াতাড়ি তার মাথার নীচ থেকে ইট সরিয়ে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলাম। এমন সময় সে কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা পাঠ করল। তন্মধ্যে দুটির অর্থ হল-

হে বন্ধু! দুনিয়ার নেয়ামতের ধোকায় পড়ো না। কেননা দুনিয়ার নেয়ামত চিরস্থায়ী নয়। একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। তদুপরি তুমি কিন্তু ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছ। তুমি যখন কোন জানাযা কাঁধে নাও তখন মনে করবে যে, তোমাকেও একদিন এভাবে নেয়া হবে।

তারপর সে আমাকে বলল, জনাব! আমার প্রাণবায়ূ যখন উড়ে যাবে, তখন আপনি নিজের হাতে গোসল দিয়ে আমার পরিধেয় কাপড় দিয়েই আমাকে কাফন দিবেন। আমি বললাম, ভাই! তোমার জন্য নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা হলে অসুবিধা কি? সে বলল, নতুন কাপড়ের জন্য জীবিত লোকেরাই বেশী উপযোগী। কাফন পুরানো হোক আর নতুন হোক তা একদিন পঁচেই যাবে। কবরে মানুষের সঙ্গে কেবল ঈমান আর আমলই থাকবে। আমার এই লুঙ্গি ও পাত্রটা কবর

www.smfoundationbd.com

খননকারীকে দিয়ে দিবেন। আর মেহেরবানী করে এই আংটি ও কোরআন শরীফখানা খলীফা হারুন অর রশীদের নিকট পৌঁছে দিবেন। তাকে বলবেন, এগুলো একটি পরদেশী মুসাফির ছেলের আমানত। আমার পক্ষ থেকে তাকে একথাও বলবেন যে, গাফলত ও ধোকার হালতে যেন তার মৃত্যু না আসে। একথা বলার পর সে ইহলোক ত্যাগ করে মহা প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেল।

এতক্ষণে আমার ধারণা হলো, ছেলেটি নিশ্চয় বাদশাহজাদা হবে। আমি অসিয়ত মোতাবেক তাকে দাফন করে আংটি ও কুরআন শরীফ নিয়ে বাগদাদ পৌঁছলাম। আমি শাহী বালাখানার নিকট গিয়ে দেখলাম, বাদশাহের সাওয়ারী বের হচ্ছে। প্রথমে আনুমানিক ১০০০ লোকের বাহিনী বের হল। আমি একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলাম। এরপর আরও দশটি অনুরূপ বাহিনী বের হল। দশম বাহিনীর মধ্যে স্বয়ং আমীরুল মুমেনীন ছিলেন। আমি তাকে দেখতে পেয়ে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমেনীন! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তার উছীলা দিয়ে বলছি, আপনি একটু থামুন।

আমার আওয়াজ শুনে খলীফা থেমে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তার নিকট গিয়ে বললাম, আমি একটি বিদেশী ছেলের আমানত নিয়ে এসেছি। এগুলো পৌঁছাতে সে আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছিল। এ বলে আমি তার নিকট আংটি ও কোরআন শরীফ সোপর্দ করলাম।

এগুলো দেখামাত্র খলীফা সবকিছু বুঝে ফেললেন। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রাখলেন। এ সময় তার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর তিনি দারোয়ানকে বললেন, আমি ফিরে এলে এ লোকটিকে আমার নিকট পৌঁছাবে। একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

খলীফা ফিরে আসার পর দারেয়ানকে ডেকে বললেন, লোকটিকে আমার নিকট হাযির কর। আমি জানি, সে আমার ব্যাথাকে তাজা করে দিবে।

দারোয়ান এসে আমাকে বলল, আমীরুল মুমেনীন বড় চিন্তাযুক্ত

www.smfoundationbd.com

আছেন। সাবধানে কথা বলিও। দশটি কথা বলতে চাইলে পাঁচটি বলেই ক্ষান্ত হইও।

আমি খলীফার নিকট গিয়ে দেখি তিনি একটি নির্জন কক্ষে একাকী বসে আছেন। আমাকে দেখে কাছে নিয়ে বসালেন। তারপর অশ্রুসজল নয়নে বললেন, তুমি কি আমার সেই ছেলেকে চিন?

ঃ জ্বী হা।

ঃ সে কি কাজ করত?

ঃ রাজমিস্ত্রির কাজ।

খলীফা পুনরায় বললেন, তুমি কি তাকে দিয়ে কোন কাজ করিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, করিয়েছি। তিনি বললেন, সে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় একথা কি তোমার খেয়াল হয়নি? আমি বললাম, আমীরুল মুমেনীন! প্রথমে আমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাই। তারপর আপনার নিকটও ক্ষমা চাচ্ছি। প্রকৃত কথা হল, তখন তার ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। ইন্তেকালের সময় আমি জানতে পেরেছি।

তারপর খলীফা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নিজ হাতে তাকে গোছল দিয়েছ?

আমি বললাম, জ্বী হ্যা। আমি নিজ হাতেই তাকে গোছল দিয়েছি ও কাফন-দাফন সম্পন্ন করেছি। তিনি বললেন, তোমার হাতটি এদিকে দাও। আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে হাতখানা তার সিনার সাথে মিশিয়ে নিলেন। অতঃপর কয়েকটি বয়াত পাঠ করলেন। যার অর্থ নিম্নরুপ-

হে মুসাফির! তোমার জন্য আমার হৃদয় গলে যাচ্ছে। চক্ষু থেকে অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। হে প্রিয়! তোমার কবর তো এখান থেকে অনেক দূরে কিন্তু তোমার ফিকির আমার অতি নিকটে। নিশ্চয় মৃত্যু যে কোন শান্তির অবসান ঘটিয়ে দেয়। সেই মুসাফির একটি চাঁদের টুকরো ছিল। সে চাঁদের টুকরোও আজ কবরে পৌঁছে গেল।

অতঃপর খলীফা হারুন অর রশীদ আমাকে সঙ্গে নিয়ে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বসরা শহরে গেলেন। সেখানে কবরের পাশে

www.smfoundationbd.com

দন্ডায়মান হওয়ার পর তার দু'চোখে দেখা দিল উপচানো অশ্রুধারা। মনে হল, কি একটা শুন্যতা, কি একটা অভাব যেন তাকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। প্রিয় পুত্রের বিয়োগ ব্যথায় মুক্তধারার মতো দুগন্ড বেয়ে অশ্রুধারা বেয়ে পড়ছে। ফোঁপানো কান্নার সকরুণ সুর আর বাধভাঙ্গা অশ্রু মুছে এক সময় তিনি কয়েকটা কবিতা পড়লেন। যার অর্থ হল-

'হে মুসাফির! তোমার এ সফর আর কোনদিন শেষ হবে না। কোন দিন আর তুমি ফিরে আসবে না। অল্প বয়সেই মৃত্যু তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

হে আমার চোখের পুতুল! তুমি মৃত্যুর ঐ পিয়ালা পান করেছ যা অতিসত্তর তোমার বৃদ্ধ পিতাও পান করবেন। শহরবাসী হোক আর গ্রামবাসী হোক প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তাই মৃত্যুর জন্য সকলকেই প্রস্তুতি নেয়া উচিত।'

এভাবে দীর্ঘক্ষণ কবিতা পাঠ করার পর খলীফা বাগদাদে চলে এলেন। আমিও আমার বাড়ীতে চলে গেলাম। বাড়ীতে যাওয়ার পর ঐ রাত্রেই আমি যখন অযীফা শেষ করে শুয়ে পড়ি তখন স্বপ্নযোগে একটি নূরের কোব্বা দেখতে পাই। যার উপর মেঘমালার ন্যায় ধু নূর আর নূর রয়েছে। সেই নূরের মেঘমালা থেকে ছেলেটি আওয়াজ দিয়ে বলল, আবু আমের! আল্লাহপাক তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তুমি আমার উপযুক্ত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেছ। আমার অসিয়ত যথাযথভাবে পালন করেছ।

আমি বললাম, হে প্রিয় বৎস! তোমার অবস্থা কি? সে বলল, আমি এখন এমন এক মনিবের আশ্রয়ে আছি, যিনি বড়ই দয়ালু এবং অতিশয় মেহেরবান। তিনি আমার উপর অত্যন্ত রাযী খুশী আছেন। তিনি আমাকে এমন সব বস্তু দান করেছেন যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন অন্তর তা কল্পনাও করতে পারেনি।

তারপর সে বলল, আল্লাহপাক কসম খেয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে আমার মত হয়ে আসবে তাকে আমার মতই ইজ্জত ও সম্মান দান করা হবে।

www.smfoundationbd.com

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করার বিষয় যে, ষোল বছরের এ বালক কি পরিমান তাকওয়া-পরহেজগারী এখতিয়ার করেছে। কি পরিমান খোদার সান্নিধ্য সে লাভ করেছে। জীবনের এ স্বল্প পরিসরে আখেরাতের জন্য সে কতবেশী পুঁজি সংগ্রহ করেছে। অথচ আমাদের বয়স আজ ত্রিশ চল্লিশ ষাট কিংবা আশিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমরা ছোট্ট এই বালকের তুলনায় আখেরাতের জন্য কতটুকু পুঁজি সংগ্রহ করেছি। আমরা কি প্রতিদিন মৃত্যুর কথা স্মরণ করি? আমরা কি প্রত্যহ একথা চিন্তা করি যে, আমাকে নির্জন কবরে একাকী শুইতে হবে। সেখানে আমার ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন কিছুই কাজে আসবে না। সেখানে তো কেবল ঈমান আর আমলই আমার কাজে আসবে। আমরা কি চিন্তা করি যে, হাশরের ময়দানে খোদার সামনে দাঁড়িয়ে কোটি কোটি মানুষের সামনে আমাকে গোটা জীবনের হিসেব দিতে হবে।

প্রিয় পাঠক ভাইগণ! একটু চিন্তা করুন। এ দুনিয়াতে আপনারা যাকেই ভাল বাসুন না কেন একদিন তাকে ছেড়ে চলে যেতেই হবে। যত ধন-সম্পদই উপার্জন করুন না কেন, একদিন তা আপনার হাতছাড়া হবেই। তাই মেহেরবাণী করে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য কামাই করতে সচেষ্ট হোন। দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতকে প্রাধান্য দিন। বেশী বেশী জিকির করুন। কালামে পাক ভক্তি সহকারে তিলাওয়াত করুন। যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, সাময়িক আনন্দের জন্য লক্ষ কোটি বছরের শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে সাবধানে পরিচালনা করুন। বেগানা নারীর দিকে দৃষ্টি করা থেকে চোখকে হেফাযত করুন। নিজেও আপন দেহকে অপরের দর্শন দান থেকে হেফাযত করুন। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দেখে, আর যে দেখায়, তাদের উভয়ের উপর আল্লাহ তাআলা লানত বর্ষণ করেন। গীবত শেকায়েত ও পরনিন্দা থেকে জবানকে রক্ষা করুন। কারণ এগুলো মারাত্মক কবীরা গুনাহ। গীবত করাকে আল্লাহপাক মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য পাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বেঁচে আখেরাতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❑

(সূত্র ঃ ফাযায়েলে ছাদাকাত)

www.smfoundationbd.com

অভিশপ্ত ইহুদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র

ইতিহাসের সোনালী পাতায় যেসব মনীষীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী (র.) ছিলেন তাদের অন্যতম। খোদা প্রেমে তার অন্তর ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ খোদাভীরু শাসক। রাতের এক বিরাট অংশ তার ব্যয় হত তাহাজ্জুদ নামায ও অযীফা পাঠে। তার ইন্তেকালের পর বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে সত্য, কিন্তু আজও ঐ আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। লক্ষ-কোটি মুসলিম হৃদয়ে তিনি অমর হয়ে আছেন, থাকবেন অনাদিকাল পর্যন্ত।

হিজরী ৫৫৭ সালের একরাতের ঘটনা।

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী (র.) তাহাজ্জুদ ও দীর্ঘ মুনাজাতের পর ঘুমিয়ে পড়েছেন। চারিদিক নিরব নিস্তব্দ। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। এমতাবস্থায় হঠাৎ তিনি স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কামরায় উপস্থিত। তিনি কোন ভূমিকা ছাড়াই দু'জন নীল চক্ষু বিশিষ্ট লোকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, নূরুদ্দীন! তুমি এ দু'ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আমাকে হেফাজত কর।

এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে সুলতান নূরুদ্দীন (র.) অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গোটা কক্ষময় পায়চারি করতে লাগলেন। সাথে সাথে তার মাথায় বিভিন্ন প্রকার চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। হৃদয় রাজ্যে ভীড় জমাল হাজারও রকমের প্রশ্ন। তিনি ভাবলেন--

আল্লাহর রাসূল তো এখন কবর জীবনে!

তার সাথে অভিশপ্ত ইহুদীরা এমনকি ষড়যন্ত্র করতে পারে?

কি হতে পারে তাদের চক্রান্তের স্বরুপ?

তারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন ক্ষতি করতে চায়?

www.smfoundationbd.com

চায় কি পর জীবনেও তার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে?

আমাকে দুজন ইহুদীর চেহারা দেখানো হল কেন?

শয়তান তো আল্লাহর নবীর অবয়বে আসতে পারে না। তাহলে কি আমি সত্য স্বপ্নই দেখেছি?

এসব ভাবতে ভাবতে সুলতান অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি অজু-গোছল সেরে তাড়াতাড়ি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর মহান আল্লাহর দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় অনেকক্ষণ মুনাজাত করলেন।

সুলতানের কক্ষে এমন কেউ ছিল না যার সাথে তিনি পরামর্শ করবেন। আবার এ স্বপ্নও এমন নয় যে, যার তার কাছে ব্যক্ত করবেন। অবশেষে আবারও তিনি শয়ন করলেন। দীর্ঘ সময় পর যখনই তার একটু ঘুমের ভাব এল, সঙ্গে সঙ্গে এবারও তিনি প্রথম বারের ন্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাকে পূর্বের ন্যায় বলছেন,

নূরুদ্দীন! এ দু'ব্যক্তির চক্রান্ত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

এবার নূরুদ্দীন জঙ্গী (র.) আল্লাহ, আল্লাহ বলতে বলতে বিছানা থেকে উঠে বসলেন। তারপর কোথায় যাবেন, কি করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে দ্রুত অজু-গোছল শেষ করে মুসল্লায় দাঁড়িয়ে অত্যধিক ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং দীর্ঘ সময় অশ্রু সিক্ত নয়নে দোয়া করলেন।

রাতের অনেক অংশ এখনও বাকী। সমগ্র পৃথিবী যেন কি এক বিপদের সম্মুখীন হয়ে নিঝুম হয়ে আছে। কি এক মহা বিপর্যয় যেন পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হতে যাচ্ছে। কঠিন বিপদের ঘনঘটা যেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি মুখ তুলে আকাশ পানে তাকালেন। মনে হল স্বপ্নে দেখা ঐ দুজন লোক যেন তাকে ধরার জন্য দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসছে। তিনি সেই চেহারা দুটোকে মনের মনিকোঠা থেকে সরাবার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে সুলতান নূরুদ্দীন (র.) চোখ মুখ বন্ধ করে আবারও তন্দ্রা-বিভোর হয়ে শুয়ে পড়লেন।

www.smfoundationbd.com

শোয়ার পর তৃতীয়বারও তিনি অনুরূপ স্বপ্নে দেখলেন। এবার রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বলছেন-

নূরুদ্দীন! আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে এই লোক দুটোকে মুহূর্তের মধ্যে কঠিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু এমনটি তিনি করবেন না। কারণ এমতাবস্থায় বিশ্ববাসীর নিকট মুল রহস্যটি চিরকালের জন্য অনুদঘাটিতই থেকে যাবে। আমি চাই, তুমি তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য একটি নযীর হয়ে থাকবে। বিশ্ববাসী জানুক, আল্লাহর রাসূলের সাথে বেয়াদবীর শাস্তি এমন কঠিন, মর্মন্তুদ ও নির্মমই হয়ে থাকে। নূরুদ্দীন! তুমি আর বিলম্ব কর না। দীর্ঘ দিন যাবত এরা আমার সাথে চরম বেয়াদবী করে আসছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সুলতান নূরুদ্দীন (র.) ক্রন্দনরত অবস্থায় বিছানা পরিত্যাগ করলেন। এবার তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, নিশ্চয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক কোন না কোন মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

তিনি তড়িৎ গতিতে অজু-গোসল সেরে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে প্রধানমন্ত্রী জালালুদ্দীন মৌশুলীর নিকট গমন করতঃ গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে স্বপ্নের বিবরণ শুনালেন এবং এ মুহূর্তে কি করা যায়, এ ব্যাপারে সুচিন্তিত পরামর্শ চাইলেন।

জালালুদ্দীন মৌশুলী স্বপ্নের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বললেন, হুজুর! আপনি এখনও বসে আছেন? নিশ্চয় প্রিয় নবীর রওজা মোবারক কোন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তাই এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য বারবার তিনি আপনাকে স্মরণ করছেন। অতএব, আমার পরামর্শ হল, সময় নষ্ট না করে অতিসত্তর মদীনার পথে অগ্রসর হোন।

সুলতান নূরুদ্দীন (র.) আর কালবিলম্ব করলেন না। তিনি ষোল হাজার দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য এবং বিপুল ধন সম্পদ নিয়ে বাগদাদ থেকে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। রাত দিন সফর করে

www.smfoundationbd.com

সতেরতম দিনে মদিনা শরীফে পৌঁছলেন এবং সৈন্য বাহিনীসহ গোছল ও অজু সেরে দু রাকাত নফল নামাজান্তে দীর্ঘ সময় ধরে মোনাজাত করলেন। তারপর সৈন্য বাহিনী দ্বারা মদিনা ঘেরাও করে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ জারী করে দিলেন যে, বাইরের লোক মদিনায় আসতে পারবে, কিন্তু সাবধান! মদিনা থেকে কোন লোক বাইরে যেতে পারবে না।

সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গী (র.) জুমার খোৎবা দান করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, আমি মদিনাবাসীকে দাওয়াত দিয়ে এক বেলা খানা খাওয়াতে চাই। আমার অভিলাষ, সকলেই যেন এই দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করে।

সুলতান মদিনাবাসীকে আপ্যায়নের জন্য বিশাল আয়োজন করলেন এবং প্রত্যেকের নিকট অনুরোধ করলেন, মদিনার কোন লোক যেন এই দাওয়াত থেকে বঞ্চিত না হয়।

নির্ধারিত সময়ে খাওয়া-দাওয়া শুরু হল। প্রত্যেকেই তৃপ্তিসহকারে খানা খেল। যারা দুরদুরান্ত থেকে আসতে পারেনি তাদেরকেও শেষ পর্যন্ত ঘোড়া ও গাধার পিঠে চড়িয়ে আনা হল। এভাবে প্রায় পনের দিন পর্যন্ত অগণিত লোক শাহী দাওয়াতে শরিক হওয়ার পর সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন আরও কেউ অবশিষ্ট আছে কি? থাকলে তাদেরকেও ডেকে আন।

এই নির্দেশের পর সুলতান বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হলেন যে, আর কোন লোক দাওয়াতে আসতে বাকী নেই। একথা শুনে তিনি সীমাহীন অস্থির হয়ে পড়লেন। চিন্তার অথৈই সাগরে হারিয়ে গেলেন তিনি। ভাবলেন, যদি আর কোন লোক দাওয়াতে শরীক হতে বাকী না থাকে তাহলে সেই অভিশপ্ত লোক দুজন গেল কোথায়? আমি তো দাওয়াতে শরীক হওয়া প্রতিটি লোককেই অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। কিন্তু কারও চেহারাইতো স্বপ্নে দেখা লোক দুটোর চেহারার সাথে মিলল না, তাহলে কি আমার মিশন ব্যর্থ হবে? আমি কি ঐ কুচক্রী লোক দুটোকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দিতে সক্ষম হব না? এসব চিন্তায় বেশ কিছুক্ষণ তিনি ডুবে রইলেন। তারপর আবারও তিনি

www.smfoundationbd.com

নতুন করে ঘোষণা করলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মদিনার সকল লোকদের দাওয়াত খাওয়া এখনও শেষ হয়নি। অতএব সবাইকে আবারও অনুরোধ করা যাচ্ছে, যারা এখনও আসেনি তাদেরকে যেন অনুসন্ধান করে দাওয়াতে শরীক করা হয়।

একথা শ্রবণে মদিনাবাসী সকলেই এক বাক্যে বলে উঠল, হুজুর! মদিনার আশে পাশে এমন কোন লোক বাকী নেই, যারা আপনার দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করেনি। তখন সুলতান নূরুদ্দীন বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, আমি যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। আপনারা ভাল ভাবে অনুসন্ধান করুন।

সুলতানের এই দৃঢ়তা দেখে লক্ষাধিক জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হঠাৎ করে বলে উঠল, হুজুর! আমার জানামতে দুজন লোক সম্ভবত এখনও বাকী আছে। তারা আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ মানুষ। জীবনে কখনও কারও কাছ থেকে হাদীয়া তোহফা গ্রহণ করেন না, এমনকি কারও দাওয়াতেও শরীক হন না। তারা নিজেরাই লোকদেরকে অনেক দান-খয়রাত করে থাকেন। নীরবতাই অধিক পছন্দ করেন। লোক সমাজে উপস্থিত হওয়া মোটেও ভালবাসেন না।

লোকটির বক্তব্য শুনে সুলতানের চেহারায় একটি বিদ্যুত চমক খেলে গেল। তিনি কাল বিলম্ব না করে কয়েকজন লোক সহকারে ঐ লোক দুটোর আবাসস্থলে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, এতো সেই দু'জন, যাদেরকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। তাদেরকে দেখে সুলতানের দুচোখ রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমরা? কোথা থেকে এসেছ? তোমরা সুলতানের দাওয়াতে শরীক হলে না কেন?

লোক দুটো নিজের পরিচয় গোপন করে বলল, আমরা মুসাফির। হজ্বের উদ্দেশে এসেছিলাম। হজ্ব কার্য সমাধা করে জিয়ারতের নিয়তে রওজা শরীফে এসেছি। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমে আত্মহারা হয়ে ফিরে যেতে মনে চাইল না। তাই বাকী জীবন রওজার পাশে কাটিয়ে দেওয়ার নিয়তেই এখানে রয়ে গেছি। আমরা কারও দাওয়াত গ্রহণ করি না। এক আল্লাহর উপরই

www.smfoundationbd.com

আমাদের পূর্ণ আস্থা। আমরা তারই উপর নির্ভরশীল। এবাদত, রিয়াজত ও পরকালের চিন্তায় বিভোর থাকাই আমাদের কাজ। কুরআনে পাক তিলাওয়াত, নফল নামায ও অজিফা পাঠেই আমাদের সময় শেষ হয়ে যায়। সুতরাং দাওয়াত খাওয়ার সময়টা কোথায়?

উপস্থিত জনগণ তাদের পক্ষ হয়ে বলল যে, হুজুর! এরা দীর্ঘদিন যাবত এখানে অবস্থান করছে। এদের মত ভাল লোক আর হয় না। সব সময় দরিদ্র, এতিম ও অসহায় লোকদের প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করে। তাদের দানের উপর অত্র অঞ্চলের অনেক লোকের জীবিকা নির্ভর করে। সুলতান নুরুদ্দিন লোকদের কথা শ্রবণ করে লোক দুটোর প্রতি পুণরায় গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলেন। এতে আবারও তিনি নিশ্চিত হলেন, এরা তারাই যাদেরকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন।

এবার সুলতান জলদ গম্ভীর স্বরে তাদেরকে বললেন, সত্য কথা বল। তোমরা কে? কেন, কি উদ্দেশে এখানে থাকছ?

এবারও তারা পূর্বের কথা পুনরাবৃত্তি করে বলল, আমরা পশ্চিম দেশ থেকে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের জন্য এখানে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে অবস্থান করছি।

সুলতান এবার কারও কথায় কান না দিয়ে তাদেরকে সেখানে আটক রাখার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর স্বয়ং তাদের থাকার জায়গায় গিয়ে খুব ভাল করে অনুসন্ধান চালালেন। সেখানে অনেক মাল সম্পদ পাওয়া গেল। পাওয়া গেল বহু দুর্লভ কিতাবপত্র। কিন্তু এমন কোন জিনিষ পাওয়া গেল না, যদ্বারা স্বপ্নের বিষয়ে কোন প্রকার সহায়তা হয়।

সুলতান অত্যধিক পেরেশান। অস্থির। এখনও রহস্য উদঘাটন করতে না পারায় তিনি সীমাহীন চিন্তিত। এদিকে মদীনার বহু লোক তাদের জন্য সুপারিশ করছে। তারা আবারও বলছে হুজুর! এরা নেককার বুযুর্গ লোক। দিনভর রোজা রাখেন। রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই রওজা শরীফের নিকটে এসে আদায় করেন। প্রতিদিন নিয়মিত জান্নাতুল বাকী যিয়ারত

www.smfoundationbd.com

করতে যান। প্রতি শনিবার মসজিদুল কোবাতে গমন করেন। কেউ কিছু চাইলে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না।

সুলতান তাদের অবস্থা শুনে সীমাহীন আশ্চর্যবোধ করলেন। তথাপি তিনি হাল ছাড়ছেন না। কক্ষের বিভিন্ন অংশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফিরিয়ে যাচ্ছেন। ঘরের প্রতিটি বস্তুকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছুই তিনি পাচ্ছেন না।

সুলতান এক পর্যায়ে সঙ্গীদের বললেন- আচ্ছা, তাদের নামাযের মুসাল্লাটা একটু উঠাও দেখি। সঙ্গীরা নির্দেশ পালন করল। নামাযের মুসল্লাটি বিছানো ছিল একটি চাটাইয়ের উপর। সুলতান আবার নির্দেশ দিলেন, চাটাইটিও সরিয়ে ফেল।

চাটাই সরানোর পর দেখা গেল একখানা বিশাল পাথর। সুলতানের নির্দেশে তাও সরানো হল। এবার পাওয়া গেল এমন একটি সুরঙ্গপথ যা বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। এমনকি তা পৌঁছে গেছে, রওজা শরীফের অতি সন্নিকটে।

এ দৃশ্য অবলোকন করা মাত্র সুলতান বিজলী আহতের ন্যায় চমকে উঠলেন। অস্থিরতার কালো মেঘ ছেয়ে যায় তার সমস্ত হৃদয় আকাশে। ক্রোধে লাল হয়ে যায় গোটা মুখমন্ডল। অবশেষে লোক দুটোকে লক্ষ্য করে ক্ষিপ্ত-ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন-

তোমরা পরিস্কার ভাষায় সত্যি কথাটা খুলে বল, নইলে এক্ষুনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে। বল, তোমরা কে? তোমাদের আসল পরিচয় কি? কারা, কি উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে?

সুলতানের কথায় তারা ঘাবড়ে গেল। কঠিন বিপদ সামনে দেখে আসল পরিচয় প্রকাশ করে বলল,

আমরা ইহুদী। দীর্ঘদিন যাবত আমাদেরকে মুসল শহরের ইহুদীরা সুদক্ষ কর্মী দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রচুর অর্থ সহকারে এখানে পাঠিয়েছে। আমাদেরকে এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, আমরা যেন যে কোন উপায়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শবদেহ বের করে

www.smfoundationbd.com

ইউরোপীয় ইহুদীদের হাতে হস্তান্তর করি। এই দুরহ কাজে সফল হলে তারা আমাদেরকে আরও ধনসম্পদ দিবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সম্পদের লোভেই আমরা এই কঠিন কাজে হাত দিয়েছি।

সুলতান বললেন, তোমরা তোমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলে? কিভাবে তোমরা কাজ করতে?

তারা বলল, আমাদের নিয়মিত কাজ ছিল, রাত গভীর হলে অল্প পরিমাণ সুড়ঙ্গ খনন করা এবং সাথে সাথে ঐ মাটিগুলো চামড়ার মশকে ভর্তি করে অতি সন্তর্পণে মদীনার বাইরে নিয়ে ফেলে আসা। আজ দীর্ঘ তিন বৎসর যাবত এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে আমরা অনবরত ব্যস্ত আছি। যে সময় আমরা রওজা মোবারকের নিকট পৌঁছে গেলাম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বনবীর লাশ বের করে নিয়ে যাব, ঠিক সে সময় ধরে আমাদের মনে হল, আকাশ যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। জমীন যেন প্রচন্ড ভূমিকম্পে থরথর করে কাঁপছে। যেন সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মহাপ্রলয় সংঘটিত হচ্ছে। অবস্থা এতটাই শোচনীয় রূপ ধারণ করল, মনে হল সুড়ঙ্গের ভিতরেই যেন আমরা সমাধিস্থ হয়ে পড়ব। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে আমরা কাজ বন্ধ করে রেখেছি।

তাদের বক্তব্যে সুলতানের নিকট সব কিছুই পরিস্কার হয়ে গেল। তাই তিনি লোক দুটোকে নযীর বিহীন শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর এমন দুঃসাহস দেখাতে না পারে।

তিনি মসজিদ হতে অর্ধ মাইল দূরে একটি বিশাল ময়দানে বিশ হাত উঁচু একটি কাঠের মঞ্চ তৈরী করলেন। সাথে সাথে সংবাদ পাঠিয়ে মদীনা ও মদীনার আশেপাশের লোকদেরকে উক্ত ময়দানে হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।

নির্ধারিত সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত মাঠে সমবেত হল। সুলতান নুরুদ্দীন (র.) অপরাধী লোক দুটোকে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে মঞ্চের উপর বসালেন। তারপর বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে তাদের হীন চক্রান্ত ও ঘৃণ্য তৎপরতার কথা সবিস্তার উল্লেখ করলেন।

www.smfoundationbd.com

সুলতানের বক্তব্য শ্রবণ করে লোকজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করল। সুলতান বললেন- হ্যাঁ, এদের শাস্তি দৃষ্টান্তমূলকই হবে।

তিনি লোকদেরকে বিপুল পরিমাণ লাকড়ী সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন। তারপর লক্ষ জনতার সামনে সেই ইহুদী দুটোকে মঞ্চের নিম্নভাগে আগুন লাগিয়ে পুড়ে ভস্ম করে ফেলেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সেই আগুন নাকি দীর্ঘ এগার দিন পর্যন্ত জ্বলছিল।

অতঃপর তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে এক হাজার মন সিসা গলিয়ে রওজা শরীফের চতুষ্পার্শে মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। যেন ভবিষ্যতে আর কেউ প্রিয় নবীজির কবর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম না হয়। তারপর তিনি কায়মনোবাক্যে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করলেন এবং তাকে যে এত বড় খেদমতের জন্য কবুল করা হল সেজন্য সপ্তাহকাল ব্যাপী আনন্দাশ্রু বিসর্জন দিলেন। ইতিহাসের পাতা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, সুলতান নূরুদ্দীন ইন্তেকাল করলে অসীয়ত মোতাবেক তার লাশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকের অতি নিকটে দাফন করা হয়। ❑

(সূত্র ঃ তাফসীরে জাওহারী, আন্ নাযরু ফি গায়াতিল মাকসুদ ফি ইফসাদিল ইয়াহুদ পৃঃ ৩৯০)

সমাপ্ত

হৃদয় গলে সিরিজের পরবর্তী বই

যদি এমন হতাম

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

❑ সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে গেছে অন্ধকারে। গোটা মুসলিম জাতি অশান্তির অতল দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে। বিশ্ব আজ অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতনের হিংস্র থাবায় জর্জরিত। চর্তুদিকে অপসংস্কৃতির সয়লাব। বিভিন্ন কলা-কৌশলে চলছে মুসলমানদের ঈমান আকিদা ধ্বংস করার বহুমূখী পরিকল্পনা। তন্মধ্যে অশ্লীল বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা অন্যতম, যা পাঠ করে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে জাহিলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত সমাজের সত্য সন্ধানী মানুষের সামনে প্রস্ফুটিত হল মাওলানা মুফীজুল ইসলাম কর্তৃক রচিত 'যে গল্পে হৃদয় গলে' বইটি।

লেখক অক্লান্ত মেহনত ও সীমাহীন পরিশ্রম করে বইটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাকে জানাই শত-সহস্র মোবারকবাদ।

আমি এ বইয়ের ১ম ও ৩য় খন্ড পাঠ করে আনন্দিত হয়েছি। সাথে সাথে লেখকের কলাম পাঠ করে এর ধারাবাহিকতা চলবে বলে জানতে পেরে যার পর নাই খুশি হয়েছি। সত্যিই বইয়ের বর্ণিত গল্পগুলি চরিত্রগঠনমূলক, মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক।

দোয়া করি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার তাওফীক দান করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

-মোঃ মুছাদ্দিকুর রহমান, দঃ পৈরতলা, খাঁ বাড়ী মসজিদ, বি.বাড়ীয়া

❑ যে গল্পে হৃদয় গলে আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছে। এ বইয়ের উসিলায় আল্লাহ তাআলা আমার জীবনে এতবড় পরিবর্তন আনবেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, মেয়েরা যদি এ বইটি আমলের নিয়তে পাঠ করে তাহলে তাদের জীবনেও আমার ন্যায় পরিবর্তন আসবে। মজার ব্যাপার হল, বই পড়ে মন-মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন আসার পর, আমি যখন মহিলা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে কিছু দিন ক্লাস করলাম, তখন হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম, এ বইয়ের লিখক তিনিই, যিনি আমাদের মাদরাসার শিক্ষা সচীব। এ সংবাদ শুনে আমি কত যে আনন্দিত হয়েছি তা ভাষায় বুঝানো মুশকিল। দোয়া করি, আল্লাহ পাক আমাদের উস্তাদকে একজন নিষ্ঠাবান কলম সৈনিক হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

-মোসাম্মত মাসউদা আখাতার ৬৮/১, ভাগদী, নরসিংদী।

www.smfoundationbd.com

❑ আমি পল্লী গায়ের এক মেয়ে। এস, এস, সি পরীক্ষা পাশ করার পর মাদরাসায় ভর্তি হই। গত কয়েক মাস পূর্বে হৃদয় গলে সিরিজের ১ম খন্ড বইখানা কিনে সাথে সাথে পড়ে শেষ করে ফেলি। তারপর যখন শুনলাম, বইয়ের আরও কিছু খন্ড বের হবে তখন খুশিতে আপ্লুত হয়ে যাই। কারণ এটিই ছিল আমার মনের ঐকান্তিক কামনা। বইটি পড়ে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর এক নতুন ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি। বইটির ভাষা ও অন্যান্য দিক আমার নিকট অপূর্ব লেগেছে। সত্যি হৃদয় গলার মতই এর সবকিছু। এ বইয়ের গল্পগুলো পড়ে কার না অশ্রু ঝরবে? কার না হৃদয় নরম হবে? হৃদয় গলে সিরিজের সাহায্যে যে কোন মানুষ উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই লেখককে এর ধারাবাহিকতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আকুল আহবান জানাচ্ছি। সাথে সাথে প্রতিটি সিরিজের মধ্যে পরবর্তী বইয়ের নাম ও প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ লিখে দেয়ার জোর আবেদন জানাচ্ছি।

-আসমা আখতার, ভাটপাড়া, নরসিংদী।

❑ প্রিয় বড় ভাই, প্রথমে আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। পর কথা হল, আপনার হৃদয় গলে সিরিজের কয়েকটি খন্ড আমি পড়েছি। মূলতঃ বইগুলো পড়ে যে আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে এবং এর দ্বারা আমি ও আমার কয়েকজন বান্ধবী যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ চিঠি লিখলাম। আমার বান্ধবীরা এ বইখানা পড়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আর কোন দিন তারা খারাপ কাজ করবে না। সত্যি তারা অনেক ভাল হয়ে গেছে। আমরা সিরিজের পরবর্তী বইগুলোর জন্য তীর্থের কাকের মত অপেক্ষায় রইলাম। বুঝতেই পারছেন, অপেক্ষা যত বেশী হবে কষ্ট ততই তীব্র হবে। তাই তিন মাস নয়, প্রতি দু'মাস পর পর সিরিজের এক একটি অংশ বের করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিন। আমীন।

-আসমা আক্তার (সিপা)। বড় চর, রায়পুরা, নরসিংদী।

❑ আমি একজন কওমী মাদরাসার ছাত্র। সাধারণত ক্লাশের বই পড়া ব্যতিত অন্য কোন বই পড়ার সুযোগ হয় না। তবুও মাদরাসা ছুটি থাকা কালে অনেক ইসলামী বই পড়ে থাকি। ভাল লাগে। কিন্তু আপনার প্রণীত যে গল্পে হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো আমার নিকট একটু ভিন্নতর লেগেছে। বইয়ে যে গল্পগুলো সংকলন করেছেন তা সত্যিই অপূর্ব ও উপদেশ গ্রহণের মত।

www.smfoundationbd.com

যদিও কিছু কিছু গল্প কিছু কিছু পাঠক পাঠিকার পূর্বে জানা আছে, তথাপি আপনি প্রতিটি গল্পে যে মাছায়েল ও নসিহত পেশ করেছেন তা থেকে বর্তমান যামানার যুব সমাজ অনেক উপকৃত হতে পারবে। ভাল পথে আসবে। আমার ইচ্ছা, আপনি যে গল্পে হৃদয় গলে সিরিজ অব্যাহত রাখবেন এবং নতুন নতুন গল্প ও নসিহত আমাদেরকে উপহার দিবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমীন।

-মোঃ মাহবুবুর রহমান, মাছিমপুর, শিবপুর, নরসিংদী।

❑ বর্তমান কালে বাজারে বিভিন্ন ধরণের অশ্লীল গল্পের বই পাওয়া যায়, যে গুলো পাঠ করে অনেকের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়, সর্বোপরি অশ্লিল কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতে মন উদগ্রীব থাকে। মনের মাঝে অশান্তির অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। ধর্মীয় কোন কথা কেউ বললে বিষাক্ত বিষের মত মনে হয়। নিজের জীবনকে একেবারে অসার ও মূল্যহীন ভাবে। তাই এহেন দুর্গতির সময় আমাদেরকে সর্বদা এমন উপদেশমূলক বই পাঠ করা একান্ত অপরিহার্য যেগুলো আমাদের জীবনের গতি পাল্টে দিবে। আমাদেরকে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সর্বদা দিক নির্দেশনা হিসেবে আমাদের উপকারে আসবে।

কিন্তু এমন উপদেশমূলক বই পাওয়া খুবই বিরল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেব "যে গল্পে হৃদয় গলে" তিন খন্ড ও "যে গলে অশ্রু ঝরে" সমাপ্ত করে, "যে গল্পে হৃদয় কাড়ে" এর কাজ ধরেছেন, যা প্রতিটি গল্পই চমৎকার, হৃদয়গ্রাহী এবং চিত্তাকর্ষক। এ গল্পগুলো আমি পাঠ করে অনেক উপকৃত হয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠক সমাজ এ গল্পগুলো পাঠ করলে অনেক লাভবান হতে পারবেন। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় উস্তাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তিনি যেন বেশী বেশী এমন গল্পের বই প্রকাশ করে আমাদের আত্মার খোরাক জোগান।

-মোঃ জয়নাল আবেদীন, চর মরিচা কান্দি, বাঞ্ছারামপুর, বি. বাড়ীয়া

❑ আমি মিয়ান জামাতের একজন ছাত্র। বই পড়ার অদম্য আগ্রহ ছোট বেলা থেকেই আমার ছিল। পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত আমি যত ইসলামী পুস্তক পড়েছি তার মধ্যে আপনার যে গল্পে হৃদয় গলের সবগুলো খন্ড আমার নিকট অত্যন্ত ভাল লেগেছে। আমার বাড়িতে সবাইকে বইটি পড়তে দিয়েছি। তারাও অনেক উপকৃত হয়েছে বলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং

www.smfoundationbd.com

আক্ষেপের সাথে বলেছে যে, বর্তমান এই জাহিলিয়াতের জামানায় যদি আরো এমন বই বের হত তবে কতইনা ভাল হত। আমিও লেখকের নিকট আশা করি, লেখক যেন এমন আরোও বই বের করেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমিন

-মোঃ হায়দার আলী, সৈদের গাও, শিবপুর, নরসিংদী।

❑ যে গল্পে হৃদয় গলে বইটি আমি এবং আমার তিন ভাবি পাঠ করেছেন। আমাদের কাছে বইটি খুব ভাল লেগেছে। ভাবীরা বলেছেন, এই ধরণের বই পেলে আমাদেরকে এনে দিবি। শুধু তাই নয়, যারা আমার কাছ থেকে বইটি নিয়ে পাঠ করেছে, তারা সবাই এই বইয়ের ব্যাপারে প্রশংসা করেছে। আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন। আমীন

-মোঃ লিয়াকত আলী, লটা খোলা, দোহার, ঢাকা।

❑ ইসলামের দুশমনদের দ্বারা মুসলমানরা আজ চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম ও দর্শনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। সম্প্রতি বাংলাদেশেও এ ধরণের ষড়যন্ত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা আজ সেবার নামে অপকর্ম ও অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসকে ধ্বংস করার জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা করছে। তারা শুধু মৌখিকভাবে ষড়যন্ত্র পরিচালনা করে ক্ষ্যান্ত হচ্ছে না বরং লেখালেখির মাধ্যমেও তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই সময়ের এই নাজুক পরিস্থিতিতে উন্নতমানের বই রচনাই হচ্ছে যুগের অন্যতম চাহিদা। যাতে করে এই বইগুলো বর্তমান সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চরিত্র গঠনে বিশেষ অবদান রাখে।

আমার মুহতারাম উস্তাদজীর যে গল্পে হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো সকল শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলামের আদর্শে আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠার ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। আমি এই বইগুলো পড়ে সত্যিই ভীষণ পুলকিত হয়েছি। এর আরো ৪/৫টি খন্ড বের করার জন্য একান্ত অনুরোধ রইল। কেননা এতে করে মুসলিম সমাজ দারুণ উপকৃত হবে। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

-মোসাঃ নুযহাতুত তাহসীনা সুলতানা, চান্দিনা, কুমিল্লা

www.smfoundationbd.com

❑ আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। বর্তমানে শরহে বেকায়া পড়ছি। আমার কাছে বই পড়াটা তেমন ভাল লাগত না। কিন্তু একদিন বন্ধু আলম আপনার 'যে গল্পে হৃদয় গলে' বইটি আমাকে উপহার দিল। উপহারের বই হিসাবে একটি ঘটনা পড়লাম। পড়ার পরই আমার অন্তরে পুরো বইটা পড়ার আগ্রহ জাগল। সাথে সাথে পুরো বইটা পড়লাম। তারপর আরও ৪ খন্ড বই সংগ্রহ করে পড়ে নিলাম। খুব চমৎকার লাগল প্রত্যেকটা ঘটনা। আমার মনে হয়, এই বইটির প্রত্যেকটা ঘটনাই মানবজাতির অন্তরে আছর করবে। আল্লাহ এই বইটির দ্বারা সারা বিশ্বের মানুষকে হেদায়েত করুন এবং লেখককে হায়াতে তায়্যেবা নসীব করুন। আমীন

-মোঃ নাছির উদ্দীন (বাবুল) দরিয়া দৌলত মাদরাসা, বাঞ্ছারামপুর, বি, বাড়ীয়া।

একটি ঘোষণা

আগামী বইগুলোতেও পাঠকের মতামত বিভাগ চালু থাকবে। "হৃদয় গলে" সিরিজ পড়ে আপনার কেমন লাগল, তা জানিয়ে নাম, ঠিকানা, পদবী ইত্যাদিসহ আজই লেখক বরাবর চিঠি লিখার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সিরিজগুলোতে কিছু কিছু করে ছাপা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

www.smfoundationbd.com

কয়েকটি বইসহ ... কটি মূল্যবান বই

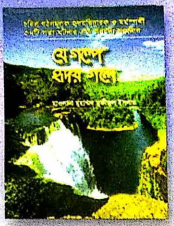

যে গল্পে হৃদয় গলে ১ম খন্ড

যে গল্পে হৃদয় গলে ২য় খন্ড

যে গল্পে হৃদয় গলে ৩য় খন্ড

হৃদয় গলে সিরিজ - ৪

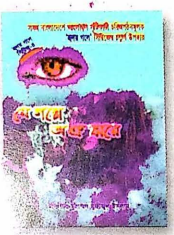

হৃদয় গলে সিরিজ - ৬

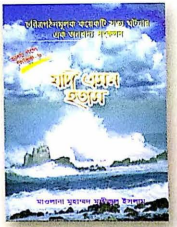

যে পথে মুক্তি মিলে

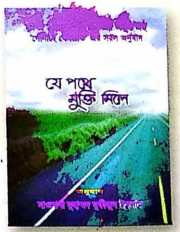

বইগুলো নিজে পড়ুন। সংগ্রহে রাখুন। ভাল লাগলে অপরকেও পড়তে এবং সংগ্রহে রাখতে উৎসাহিত করুন।

ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.smfoundationbd.com